এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল

ভাষান্তর

দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু

সম্পাদনা

ড. মাহবুবা নাসরীন

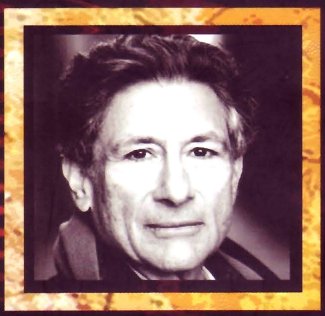

মার্কিন মুলুকে লেখালেখি করা এডওয়ার্ড সাঈদ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলাদা করে চোখে পড়ার মতো সাংস্কৃতিক সমালোচক।
– কর্নেল ওয়েস্ট

সমগ্র জনসংখ্যার একটি বড় অংশ যখন তথ্য বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকে তখন একটি সময়ে বুদ্ধিজীবী বলতে আসলে কি বোঝায়? বুদ্ধিজীবীরা কি নিছক বিশেষ স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত জনসেবক কিংবা তাদের কি কোন বৃহত্তর দায়িত্ববোধ রয়েছে? একজন তুমুল মেধাবী ও প্রচণ্ড স্বাধীন গণচিন্তাবিদ তাঁর অনন্যসাধারণ বাগ্মীতার মাধ্যমে বিবিসি'র মর্যাদাপূর্ণ রেইথ বক্তৃতায় এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। এই ব্যাপক ও বিস্তৃত রচনা সেই বক্তব্যেরই লিখিতরূপ।
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা কিংবা কারাবরণের হুমকী সত্ত্বেও একজন নির্বাসিত এবং শৌখিন মানুষ হিসেবে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা হচ্ছে 'ক্ষমতার প্রতি সত্য ভাষণ'– এডওয়ার্ড সাঈদ এমনটিই মনে করছেন। জোনাথন সুইফট এবং থিওডর আদোর্নো, রবার্ট ওপেনহাইমার এবং হেনরি কিসিঞ্জার, ভিয়েতনাম এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের উদাহরণ টেনে সাঈদ বলেন, যখন বুদ্ধিজীবীরা অর্থ, ক্ষমতা ও বিশেষায়ণের প্রলোভনকে তোষামোদ করে, তখন আসলে কি ঘটে? সাঈদ এসব প্রসঙ্গে তাঁর ধারণার বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। 'রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল' বইটি নির্দয় সততা, চিন্তা ও বিবেকের দৃঢ়তা এবং অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মহিমান্বিত তাচ্ছিল্যের সামগ্রিক রূপকে একত্রে ধারণ করে।
মেধা, নান্দনিকতা আর রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যের মিশেলে সাঈদ হয়ে উঠেছেন প্রতিভা আর পাণ্ডিত্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যিনি প্রায় সবক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তাভাবনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং উদ্দীপিত করার স্পর্ধা রাখেন।
– ওয়াশিংটন পোস্ট বুক ওয়ার্ল্ড

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল

ভাষান্তর : দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু
সম্পাদনা : ড. মাহবুবা নাসরীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

ড. আকবর আলী খান
লে. জে. হাসান মসউদ চৌধুরী
সি.এস. শফি সামি
সুলতানা কামাল
—যারা বুদ্ধিজীবী ছিলেন না (!)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা সংস্করণের

ভূমিকা

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩) ১৯৯৩ সালে বিবিসি'র বহুল আলোচিত রেইথ বক্তব্যমালার মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ঐ বক্তব্যগুলোই পরবর্তীতে 'রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইনটেলেকচুয়াল' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পরপরই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক অঙ্গনে একই সাথে আলোচিত এবং সমালোচিত হয়। বইটির বাংলা অনুবাদের এই সংস্করণটি অসংখ্য বাংলাভাষী পাঠকের কাছে সাঈদের অবদানকে আবারো নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। শুরুতেই সাঈদ সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্যের শিক্ষকতা করেছেন। ধ্রুপদী সংগীতের একজন সমঝদার সমালোচক হিসেবে সাঈদের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। পরিবর্তিত এই পৃথিবীতে সাঈদ প্রতিনিয়ত তুলনামূলক সাহিত্য ও রাজনৈতিক ধারাভাষ্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন সময়ে অধ্যাপনা এবং লেখালেখির মাধ্যমে সাঈদ তাঁর সময়ের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। যেকোনো সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রপঞ্চের ভিন্নমাত্রার বিশ্লেষক হিসেবে তাঁর লেখার জন্য বিশ্বের প্রায় সব পাঠকই অধীরভাবে উদ্দীপিত হতেন।

সাঈদ তাঁর জীবদ্দশায় লন্ডনের Guardian, Le Monde Diplomatique এবং প্রখ্যাত আরব দৈনিক Al-Hayat-এ নিয়মিত লিখেছেন। ১৯৪৮ সালে সাঈদের পরিবার ফিলিস্তিন থেকে আরো সব ফিলিস্তিনির মতোই উচ্ছেদ হয়ে কায়রোতে বসতি গড়ে তোলে। এরপর সাঈদ লেখাপড়ার জন্য নিউইয়র্কে চলে আসেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। অবশ্য এই বসবাস তার জন্য অনিবার্যই ছিল। কারণ একজন মুক্তিকামী ফিলিস্তিনি হিসেবে এবং Palestine National Council-এর সদস্য হিসেবে দীর্ঘকাল ফিলিস্তিনে প্রবেশের ক্ষেত্রে সাঈদের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। প্রিন্সটন এবং হাভার্ডে পড়াশুনা করা সাঈদ বিশ্বের প্রায় ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো বিশ্বের প্রায় ১৪টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। Orientalism (Pantheon, 1975) বইটির কারণে সাঈদ সর্বাধিক আলোচিত হলেও তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে : The World, the Text and the Critic (Harvard, 1983), Blaming the Victims (Verso, 1988); Culture and Imperialism (Knopt, 1993); Peace and Its Discontents: Oslo and after

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Pantheon, 2000) এবং মৃত্যুর কিছু আগে প্রকাশিত হয় Power, Politics and Culture (Pantheon). ইংরেজি "Intellectual" শব্দটির যথার্থ বাংলা অর্থ 'বুদ্ধিজীবী' কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে এই অনুবাদে বুদ্ধিজীবী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীর একটি সর্বজনীন সংজ্ঞা এভাবে দাঁড় করানো যায়—An intellectual is a person who uses his or her intellect to work, study, reflect, speculate on, or ask and answer questions with regard to variety of different ideas] সাম্প্রতিক সময়ে বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে তিনটি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। প্রথমত: যাঁরা গভীরভাবে ধারণা নির্মাণ, বই লেখা ও চিন্তার জীবনচক্র অনুধাবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাঁরাই বুদ্ধিজীবী। দ্বিতীয় ধারণাটি মার্কসবাদ থেকে উদ্ভূত। এখানে বুদ্ধিজীবী বলতে বিশেষ স্বীকৃত বৃত্তিগত "শ্রেণী" যেমন : অধ্যাপক, বক্তা, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং এরূপ অন্যান্য পেশা। তৃতীয়ত : সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবী, যাদের শিল্প ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ দক্ষতা আছে, যা তাদের একধরনের ক্ষমতা প্রদান করে এবং এর ফলে তারা জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেন (http://en.wikipedia.org /wiki/intellectualism)।

বহু সংস্কৃতিতেই "Man of letters" বলে একটি প্রত্যয় আছে। ফরাসি শব্দে যাকে *literateur* এবং সাংবাদিকতার ভাষায় যাকে *literateus* বলা হয়। তবে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় এই শব্দটি "Study hard" কিংবা "learning/intellectual trade" অর্থের সমার্থক বলে বিবেচিত হয়। সংজ্ঞায়িত বুদ্ধিজীবী শব্দটির সাথে সাঈদ তাঁর বুদ্ধিজীবীতা (intellectualism) প্রত্যয়টিও তাঁর বইয়ে উপস্থাপন করেছেন, যা প্রকৃত প্রস্তাবে এক ধরনের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। শেখা ও যৌক্তিক চিন্তাভাবনা-সংক্রান্ত দার্শনিক অবস্থাকে সাধারণত বুদ্ধিজীবীবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সাঈদের আলোচনায় এ-সংক্রান্ত আরেকটি প্রত্যয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় (Intellegentia) পাওয়া যায়। সে প্রত্যয়টি আসলে "Intellectual Class"-এর সমার্থক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্যামুয়েল কোলরিজ যাদেরকে Secular Clergy বলেছেন, যাদের কাজ সংস্কৃতিকে লালন করা।

এবার সাঈদের এই অনূদিত গ্রন্থে মনোযোগ দেয়া যাক। বইটির সূচনা অধ্যায়ে সাঈদ রেইথ বক্তৃতামালায় তাঁর অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট এবং বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে পাশ্চাত্যে তাঁর বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। একদম প্রথম অধ্যায়টির উপ-শিরোনাম "Representations of the Intellectual"। এখানে সাঈদ মুসোলিনির কারাগারে অন্তরীণ দার্শনিক এন্টোনিও গ্রামসির 'Prison Notebook'-এর আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীবিন্যাস এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতায় বুদ্ধিজীবীর প্রকাশ কেমন হবে—তা তুলে ধরেছেন। এ অংশে তিনি মিশেল ফুকোর জ্ঞান ও ক্ষমতাকে বুদ্ধিজীবীতার সাথে সংযুক্ত করেছেন। তুলনামূলক সাহিত্যের একজন অধ্যাপক হিসেবে সাঈদ অনেকগুলো উপন্যাসের বাস্তবতার আলোকে বুদ্ধিজীবীর উদাহরণ ও আদল প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি বুদ্ধিজীবী ও ভাষার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন—"Knowing how to use language well and knowing when to intervene in language are two essential features of intellectual action (Said, 1993: 20)."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাঈদ জুলিয়ান বেন্দা'র বিখ্যাত গ্রন্থ "The Treson of the Intellectuals"- এর উদাহরণ টেনে বুদ্ধিজীবীর পরিসর এবং কাজের ক্ষেত্রকে তুলে ধরেছেন। ঠাণ্ডাযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর বাস্তবতায় এ-বিষয়গুলোর স্বপক্ষে তিনি জর্জ অরওয়েলের মতামতকে বিশ্লেষণ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য, ভিয়েতনাম, এবং সাম্যবাদের প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবীদের কর্ম পরিসরের ধরন তিনি উন্মোচন করেছেন।
তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বুদ্ধিজীবীদের নির্বাসন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে নাইপল, ঠাণ্ডাযুদ্ধের দিনগুলোর মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক এমনকি জার্মান নাৎসি বাহিনীর কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবীদের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন।
চতুর্থ অধ্যায়ে পেশাদার ও শৌখিন বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।
পঞ্চম অধ্যায়ে সাঈদ বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ড এবং এসবের উদ্দেশ্যসমূহ আলোকপাত করেছেন এবং তিনি বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্য বলতে, ক্ষমতার প্রতি সত্যভাষণ (Speaking Truth to Power) বলে অভিহিত করেছেন। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, ইসলাম, ওল্ড টেস্টামেন্ট, জাতীয়তা ও ফিলিস্তিনি মুক্তিসংগ্রামের বাস্তবতার নিরিখে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। সাঈদ সমসাময়িক নোয়াম চমস্কিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। সবশেষে ইরানের ইসলামি বিপ্লব, ইসলামি জঙ্গীবাদ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, সাদ্দাম হোসেন এবং মার্কিন আধিপত্যবাদের উদাহরণ টেনে দাবী করেছেন, সনাতনী দেবতারা সবসময় ব্যর্থ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বলন্ত বাস্তবতায় আরব এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক বিবেচনায় সাঈদ দাবী করেছেন, বুদ্ধিজীবীদের কোনো ঈশ্বর থাকতে নেই।
বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব আসলে কী? এ প্রসঙ্গে এ সময়ের আরেক বহুমাত্রিক বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কিও আলোচনা করেছেন। তিনি Dwight Macdonald-এর প্রকাশিত একগুচ্ছ প্রবন্ধের প্রসঙ্গ টেনেছেন। জার্মান কিংবা জাপানি যুদ্ধের বাস্তবতায় যেখানে নাৎসি বর্বরতা এবং হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞ অনিবার্যভাবে আমাদের ব্যথিত করে এবং মনোযোগ কেড়ে নেয়। সে পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীর কাজ হচ্ছে সরকারের ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়া। সরকারের কাজের ভেতরকার উদ্দেশ্য এবং তার কারণ কী, সেগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া। অন্তত পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের এসব কাজ করতেই হবে, কারণ সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, তথ্যের অভিগম্যতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিদ্যমান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র যদি অখণ্ড অবসর, সুযোগ আর অনুশীলনের নিশ্চয়তা দেয় তবে বুদ্ধিজীবীকে অনিবার্যভাবেই ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আদর্শ, শ্রেণীস্বার্থ এবং বর্তমান ইতিহাসের অখণ্ড সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। চমস্কি অবশেষে বলেন : "The responsibilities of Intellectuals, there are much deeper than what macdonald calls the "responsibility of people," given the unique privileses that intelectuals enjoy. (Noam Chomsky, The Responsibility of Intellectuals, *The New York Review of Books*, February 23, 1967). এই প্রসঙ্গেই চমস্কি তিন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত: এলাকা বিশেষজ্ঞ, দ্বিতীয়ত: সমাজতাত্ত্বিকগণ, যারা সামাজিক পরিবর্তন, উন্নয়ন, দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব নিরসন কিংবা বিপ্লব নিয়ে কথা বলেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয়ত: মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জননীতিকে যারা বিশ্লেষণ করেন। আমি এ প্রসঙ্গেই এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের ২০০২ সালে লিখিত আরেকটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতে চাই। যেখানে তিনি লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি সাম্প্রতিক সময়ের লেখক কেঞ্জাবুরো ওয়ে, নাদিন গোরদিমার, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মারকুয়েজ, অক্টাভিও পাজ, গুন্টার গ্রাস এবং রিগোবার্তা মেনচুর উদাহরণ দিয়েছেন। সালমান রুশদি এবং তার "The satanic verses"-এর কথা উল্লেখ করে আয়াতুল্লাহ খোমিনির ফতোয়ার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন : "In so far as they (writers and intellectuals) act in the new Public Sphere dominated by globalofaties and assumed to exist even by adherents of the khomeini (*fatwa*), their public role as writers and intellectuals can be discussed and analysed together. Another way of putting it is to say that we should concentrate on what writers and intellectuals have in common as they intervene in public sphere." এসব আলোচনার মধ্যে দিয়েই সাঈদ পুনরায় বুদ্ধিজীবীর ভূমিকার কথা ঘোষণা করেছেন। "The intellectuals role generally is to uncover and elucidate the content, to challenge and defeat both an imposed silence and the normalized quiet of unseen power. Whereever and whenever possible. For there is a social and intellectual equivalences between this mass of overbearing collective interests and the discourse used to justify, disguise or mystify its workings while all the sometime preventives objections or challenge to it (Edward W. Said. *The Public Role of the Writers and intellectuals*. The Nation, Review: Posted September 11, 2002 (September 17, 2001 issue) cited in http:// www.edwardsaid.org/ ?q=nade/1)

বুদ্ধিজীবীর জন্য কি নির্বাসন অনিবার্য? সাঈদের মতোই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন ফারকো সুভিন। কার্ল-মার্কসের বিচ্ছিন্নতার সূত্র ধরে তিনি শ্রমজীবী নিরন্ন মানুষ থেকে শুরু করে নিৎসে, সার্ত্রে এবং সাঈদের মধ্যেও সে প্রবণতাই লক্ষ্য করেছেন। বুদ্ধিজীবীদের কোন রূপটি আমাদের সামনে প্রকাশ হবে, তা আসলে নির্ভর করে আমরা বুদ্ধিজীবীর কোন সংজ্ঞা গ্রহণ করব তার উপর। এই ধারাবাহিকতায় সুভিন সমাজবিজ্ঞানী সি. ডব্লিউ মিলসকে উদ্ধৃত করে বলেন, Sociologically, the have been characterized as those middle-class people, largely university graduates, who 'produce, distribute and preserve distinct forms of consciousness'—images, stories, concepts (Darko Suvin, Displaced Persons, *New Left Review 31*, January-February 2005, cited in http://new/ lettreview.org/A2546) সাঈদের বক্তব্যের অন্যতম চরিত্র জয়েসের স্টিফেন দেদালুসের মতো আরেকটি চরিত্র আরব সাহিত্যেও পাওয়া যায়। আরব লেখক মেনেল্লা ইবরাহিমের প্রথম উপন্যাস 'Tilkal-raiha (1996) যা ইংরেজিতে 'The smelf of it'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রও স্বাধীন, মুক্তমনা, বুদ্ধিবৃত্তিক গুণের অধিকারী। যে সবসময়

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্ত ও শৃঙ্খলহীন থাকতে চায়। যেমনটি বুদ্ধিজীবীও চান। সাঈদের এই বইটির আরবি অনুবাদক মোনা আনিস এমনটিই উল্লেখ করেছেন। (Mona Anis, Speaking truth to power, 30 October-5 November 2003. Issue No. 662. al ahram weekly. Cited in http://weekly.ahram-org.eg/2003/662/cu5.htm)

প্রায় ৩ বছরেরও কিছু বেশি সময় সাঈদ গত হয়েছেন। ফিলিস্তিনী মুক্তিসংগ্রামের একজন সমর্থক ও মুখপাত্র হিসেবে সাঈদের অবদান, সাঈদের মার্কিন-বিরোধী ভূমিকা। কিংবা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে সাঈদ পরিণত হয়েছিলেন তার সময়ের সবচেয়ে ঈর্ষণীয় চরিত্রে। তাই তিনি মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-এর দৃষ্টিতে পড়েছিলেন ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তাঁকে কখনো প্রো-ইরাকি বাথ পার্টির লোক, কখনো ফিলিস্তিনি সংগ্রামের মদদদাতা আবার কখনো মার্কিন-বিরোধী প্রপাগান্ডার উৎস হিসেবে এফ.বি আই বিবেচনা করেছে। তাঁর বিদেশ ভ্রমণ ও ফিলিস্তিনে গমনের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আর তাই তার সহধর্মিনী-মারিয়াম সাঈদ এসব বিষয় জানার পরও আশ্চর্য হননি। কারণ সাঈদ এসব প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। (David Price, How the FBI spied on Edward Said, *Counter Punch*, January 13, 2006) সাঈদ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বক্তব্যে, লেখায়, আচরণে বুদ্ধিজীবীর একটি আদর্শ নির্মাণ করে গিয়েছেন। আর তাই তাঁর মৃত্যুর পর লাহোরে বুদ্ধিজীবীদের এক স্মরণসভায় বলা হয়, সাঈদের দুটি জীবন ছিল। একটি ফিলিস্তিনি মুক্তিপাগল মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে। আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে। প্রথম জীবনের জন্য সাঈদ অশ্রুপাত করেছেন। আর দ্বিতীয় জীবনের জন্য তাঁকে সাম্রাজ্যবাদীরা বলত, 'Professor of terror." (Pervez Hoodbhoy, *The Friday Times*, November 18, 2003, cited in http://www.dailytimes.com) সাঈদের মৃত্যুর পর তার দুটি জীবনই এখন অতীত। তবে তাঁর তৃতীয় জীবন এখনও বিদ্যমান। যেখানে তিনি স্বশরীরে নেই। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। সাঈদের বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে এই অর্থবহ আলোচনা বর্তমান সময়ের বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখন গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্লাস্টার বোমা ফেলার নিরাপদ স্থান কিংবা ইসলামী জঙ্গীবাদ বিষয়ে বুদ্ধিজীবীরা বিভক্ত। বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে সাঈদের সেই নিরবচ্ছিন্ন গভীর দৃষ্টিভঙ্গী এখনো তার লেখার মাধ্যমে সর্বাধিক কার্যকর এবং আরো সুদীর্ঘকাল এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্বকে দেখা যাবে। বাংলা ভাষায় সাঈদ-চর্চা আরো বেগবান হোক, এই আমাদের প্রত্যাশা।

ড. মাহবুবা নাসরীন
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রারম্ভিক কথা

বার্ট্রান্ড রাসেলের উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেইথ বক্তৃতামালার শুভ সূচনা হয়। শুরু থেকেই রবার্ট ওপেনহেইমার (Robert Oppenheimer), জন কেনেথ গেলব্রেইথ (John Kenneth GalBraith) ও জন সিয়ার্লির (John Searle) মতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব বক্তব্য দিলেও রেইথ বক্তৃতামালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশানুরূপ গুরুত্ব পায়নি। এরকমই কিছু বক্তৃতা আমি বেতারে শুনেছিলাম। বিশেষ করে টয়েনবির ১৯৫০ সালের সিরিজ বক্তৃতার কথা আমার আলাদা করে মনে পড়ে। তখন আমি আরব-বিশ্বে বড় হতে থাকা এক বালক। সে সময়ে বি.বি.সি আমাদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হয়েছিল। এমন কি এখনো "লন্ডন থেকে বলছি" শব্দগুলো মধ্যপ্রাচ্যে এক ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়, "লন্ডন" সবসময় সত্য কথা বলে। বি.বি.সি সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ঔপনিবেশিকতার কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা আমি বলতে পারিনা। তবে এটাও সত্য, ইংল্যান্ড এবং তার বাইরে সাধারণ মানুষের জীবনে বি.বি.সি'র একটা শক্ত অবস্থান আছে। যা বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সমূহ যেমন ভয়েজ অব আমেরিকা কিংবা সি.এন.এন-এর মতো মার্কিন নেটওয়ার্কের নেই। এর অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে বি.বি.সি অধিকাংশ সময় রেইথ বক্তৃতামালা, আলোচনা এবং তথ্যনির্ভর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। এসব অনুষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মঞ্জুরীকৃত না হলেও দর্শক-শ্রোতাদের যথেষ্ট মনোযোগ কাড়তে সক্ষম হয়। একই সাথে এসব অনুষ্ঠানকে দর্শক-শ্রোতারা গুরুত্বপূর্ণ এবং আর সব অনুষ্ঠান থেকে আলাদা বিবেচনা করে।

বি.বি.সি'র অ্যানি উইন্ডার (Anne Winder) যখন ১৯৯৩ সালের রেইথ বক্তৃতামালার জন্য আমাকে মনোনীত করেন এবং প্রস্তাব দেন, তখন আমি সম্মানিত বোধ করি। প্রথানুযায়ী এ বক্তৃতামালা জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও সময়-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তা জুনের শেষদিকে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির করা হয়। বি.বি.সি এই বক্তৃতামালার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় ১৯৯২ সালের শেষের দিকে। তখন থেকেই আমাকে প্রথম স্থানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বি.বি.সি'র বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের কারণে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে আমাকে কোনো ভদ্র এবং সম্মানজনক অবস্থানের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করা হয়। এই সিরিজে এটাই ছিল প্রথম বুদ্ধিজীবী এবং যৌক্তিকতা-বিরোধী মতবাদ। পরিহাসের বিষয় এই, উপস্থিত প্রায় সবাই আমার বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভটি সমর্থন করে। যেখানে আমি বলেছি বুদ্ধিজীবীর সাধারণ ভূমিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহিরাগত হিসেবে। এখানে আমি শৌখিন কিংবা আনাড়ি শব্দটির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা ভঙ্গকারী হিসেবেও তাদেরকে দেখিয়েছি।

বস্তুত এই সমালোচনাগুলোর মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীর প্রতি ইংরেজদের কড়া মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একথাও ঠিক সাংবাদিকরাই ইংরেজ জনগণের মধ্যে এই ধারণার জন্ম দিয়েছে। আর সাংবাদিকরা বারবার এইসব কর্মকাণ্ড করার ফলে ধারণাগুলো এক ধরনের সামাজিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। 'বুদ্ধিজীবীর প্রকাশ' শিরোনামে রেইথ বক্তৃতামালায় আমার বক্তব্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে একজন সাংবাদিক উল্লেখ করেন– এটা চূড়ান্তভাবে অ-ইংরেজ বিষয়। "বুদ্ধিজীবী" শব্দটির সাথে "বাস্তবতা বর্জিত" এবং "অবজ্ঞাসূচকদৃষ্টি" শব্দগুলোর জোরালো যোগসূত্র আছে। প্রয়াত রেমন্ড উইলিয়ামস (Raymond Williams) এই হতাশাজনক চলমান চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে কড়া ভাষায় বলেছেন, "বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীতা ও বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় শব্দগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক হলেও ইংরেজি ভাষায় এসবের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এবং সে প্রভাব এখনো বিদ্যমান।"[১]

বুদ্ধিজীবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথাকথিত চালচলন এবং খণ্ডিত বিষয়গুলোর সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙ্গে ফেলা। কেননা এগুলো মানুষের চিন্তাভাবনা এবং যোগাযোগের সামর্থ্যকে সীমিত করে ফেলে। আমাকে কী ধরনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হবে? – বক্তব্য দেওয়ার আগে পর্যন্ত সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। সাংবাদিক এবং ভাষ্যকারেরা প্রায়শই অভিযোগ করে বলেন– আমি একজন ফিলিস্তিনি। আর তারা প্রত্যেকেই এ বিষয়টাকে সংঘাত, উগ্র ধর্মান্ধতা ও যিশু হত্যার সমার্থক বলে বিবেচনা করে। অথচ আমি এসবের কোনো কিছুই বক্তৃতায় উল্লেখ করিনি। এগুলোকে আমি সবসময়ই সাধারণ জ্ঞানের বিষয় বলে মনে করি। এসবের পরেও *দ্য সানডে টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় মিষ্টভাষায় আমাকে পশ্চিমাবিরোধী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। বলা হয়: আমার সব লেখারই উদ্দেশ্য—বিশ্বের, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের সকল অমঙ্গলের জন্য "পাশ্চাত্যকে দোষী" প্রমাণ করা।

আমার লেখা Orientalism ও Culture and Imperialism সহ পুরো সিরিজের বইতে প্রকৃতপক্ষে আমি যা উল্লেখ করেছিলাম তার সবকিছুই মনে হল উপেক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে আমার অমার্জনীয় পাপ : আমি জেন অস্টিনের Mansfield Park উপন্যাসটিকে তাঁর অন্যান্য সব কাজের মতোই প্রশংসা করেছি। এই উপন্যাসে অস্টিন দাসপ্রথা এবং এন্টিগুয়ায় ইংরেজ মালিকানাধীন আখ চাষ—এ দুটো বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে আমার কথা হল যেহেতু অস্টিন ইংল্যান্ড এবং সাগরপারের ব্রিটিশ দখল নিয়ে কথা বলেছেন সে কারণে তাঁর বিংশ শতকের পাঠক ও সমালোচকেরা যারা এতদিন দ্বিতীয়টি বাদ দিয়ে প্রথমটি (দাসপ্রথা) নিয়ে কথা বলেছেন তারাও এখন তাই বলবেন। আমি যদি চূড়ান্ত বর্ণবাদী কিছু বিষয় যেমন বর্ণ, প্রাচ্য, আর্য, নিগ্রো এসব বাদও দেই, তবুও "পূর্ব" ও "পশ্চিমের" ধারণার নির্মাণ এবং আমার লেখার বিষয়বস্তু এক। ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত দেশগুলোর যুদ্ধ আদিম অপরাধশূন্যতার বোধকে উৎসাহ দেয়া থেকে বিরত থেকে আমি উল্লেখ করেছি, এই সব পৌরাণিক বিষয়গুলো মিথ্যা। অন্যদিকে বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষাসমূহের দোষ খুঁজে বের করার কাজটিও অশোভন। সংস্কৃতিসমূহ আন্তঃসম্পর্কিত। তাদের বিষয়বস্তু ও ইতিহাসও আন্তঃনির্ভরশীল এবং শংকর। শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে রীতিমতো কাটাকুটি করে "প্রাচ্য" এবং "পাশ্চাত্য"-র মতো দুটো বড় এবং মূলত আদর্শগত বিরোধী অবস্থানে পৃথিবীটা বিভক্ত হয়েছে।

আমার রেইথ বক্তৃতামালার সমালোচকেরা যাদেরকে আমার মনে হয়েছে আমার বক্তব্য শুনেছেন তারাও ধারণা করেন, সমাজে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা সম্পর্কে আমার বক্তব্যে একটি অস্পষ্ট এবং আত্মজীবনীমূলক বার্তা আছে। ডানপন্থি বুদ্ধিজীবীদের [যেমন : উইন্ডহাম লুইস (Wyndham Lewis) কিংবা উইলিয়াম বাকলে (William Buckley)] সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নটা ছিল এ রকম : আপনি কেন মনে করেন প্রত্যেক নারী অথবা পুরুষ বুদ্ধিজীবীকে বাধ্যতামূলক বামপন্থি হতে হবে? এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা হয়নি অথবা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ আমি বারবার আমার আলোচনার জন্য অতি-ডানপন্থী জুলিয়ান বেন্দা (Julian Benda)-এর উপর নির্ভর করে থাকি (এ বিষয়টা সম্ভবত স্ববিরোধী কিন্তু সত্যবর্জিত নয়)। মূলত এইসব বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুদ্ধিজীবীদের প্রসংগে বিশেষত; ঐসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা, যাদের জনসেবা সম্পর্কে কোনো অনুমান করা যায় না কিংবা কোনো বিশেষ ধরনের শ্লোগান, কট্টরপন্থী দলীয় অবস্থান কিংবা নির্ধারিত ধর্মবিশ্বাসের ছকে বাঁধা যায় না। আমি এখানে যে কথাটি উল্লেখ করতে চাই, তা হল– বুদ্ধিজীবীদের আলাদা আলাদা দলীয় সংশ্লিষ্টতা, জাতীয় প্রেক্ষাপট এবং আদ্যকালীন আনুগত্যতা থাকবে তবুও তাঁর কাছে মানুষের দুর্দশা ও পেশা সম্পর্কে সত্যের মানদণ্ড একই থাকবে। দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস কিংবা অতীত পর্যালোচনায় ও নাটকীয় নীতির কারণে, বুদ্ধিজীবী জনসেবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কম গুরুত্ব পেতে পারেন।

বুদ্ধিজীবীর বর্ণনায় আমি সব সময় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সার্বজনীন এবং একটি মাত্র মানদণ্ড বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য একই উদ্দেশ্যে সর্বজনীন ও স্থানীয় বিষয়সমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখবে। আমার বক্তব্য গ্রন্থনা করার পরেই জন ক্যারির (John Carey) আগ্রহ-উদ্দীপক গ্রন্থ The Intellectuals and the Masses : Pride and prejudice Among the Literacy Intelligentsia ১৮৮০-১৯৩৯[২] আমেরিকায় প্রকাশিত হয়। সব মিলিয়ে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিরানন্দকর এবং একই সাথে আমার বইয়ের সম্পূরক। ক্যারির মতে গিজিং (Gissing), ওয়েলস (Wells) এবং উইন্ডহ্যাম লুইস (Wyndham Lewis)-এর মতো ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীরা আধুনিক গণসমাজের উত্থানকে মেনে নিতে পারেনি। এক অর্থে ঘৃণাও করেছেন। শহরতলীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচিসম্মত সাধারণ মানুষকে তারা দূরেই সরিয়ে রেখেছেন। এর বদলে তারা প্রাকৃতিক অভিজাততন্ত্রকেই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এবং একই ধারাবাহিকতায় ধণিক শ্রেণীর সংস্কৃতিকে তারা শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত বিবেচনা করেছেন এবং এদের অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছেন। আমি মনে করি বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যার সাধারণ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আছে। এবং যার নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একান্ত নিজের উপরেই নির্ভর করতে হয়। বুদ্ধিজীবীদের এ-সকল সমস্যা সামগ্রিকভাবে ততটা গণসমাজ নির্ভর নয়। বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যারির আলোচনায় উঠে আসা অন্তর্বর্তী লোক, অভিজ্ঞ ও অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং পেশাজীবীরাই যাদেরকে বিংশ শতকের শুরুতেই পণ্ডিত ওয়াল্টার লিপম্যান (Pundit Welter Lippman) সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছিলেন বুদ্ধিজীবীদের জন্য সমস্যার কারণ হিসেবে। এই সব মানুষেরা জনমত তৈরী করে, তারপর সেটাকে গতানুগতিক বা আগে থেকেই আছে বলে চালায় এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সব পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে ছোট ছোট উন্নত দলের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে উসকানি দেয়। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যক্তিবর্গ সবসময় বিশেষ স্বার্থের উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু বুদ্ধিজীবী হবেন সেই ব্যক্তি যিনি জাতীয়তাবাদ এবং কর্পোরেট বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন।

আমাদের পূর্ব প্রেক্ষাপট, ভাষা এবং জাতীয়তার মাধ্যমে আমরা এমন সব সহজ নিশ্চয়তা পাই। তার বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে সর্বজনীনতা। এইসব বিষয়সমূহ প্রায়শই আমাদেরকে অন্যান্যদের বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সর্বজনীনতা বলতে বৈদেশিক ও সামাজিক নীতি-সংক্রান্ত বিষয়সমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ মানদণ্ড অনুমোদন ও অনুসরণের বিষয়টিকেও বোঝানো হয়। আমরা যদি এভাবে শত্রুর প্ররোচনাহীন আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে দোষ দেই তাহলে সরকার যখন একটি দুর্বল দলকে আক্রমণ করে তখনও আমরা তা করতে বা বলতে সক্ষম। কী বলতে বা করতে হবে? বুদ্ধিজীবীদের তা জানার জন্য কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। এমনকি প্রকৃত ইহজাগতিক বুদ্ধিজীবীর প্রার্থনা বা পূজা করার মতো কোনো ঈশ্বরেরও দরকার নেই। তার কোনো দ্বিধাহীন দিক-নির্দেশনারও প্রয়োজন নেই।

এ রকম পরিস্থিতিতে সামাজিক বিষয়টি শুধু বৈচিত্র্যময়ই নয় বরং সমঝোতায় পৌছানোর আলোচনার পক্ষেও কঠিন। এভাবে আর্নেস্ট গেলনার (Ernest Gellner) তাঁর "La trahison de la trahison Des Clercs" প্রবন্ধে বেন্দা'র (Benda) বিচারবুদ্ধি বর্জিত প্লেটোনিক ভালোবাসাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। এবং আমাদেরকে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়েই সমাপ্তি টেনেছেন। বেন্ডা'র চেয়ে তাঁর বক্তব্য অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট। সমালোচনা সত্ত্বেও সার্ত্রে'র চেয়ে কম সাহসিকতাপূর্ণ। এমনকি অন্ধবিশ্বাসকারীদের চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল, "প্রতিশ্রুতি না দেয়ার (Not Committing la trahison des Clercs) কাজটি থেকে এটার দূরত্ব অনেক বেশি এবং বুদ্ধিজীবীর কর্মক্ষেত্রের সরল নমুনা, আমাদের যা বিশ্বাস করাবে তার চেয়ে বেশি কঠিন।"[৩] গেলনারের শূন্য আওয়াজ এমনকি পল জনসনের বিদ্রূপপূর্ণ এবং আশাতীত নৈরাজ্যবাদীর আচরণ-সম্পর্কিত কথাবার্তা সরাসরি সমস্ত বুদ্ধিজীবীদেরকে আক্রমণ করে (রাস্তা থেকে ১২ জন লোককে এলোপাথাড়িভাবে জিজ্ঞেস করলে তারাও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মতো নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের উপর বিচক্ষণ মতামত দিতে পারবে[৪])। এভাবেই শেষ পর্যন্ত বলা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেরণার মতো আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালনযোগ্য আর কিছুই থাকতে পারে না।

ঐ অন্তঃসারশূন্যতার জন্য একটি সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণনা প্রয়োজন বলে আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করছি, এমনটি নয়। বরং আগে যে পৃথিবী পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতামতদানকারী সর্বোপরি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত এবং যাদের প্রধান কাজ অর্থের বা লাভের বিনিময়ে শ্রম বা বুদ্ধি বিক্রি করা তার তুলনায় বর্তমানের পৃথিবী অনেক জনবহুল। বর্তমান সময়ে বুদ্ধিজীবীদের সামনে অনেকগুলো পছন্দ ও তা থেকে বেছে নেবার সুযোগ আছে। আমার বক্তব্যে আমি এই বিষয়গুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রথমত সব বুদ্ধিজীবীই তাদের দর্শক শ্রোতাদের কাছে কিছু বিষয় তুলে ধরে। আর এটি করতে গিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করে। আপনি একজন একাডেমিক, ভবঘুরে প্রবন্ধকার কিংবা স্বরাষ্ট্র বিভাগের যেই হোন না কেন মুখপাত্র হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনার নিজের সম্পর্কে যা ধারণা তার ভিত্তিতেই আপনি কাজটি করবেন। এখন প্রশ্ন হল : আপনি কি অর্থের বিনিময়ে পরামর্শ দেন? অথবা আপনি কি মনে করেন আপনি আপনার ছাত্রদের যা শেখান তার সত্যিকার মূল্য আছে? কিংবা আপনি আপনার নিজের ব্যক্তিত্বকে খামখেয়ালিপূর্ণ অথচ সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন?

আমরা সবাই সমাজে বাস করি এবং ভাষা, ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক বাস্তবতায় আমাদের নিজস্ব জাতীয়তা আছে। বুদ্ধিজীবীরা এইসব বাস্তবতার সাপেক্ষে কতটা অনুগত কিংবা বিরোধী। প্রতিষ্ঠানের (একাডেমি, চার্চ, পেশাজীবী সংগঠনসমূহ) সাথে এবং বিশ্ব শক্তিসমূহের সাথে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণভাবে সত্য। যদিও আমাদের সময়ে এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। উইলফ্রেড ওয়েন (Wilfred Owen)-এর মতে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তা হল–"জনগণের সব রক্ষকেরাই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তা প্রকাশ করেছে।" এই প্রেক্ষিতে আমার অভিমত, বুদ্ধিজীবীর প্রধান কাজ হচ্ছে এইসব চাপ থেকে আপেক্ষিক মুক্তি লাভ করা। আর তাই আমার কাছে বুদ্ধিজীবীর বৈশিষ্ট্যে নির্বাসন ও প্রান্তিকতা, শৌখিনতাবশে কিংবা একটি ভাষার লোক হিসেবে সত্য বলতে চেষ্টারত এমন সব বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরতে চাই।

রেইথ বক্তৃতা দেয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে—আপনাকে ত্রিশ মিনিট সম্প্রচার উপযোগী অনমনীয় দৃঢ়তা বজায় রাখার ঝামেলাটি পোহাতে হবে। ছয় সপ্তাহের জন্য প্রতি সপ্তাহে টানা একটি করে এমন বক্তব্য তৈরি করতে হবে। তবুও আপনি সরাসরি অনেক দর্শকের সাথে কথা বলতে পারবেন। বুদ্ধিজীবী এবং একাডেমিক ব্যক্তিবর্গ সবসময় যেসব স্থানে বক্তব্য দেয় তারচেয়ে অনেক বড় পরিসর আপনি এখানে পাচ্ছেন। জটিল ও সম্ভাব্য সীমাহীন বিষয়বস্তুর মতো আমার বক্তব্যের বিষয়ও যতটা সম্ভব যথাযথ, গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনৈতিক বলে আমি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলাম। বক্তব্য দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের সময় আমি যতটা সম্ভব সেসব বিষয় সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র উদ্ধৃতি ও উদাহরণের ক্ষেত্রে মূল বইয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং সংক্ষিপ্ততা প্রয়োজনীয়রূপে বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। আমার মূল বক্তব্যকে জোড়াতালি দিয়ে কিংবা হালকা করার কোনো সুযোগ আমি মূল বইতে রাখিনি।

কিছু বিষয় যোগ করলে উপস্থাপিত ধ্যানধারণার পরিবর্তন হবে তেমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ আমি এখানে করতে চাই। বহিরাগত হিসেবে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা আলোচনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি গণমাধ্যম, সরকার ও কর্পোরেশনের মতো সামাজিক কতৃত্বের আশ্চর্য শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মুখোমুখি দণ্ডায়মান একজন ব্যক্তিকে চিন্তা করেছি। যিনি অর্জনযোগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাগুলোকে সরিয়ে রাখেন। ইচ্ছাকৃতভাবে এসব কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে সরাসরি কোনো পরিবর্তন আনা অনেকটাই অসম্ভব। মজার বিষয় হল মাঝেমাঝেই তাকে প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় অপসারিত হতে হয় এবং সে অবস্থায় তাকে নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য দিতে হয়। আফ্রো-আমেরিকান প্রবন্ধকার ও উপন্যাসিক জেমস ব্যাল্ডউইনের (James Baldwin) সাম্প্রতিক বর্ণনা দিয়েছেন পিটার ডেইলি (Peter Dailey)। খুব চমৎকারভাবে তিনি এই প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া থেকে করুণরসসিক্ত এবং দ্ব্যার্থবোধক বাগ্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।[৫]

আমি এখানে নিঃসন্দেহে বলব যে, বাল্ডউইন (Baldwin) ও ম্যালকম এক্স (Malcolm X)-এর মতো ব্যক্তিরা যে ধরনের কাজের কথা বলেছেন, তা বুদ্ধিজীবীর সচেতনতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। এটা আপোষের চেয়ে বিরোধিতাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। এটা আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে, কারণ রোমান্স, স্বার্থ, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের চ্যালেঞ্জকে বর্তমান সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে মতদ্বৈততার ভিতর দিয়ে খুঁজতে হয়। এ প্রেক্ষিতে সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীর সংগ্রামকে খুব অন্যায় বলে মনে হয়। ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে আমার যোগ্যতাই এই বোধকে আরো শাণিত করেছে। পশ্চিমা ও আরব উভয় বিশ্বেই ধনী ও গরীবের মধ্যে ফাটল প্রতিদিন গভীরতর হচ্ছে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে এটা একধরনের সন্তুষ্টিমূলক অমনোযোগিতা বের করে আনে, যেটি সত্যিকারভাবেই আতঙ্কজনক। ফুকোইয়ামা'র (Fukuyama) 'End of history' অভিসন্দর্ভ কিংবা লিওটার্ড-এর (Lyotard) Disappearance of the grande narrclives' প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পর কম আকর্ষণীয় এবং কম সত্য আর কী হতে পারে। এই বিষয়টি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন প্রয়োগবাদী ও বাস্তববাদীদের ক্ষেত্রেও বলা যায়, যারা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা কিংবা সভ্যতার সংঘাতের মতো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক উপন্যাস তৈরি করে।

আমি চাই না আমাকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ থাকুক। বুদ্ধিজীবীদের নীরস অভিযোগকারী হলে চলে না। নোয়াম চমস্কি কিংবা গোরে ভিদাল-এর মতো এ ধরনের উদ্যমী ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য কোনো কিছুর অভাবই সত্য হতে পারে না। ক্ষমতায় না থাকা অবস্থায় কারো কাজকর্মের খারাপ অবস্থা দেখাটা কোনোভাবেই একঘেয়েমি কর্মকাণ্ড নয়। ফুকো একসময় যাকে নির্মম বিদ্যা বলেছিলেন তার সাথে এটি যুক্ত। এই বিদ্যার মধ্যে আছে বিকল্প উৎসগুলো ঘষে মেজে নেওয়া, কবর দেওয়া তথ্যাবলী তুলে আনা এবং ভুলে যাওয়া (কিংবা পরিত্যক্ত প্রবণতাগুলো) ইতিহাস ফিরিয়ে আনা। এর সাথে যুক্ত থাকে নাটকীয় এবং বিদ্রোহী বোধ, এসব কোনো ব্যক্তিকে কথা বলার বিরাট সুযোগ তৈরি করে দেয়, শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং বিরোধীপক্ষের চেয়ে বুদ্ধি ও বিতর্কে ভালো অবস্থায় থাকে। আবার যে-সব বুদ্ধিজীবীদের রক্ষা করার মতো প্রতিষ্ঠান নেই কিংবা পাহারা দেবার মতো জায়গা নেই তাদের ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয় অমীমাংসিত থাকে। অতএব সেখানে ব্যক্তি শঠতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাম্ভিকতার চেয়ে এবং বিদ্রূপতার চেয়ে অন্য কোনো দিককে নির্দেশনা দেয়। কিন্তু বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই। সেই কারণে বুদ্ধিজীবীদের এই ধরনের প্রকাশ উঁচুস্থানগুলোতে বন্ধু বানাবে না কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান বয়ে আনবে না। এটি একটি নিঃসঙ্গ অবস্থা হলেও সঙ্গলিপ্সু সহনশীলতার চেয়ে এটি সব সময় ভালো।

বি.বি.সি'র আন্নি উইন্ডার (Anne Winder) ও তাঁর সহকারী সারাহ ফার্গুসনের (Sarah Ferguson) প্রতি আমি ভীষণভাবে ঋণী। এই বক্তৃতামালার দায়িত্বে থাকা প্রযোজক হিসেবে মিস উইন্ডার (Miss Winder) এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে আমাকে আমোদ ও প্রজ্ঞার সাথে পথনির্দেশ করেছেন। দোষ ত্রুটি যদি কিছু ঘটে তবে সেটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ফ্রান্সেস কোয়াডি (Franes coady) পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেছেন। নিউইয়র্ক প্যানথিওনের শেলী ওয়েনগার (Shelly Wanger) সদয়ভাবে সম্পাদনার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি রইল আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। এইসব বক্তৃতায় তাঁদের আগ্রহ এবং সেগুলো থেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাঁদের মহানুভবতার জন্য আমার প্রিয়বন্ধু Rerritan Review-এর সম্পাদক রিচার্ড পায়েরিয়ার এবং Grand Street-এর সম্পাদক জিয়ান স্টেইন (Jean Stein) তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অনেক ভালো ভালো বুদ্ধিজীবী এবং বন্ধুরা এই বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁদের নামের তালিকা প্রদান করলে হয়তো সেটা তাঁদের জন্য লজ্জাজনক হবে এবং অপ্রীতিকরও হতে পারে। বক্তৃতার কোনো কোনো অংশে তাঁদের কারো কারো নাম এমনিই চলে এসেছে। আমি সংহতি ও পরামর্শের জন্য তাঁদেরকে স্যালুট ও ধন্যবাদ জানাই। ড. ডায়নের স্ত্রী বেদি এই বক্তৃতাগুলি প্রস্তুতির সবক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সহযোগিতার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ
নিউইয়র্ক
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

তথ্যসূত্র:

1. Raymond Williams, *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society* (1976; rprt. New York: Oxford University Press, 1985), P. 170.
2. John Carey, The Intellectuals and the Masses: Pride and Prejudice Among the Literacy Intelligentsia 1880- 1939 (New York: St Martin's Press, 1993).
3. Ernest Gellner, "La trahison de la trahison des clercs," in the political Responsibility of intellectuals, winch (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 27.
4. Paul Johnson, Intellectuals (London: Weidenfeld and Nicholson, 1988), p. 342.
5. Peter Dailey, "Jimmy," The American Scholar (Winter 1944), 102-10.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - এক

বুদ্ধিজীবীর পরিচয়

বুদ্ধিজীবীরা কি অনেক বড় অথবা বেশ ছোট বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত? এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বিংশ শতকে দুটো পরস্পরবিরোধী মতামত লক্ষ্য করা যায়। ইটালিয়ান মার্কসবাদী, একনিষ্ঠ কর্মী, সাংবাদিক ও মেধাবী রাজনৈতিক এবং দার্শনিক এন্টনিও গ্রামসির বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৬-১৯৩৭ সময়কালে গ্রামসি মুসোলিনির কারণে কারাগারে ছিলেন। কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি Prison Notebooks-এ লেখেন, সব মানুষই বুদ্ধিজীবী একথা প্রত্যেকেই বলতে পারে কিন্তু সমাজে সব মানুষ বুদ্ধিজীবীর কাজ করে না[১]। গ্রামসি তার নিজের জীবনে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন একাধারে ইটালিয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সংগঠক এবং সাংবাদিকতা-জীবনে দক্ষ সমাজ-বিশ্লেষকদের একজন। তাঁর লক্ষ্য শুধু সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাই নয়, এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত পুরো সংস্কৃতি ও সংগঠনও নির্মাণ করা।

সমাজে যারা বুদ্ধিজীবীর কাজ করেন, গ্রামসি তাঁদেরকে দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবী। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক এবং প্রশাসকরা। তাঁরা বংশ-পরম্পরায় একই ধরনের কাজ করে যান। দ্বিতীয়ত জৈবিক বুদ্ধিজীবী। গ্রামসি তাঁদেরকে সরাসরি শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদেরকে স্বার্থ হাসিল, অধিক শক্তি অর্জন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজে লাগানো হয়। এইভাবে গ্রামসি জৈবিক বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বলেন, তারা পুঁজিবাদী উদ্যোক্তা, শিল্প প্রযুক্তিবিদ, রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, নতুন সংস্কৃতি ও নতুন বৈধ ব্যবস্থা ইত্যাদির সংগঠক তৈরি করে। গ্রামসির মতে আজকের যে বিজ্ঞাপনী[২] কিংবা জনসংযোগ কুশলী কোনো ডিটারজেন্ট কিংবা এয়ারলাইন কোম্পানীর জন্য বেশী বাজার তৈরি করতে পারবেন তিনিও জৈবিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যে ব্যক্তি সম্ভাব্য ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে সফলকাম হবেন এবং ক্রেতা কিংবা ভোটারদের মতামত তৈরি করতে পারবেন। গ্রামসি মনে করেন, জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয়ভাবে সমাজের সাথে যুক্ত অর্থাৎ তারা অবিরামভাবে মানুষের মনের পরিবর্তন ও বাজার বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের মতো একস্থানে বসে থেকে বছরের পর বছর একই ধরনের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ না করে জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা সবসময় চলমান থাকে। সবসময়ই কিছু না কিছু তৈরিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখে।

অন্যদিকে জুলিয়ান বেন্দাও বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি তাদেরকে দার্শনিক রাজাদের ক্ষুদ্র দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যারা মানবজাতির বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করে। এ কথা ঠিক যে বেন্দা তাঁর La trahison des clercs অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীর বিশ্বাসঘাতকতা নামক বইটিতে বুদ্ধিজীবীদেরকে আক্রমণ করেছেন। যে-সব বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের চেয়ে নীতির সাথে আপোষ করেন, তিনি মূলত তাঁদেরকে আক্রমণ করেছেন। তিনি অল্প কয়েকজন ব্যক্তির নাম এবং তাঁদের কিছু বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন যাদেরকে তিনি যথার্থই বুদ্ধিজীবী বলে মনে করেন। তিনি সক্রেটিস ও যিশুর নাম বার বার উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে স্পিনোজা, ভলটেয়ার ও আর্নেস্ট রেনানের নামও এসেছে। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা যাজক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং খুব দুর্লভ ব্যক্তি এরা। তাঁরা যে বিষয়গুলো উন্মোচন করেন সেগুলো চিরন্তন সত্য ও ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সেগুলো এই পৃথিবীর বিষয় নয়। এখানে বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে বেন্দারের ধর্মীয় প্রত্যয়ে এক বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। তিনি সর্বদাই সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। বিশেষ করে ঐসব সাধারণ মানব সম্পদায় যারা বস্তুগত সুবিধা, ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং যদি সম্ভব হয় ইহজাগতিক শক্তির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক করতে আগ্রহী থাকে। তিনি বলেন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ড ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নয়। তাঁরা আনন্দ খোঁজে শিল্প, বিজ্ঞান, কিংবা দর্শনের মধ্যে। এক কথায় বলতে গেলে অবস্তুগত সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধান করে। এখানে তিনি বিশেষভাবে বলেছেন, আমার রাজ্য এই পৃথিবীর নয়।[৩]

বেন্দা'র উদাহরণ থেকে এটি পরিষ্কার যে, তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বাস্তবতাবর্জিত চিন্তাবিদদের ধ্যানধারণা সমর্থন করেন না। এই সব চিন্তাবিদরা অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং গূঢ় বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা কখনোই অধিবিদ্যা ও ন্যায় ও সত্যের অনাকাঙ্ক্ষিত নীতির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। তারা দুর্নীতির নিন্দা জানায়। দুর্বলকে রক্ষা করে। অন্যায় ও শোষণমূলক শাসনের বিরোধিতা করে। তিনি বলেন, আমার স্মরণ করা প্রয়োজন কিভাবে ফেনিলন (Fenelon) ও ম্যাসিলন (Massilon) চতুর্দশ লুইয়ের কতিপয় যুদ্ধের নিন্দা জানিয়েছিল। কিভাবে ভলটেয়ার প্যালাটিনেটের হত্যার সংবাদকে ধিক্কার দিয়েছিল। কিভাবে বাকলে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি ইংল্যান্ডের অসহনীয়তাকে নিন্দা জানিয়েছিল? এবং বর্তমানে আমাদের সময়ে ফরাসিদের প্রতি কিভাবে নাৎসি জার্মানীরা নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছিল?[৪] বেন্দা'র মতে, আজকের বুদ্ধিজীবী সমস্যা হচ্ছে—তারা তাদের নিজের কর্তৃত্বকে উপদলীয়তা, গণবোধ ও জাতীয়তাবাদীতার ও শ্রেণী স্বার্থের মতো গোষ্ঠী-উত্তেজক সংগঠনের কাছে সমর্পণ করেছে। বেন্দা এগুলো লিখেছেন ১৯৯৭ সালে। তখন গণযোগাযোগের যুগ শুরু হয়নি। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, সরকারের পক্ষে কর্মচারী হিসেবে বুদ্ধিজীবী রাখা খুব জরুরী। যে নেতৃত্ব দিতে পারবে না কিন্তু সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে সাহায্য করতে পারবে। সরকারি শত্রুদের সুভাষণ ও ব্যাপক পরিসরে অরওয়েলিয়ান বক্তব্যসমৃদ্ধ সামগ্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যা প্রচারকে রোধ করতে পারবে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সুবিধাজনক কিংবা জাতীয় সম্মান রক্ষায় এসব বক্তব্য আসল সত্যকে ঢেকে রাখে।

বুদ্ধিজীবীদের প্রতারণার বিরুদ্ধে বেন্দা'র এই শোককাহিনীর শক্তি তার বক্তব্যের সূক্ষ্মতা নয়। এমনকি অসম্ভব কোনো স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীর আপোষহীন থাকার সময়েও নয়। বেন্দা'র সংজ্ঞা অনুসারে, প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ঝুঁকি নেবে। ব্যবহারিক বিষয় থেকে দূরে থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী বিষয়কে চিহ্নিত করবে। আর সেই কারণে তারা সংখ্যায় অনেক হতে পারে না, কিংবা নিয়মিতভাবে তাদের বিকাশও ঘটে না। তাদেরকে আপোষহীন ব্যক্তি হতে হবে। তাদের ব্যক্তিত্ব হবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। সর্বোপরি তারা বর্তমান সামাজিক মর্যাদার বিরোধী হবে। এসব কারণে বেন্দা'র বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। তিনি কখনোই এদের মধ্যে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাদের নিনাদময় কণ্ঠস্বর ও অভিসম্পাত মানবজাতির প্রতি হুমকিস্বরূপ। বেন্দা কখনোই বলেননি, লোকগুলো কিভাবে সত্য জানবে কিংবা ডন কুইজটের (Den Queixote) মতো ব্যক্তিগত অলীক কল্পনার চেয়ে চিরন্তন নীতির প্রতি তাদের স্বল্প অন্তর্দৃষ্টি কখনোই খুব বেশি কিছু নয়।

কিন্তু আমি অন্ততঃপক্ষে নিশ্চিত, বেন্দা সাধারণভাবে একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর যে প্রতিকৃতি কল্পনা করেছেন তা বেশ আকর্ষণীয়। ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক উদাহরণে তার অনেকগুলিই প্ররোচণামূলক : ক্যালাস পরিবার সম্পর্কে ভলতেয়ারের সরকারি প্রতিরক্ষা কথাটি মরিস বারেসের মতো ফরাসি লেখকদের আতঙ্কজনক জাতীয়তাবাদকে নির্দেশ করে। এদের ওপর আস্থা রেখে বেন্দা ফরাসি জাতীয় সম্মানের নামে নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণার রোমান্টিকতাকে স্বীকৃতি দেন।[৫] বেন্দা আত্মিকভাবে দ্রেইফুজ ঘটনা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হন। এ দুটো ঘটনাই ব্যপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের পরীক্ষা করেছে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা হয় সাহসিকতার সাথে সেমিটিক সামরিক অন্যায়মূলক কাজ ও জাতীয় উত্তাপের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। নয়তো কাপুরুষের মতো দলের সাথে সমমত পোষণ করেছেন। হয়তো তারা অবৈধভাবে অভিযুক্ত ইহুদি কর্মকর্তা আলফ্রেড দেইফুজকে রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জার্মানির সবকিছুর বিরুদ্ধে তারা শ্লোগান দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেন্দা তাঁর বইটি পুনরায় প্রকাশ করলেন। এইবার বইটিতে বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে কিছু বিষয় সংযোজন করেন। বিশেষ করে ঐসব বুদ্ধিজীবী যারা নাৎসিদের সহযোগিতা করেছিল এবং যারা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে উৎসাহী ছিল।[৬] বেন্দা'র রক্ষণশীল লেখনীর মধ্যে বুদ্ধিজীবীকে আলাদা সত্তা হিসেবে দেখা যায়। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি সত্য কথা বলতে পারেন। তিনি মূলত খিটখিটে, সাহসী এবং রাগী ব্যক্তি, যার কাছে পার্থিব কোনো শক্তি এত বড় ও জোরালো বিষয় নয়, যা সমালোচনা করা এবং যাতে অভ্যস্ত হওয়া যায় না।

ব্যক্তি হিসেবে গ্রামসি বুদ্ধিজীবীর যে সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে সে সমাজে বিশেষ কিছু কার্য সম্পাদন করে থাকে। বেন্দা বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তার চেয়ে গ্রামসি বেশি বাস্তবমুখী। বিশেষ করে বিংশ শতকের শেষের দিকে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ প্রচারক, সরকারি পেশাজীবী, কম্পিউটার প্রোগ্রামার ক্রীড়া ও গণমাধ্যমের আইনজীবী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নীতিনির্ধারক, সরকারের উপদেষ্টা, বাজার প্রতিবেদক এবং আধুনিক সাংবাদিকতার মতো সবক্ষেত্রের এত নতুন নতুন পেশা গ্রামসির মতামতের সত্যতা যাচাই করেছে।

গ্রামসির মতে আজকের দিনে জ্ঞানচর্চার কাজে জড়িত যেকোনো ব্যক্তিমাত্রই বুদ্ধিজীবী। অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিল্পায়িত সমাজে তথাকথিত জ্ঞানশিল্পও শারীরিক উৎপাদনে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানশিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অনুপাত অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী আলভিন গোল্ডনার (Alvin Gouldner) কয়েক বছর আগে বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তারা হবে নতুন শ্রেণী, আর তাই বুদ্ধিজীবী ব্যবস্থাপকরা এখন পুরাতন মহাজন ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তবুও গোল্ডনার বলেন তাদের প্রভুত্বের অংশ হিসেবে বুদ্ধিজীবীরা আর সেসব লোক নয় যারা গণসমাবেশে বক্তৃতা দেয়। তার পরিবর্তে তারা সঙ্কটপূর্ণ ডিসকোর্স সংস্কৃতির সদস্য হয়েছেন।[৭] প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীই বইয়ের সম্পাদক, লেখক, সামরিক, কৌশলবিদ এবং আন্তর্জাতিক আইনজীবী এমন একটা ভাষায় কথা বলে, যা একই ক্ষেত্রের অন্যান্য সদস্যদের জন্য বিশেষায়িত ও বোধগম্য হয়ে উঠেছে। বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞরা সাধারণ ভাষায় অন্যান্য বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞদের সম্বোধন করে যেগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য নয়।

একইভাবে ফরাসী দার্শনিক মিশেল ফুকো বলেছেন, তথাকথিত সর্বজনীন বুদ্ধিজীবীদের (হয়তো তখন তাঁর জাঁ পল সার্ত্রের কথা মনে ছিল) স্থানটি কোনো বিশেষ বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে পুনঃস্থাপিত হয়েছে।[৮] যে একটি বিষয় নিয়ে কাজ করে ও তার দক্ষতা যেকোনোভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। এখানে ফুকো সুনির্দিষ্টভাবে পদার্থ বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহেইমারের কথা ভেবেছিলেন। ১৯৪২-৪৫ সালে লস অ্যালমোস পারমাণবিক বোমা কর্মসূচীর সংগঠক থাকাকালীন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরে পদার্পণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হয়ে ওঠেন।

বুদ্ধিজীবীদের বিস্তৃতি এতদূর পর্যন্ত হয়েছে যে তারা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। গ্রামসি তাঁর The prison notebooks-এ প্রথমবারের মতো বুদ্ধিজীবীদেরকে আধুনিক সমাজের কার্যাবলীর কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দেখেছেন কিন্তু সামাজিক শ্রেণীকে সেভাবে দেখেননি। ইংরেজী 'ইন্টেলেকচুয়াল' শব্দটির সাথে 'অফ' ও 'এন্ড' শব্দ দুটি বসালে দেখা যাবে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে হাজার হাজার ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান আছে এবং এসবের সাথে বুদ্ধি জাতীয়তাবাদ, ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও বিপ্লবসহ আরও কিছু সম্পর্কিত। পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে অনেক বুদ্ধিজীবীর উত্থান ঘটেছে এবং তাদের প্রত্যেককে নিয়েই বিতর্ক আছে। আধুনিক ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী ছাড়া কোনো বড় ধরনের বিপ্লব সংগঠিত হয়নি। উপরন্তু বুদ্ধিজীবী ছাড়া বড় ধরনের কোনো বিপ্লববিরোধী আন্দোলনও সংঘটিত হয় নি। বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন বিপ্লবের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, এমনকি ভাতিজি-ভাতিজা। যারা এককথায় বিপ্লবের প্রাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিকথনে বুদ্ধিজীবীর ভাবমূর্তি খর্ব হবার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে বুদ্ধিজীবী সামাজিক ধারায় অন্য একজন পেশাজীবী ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন। এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি যা বলতে চাই, তা গ্রামসির আলোচনায় বিংশ শতকের শেষের দিকটায় বাস্তবতাকে স্বতঃসিদ্ধ করে তোলে। কিন্তু আমি আরও বলতে চাই, বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি সমাজে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন, তার কাজকে মোটেও অবয়বহীন পেশাজীবী একটি দক্ষ শ্রেণীর সদস্য হিসেবে খাটো করা যাবে না।

আমার মনে হয় মোদ্দা কথাটি হল, বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি জনগণের প্রতি ও জনগণের জন্য সোচ্চার এবং মতামত, মনোভাব, দর্শন উপস্থাপন ও গ্রন্থিবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। আর সেই ব্যক্তি ছাড়া এই ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়, যে ব্যক্তি লজ্জাজনক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম, যিনি সরকারি কিংবা কর্পোরেশনের সুবিধা পান না, যার *raison detre* অন্য সব লোকের সামনে তুলে ধরতে হয় এবং ইস্যুগুলো রুটিনমাফিক ভুলে যেতে হয়। বুদ্ধিজীবী সর্বজনীন নীতির উপর ভিত্তি করে এই কাজটি করেন। এই সব মানুষই বিশ্বশক্তি ও জাতির কাছ থেকে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে সম্মানজনক ব্যবস্থার আশা করেন। এই মানদণ্ডগুলোর কোনোরকম ব্যতিক্রম হলে তা পরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয় এবং সাহসের সাথে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

এখন আমি এই বিষয়টিকে ব্যক্তিগত অর্থে আলোচনা করতে চাই। বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমি আমার আলোচ্য বিষয়গুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরব। কিভাবে আমি সেগুলোকে গ্রন্থিবদ্ধ করব ব্যাপারটি তা নয়, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের বিষয়টি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তির মতো আমি নিজেই নিজেকে উপস্থাপন করব। আমার এই কথাগুলো বলার ও লেখার কারণ হল—অনেক ফলাফলের পর যা আছে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আর সেই কারণে আমি অন্যদেরকেও এই মতামত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করি। অতএব ব্যক্তিগত ও সরকারি, আমার নিজের ইতিহাস, মূল্যবোধ, লেখনী ও অবস্থান (যা আমার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত) একদিকে তার জটিল মিশ্রণ এবং অন্যদিকে কিভাবে এইগুলো সামাজিক জগতে প্রবেশ করে যেখানে জনগণ, যুদ্ধ, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় থাকে। এখানে একজন ব্যক্তিগত বুদ্ধিজীবীর কথা বলা হচ্ছেনা। কারণ যে মুহূর্তে আপনি লিখেছেন এবং তারপরে সেগুলো প্রকাশ করছেন তখন আপনি সরকারি কিংবা জনগণের বিশ্বে প্রবেশ করে যাচ্ছেন। যেখানে কোনো সরকারি বুদ্ধিজীবী থাকে না। বরং আন্দোলন বা অবস্থানের ক্ষেত্রে মুখপাত্র হিসেবে কোনো ব্যক্তিরও

অস্তিত্ব সেখানে নেই। ব্যক্তিগত অনমনীয়তা এবং সরকারি বোধগম্যতা এখানে বিদ্যমান। যা বলা কিংবা লেখা হচ্ছে, সেগুলো তার অর্থ ব্যাখ্যা করে। অন্ততপক্ষে একজন বুদ্ধিজীবীর তার দর্শকদেরকে ভালো বোধ করার চেষ্টা করা উচিত, না হলে সমগ্র বিষয়টিই এখানে লজ্জাদায়ক, বৈপরীত্যে ভরা ও নিরানন্দময় হয়ে যেতে পারে। তাই অবশেষে প্রতিনিধি হিসেবে বুদ্ধিজীবী এমন একজন চরিত্র, যিনি মতবাদকে তুলে ধরেন এবং সব ধরনের বাধা সত্ত্বেও তা জনগণের কাছে গ্রন্থিবদ্ধ করে উপস্থাপন

দুনিয়ার পাঠক একহও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। আমার বক্তব্য হল বুদ্ধিজীবীরা হলেন সেইসব ব্যক্তি যাদের উপস্থাপনা শিল্পের প্রতি ঝোঁক থাকে। তা সে কথা, লেখা, শিক্ষা কিংবা টেলিভিশনে অংশ নেয়া– যাই হোক না কেন। এই প্রবণতাটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা সরকারিভাবে স্বীকৃত এবং এর সাথে অঙ্গীকার, ঝুঁকি, কঠোর অবস্থান, সাহসিকতা ও দুর্দশা জড়িত। যখন আমি জাঁ পল সার্ত্রে কিংবা বার্ট্রান্ড রাসেল পড়ি, তাঁদের সুনির্দিষ্ট আলাদা কাঙ্ক্ষিত বক্তব্য ও উপস্থিতি আমার উপর প্রভাব ফেলে। সর্বোপরি তাঁদের বক্তব্যগুলো শুনে মনে হয়, তাঁরা তাঁদের গভীর বিশ্বাস থেকে কথাগুলো বলছেন। ক্রিয়াবাদি কিংবা সর্তক আমলাতন্ত্রের কারণে তাঁদের কোনো বিষয়ে কখনো ভুল হতে পারে না।

বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আলোচনা করার সময় তাদেরকে যথেষ্ট সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এবং এসব আলোচনায় তাদের ভাবমূর্তি, স্বাক্ষর, প্রকৃত হস্তক্ষেপ ও অবদান—এসব কোনো কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। এসব একত্র করলে প্রত্যেক প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর জীবনের নির্যাস নির্মিত হয়। ইসাইহা বার্লিন উনিশ শতকের রাশিয়ান লেখকদের সম্পর্কে বলেন, আংশিকভাবে জার্মান রোমান্টিকতার প্রভাবাধীন তাদের দর্শকদের সতর্ক করা হল এই বলে যে, তিনি গণমঞ্চে পরীক্ষাধীন রয়েছেন।[৭] ঐসব গুণের কিছু কিছু এখনও আধুনিক বুদ্ধিজীবীর সরকারি ভূমিকার ক্ষেত্রে আমি কার্যকর থাকতে দেখি। এই কারণে সার্ত্রের মতো কোনো বুদ্ধিজীবীর কথা মনে পড়লে আমরা ব্যক্তিগত আচরণ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত সংকল্প, প্রচেষ্টা, ঝুঁকি, উপনিবেশিকতাবাদ সম্পর্কে কথা বলার ইচ্ছা, কথা দেয়া সম্পর্কে কিংবা সামাজিক দ্বন্দ্ব (যা তার প্রতিপক্ষকে প্ররোচিত করেছে এবং তার বন্ধুদেরকে উদ্দীপিত করেছে এবং তাকে হয়তো লজ্জিত করেছে)– এইসব বিষয়গুলি মনে আসে।

যখন আমরা সিমন দ্যা বোঁভেয়ারের সাথে সার্ত্রের সংশ্লিষ্টতার কথা, কামুসের সাথে তাঁর বিতর্ক এবং জ্যাঁ জেনেটের সাথে লক্ষণীয় সংশ্লিষ্টতার কথা জানি, তখন আমরা তাঁকে (শব্দটি সার্ত্রের) তাঁর নিজস্ব এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থাপন করি। এই পরিস্থিতিগুলোতেও সার্ত্রে ছিলেন সার্ত্রে এবং তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি আলজেরিয়া ও ভিয়েতনাম ইস্যুতে ফ্রান্সের বিরোধিতা করেছিলেন। একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁকে বাতিল না করে তিনি যা বলেছেন তার প্রতি এই জটিলতাগুলো একটি আবহ ও দুশ্চিন্তা নির্মাণ করে এবং তাঁকে বিষন্ন নৈতিক ধর্মপ্রচারকের বদলে তাঁকে পতনপ্রবণ মানুষ হিসেবে প্রকাশ করে।

আধুনিক জনজীবনে এটাকে উপন্যাস কিংবা নাটক হিসেবে দেখা হলেও সমাজবিজ্ঞানের অভিসন্দর্ভে কেবলমাত্র প্রাথমিক তথ্য কিংবা বাণিজ্য হিসাবে দেখা যায় না। কিভাবে বুদ্ধিজীবীরা কোনো অন্তর্ভূমি কিংবা বৃহৎ সামাজিক আন্দোলনের শুধু প্রতিনিধিই নয়, বরং তাদের সম্পূর্ণ বিশেষ ধরনের জীবনব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ আছে, যা অন্যান্যরূপে তাদের নিজেদেরই তা আমরা সরাসরিভাবে দেখতে ও বুঝতে পারি না। উনিশ বিশ শতকের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলোতে এ বিষয়সমূহ ভালোভাবে পাওয়া যাবে : টার্জেনেভের Fathers and Sons, ফ্লবার্টের Sentimental Education এবং জয়েসের A Portrait of the Artist as a young man এসব উপন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতার প্রকাশ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে, এমনকি নতুন অভিনেতা হিসেবে আধুনিক তরুণ বুদ্ধিজীবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ আগমনের ফলে সুস্পষ্টভাবে তা পরিবর্তিতও হয়েছে।

টার্জেনেভ ১৮৬০ সালে প্রাদেশিক রাশিয়ায় যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা শান্ত ও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সম্পদশালী তরুণরা তাদের পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে জীবনাভ্যাস পেয়ে থাকে। তারা বিয়ে করে, সন্তান জন্ম দেয় এবং এইভাবে জীবন কোনোরকমে চলতে থাকে। তাদের জীবনে বাজারভ'র মতো কোনো নৈরাজ্যবাদীর আগমন না ঘটা পর্যন্ত এইভাবে চলতে থাকে। বাজারভ'র বিষয়ে প্রথম লক্ষণীয় বিষয়টি হল সে তার পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে এবং তাকে একধরনের স্বনির্মিত চরিত্র ছাড়া সন্তান বলে মনেই হয় না। তিনি রুটিনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, মাঝামাঝি অবস্থা ও সস্তা গতানুগতিক কথাবার্তার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও অনুভূতিহীন মূল্যবোধ ঘোষণা করেছেন যেগুলো যুক্তিসঙ্গত ও প্রগতিশীল বলে মনে হয়।

টার্জেনেভ বলেন, তিনি বাজারভকে সিরাপে ডোবাতে নারাজ। সে হৃদয়হীন শোষক ও রূঢ়। বাজারভ কৃসানভ পরিবার নিয়ে রসিকতা করেছে। যখন মধ্যবয়সী পিতা Schubert খেলে, তখন বাজারভ উচ্চস্বরে তাকে উপহাস করে। বাজারভ জার্মান বস্তুবাদী বিজ্ঞানের ধ্যানধারণা তুলে ধরেছে। তার কাছে প্রকৃতিটা কোনো উপাসনালয় নয়। এটি একটি কর্মশালা। যখন সে আন্না সার্জেইভনার প্রেমে পড়ে, সার্জেইভনা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্ত সেই সাথে ভয়ও পায়। তাঁর কাছে তার বাধাবিপত্তিহীন এবং প্রায়ই নৈরাজ্যজনক বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে অসঙ্গতিপূর্ণতা বলে মনে হয়। একজায়গায় তিনি বলেন, তার সাথে থাকা মানে নরকের এক প্রান্তে টলমল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার।

টার্জেনেভ উপন্যাসটিতে যে সৌন্দর্য এবং করুণচিত্র যুগপৎভাবে অঙ্কন করেছেন তা হচ্ছে—পরিবার নিয়ন্ত্রিত রাশিয়ার প্রেম ও সন্তানোচিত স্নেহের চলমানতা, কোনো কিছু করার প্রাচীন পদ্ধতি এবং একই সময়ে বাজারভের নাস্তিবাদি ধ্বংসশক্তির মধ্যে অসঙ্গতির চিত্র। তাঁর ইতিহাস উপন্যাসের অন্য সব চরিত্রের মতোই বর্ণনাতীত বলেই মনে হয়। তিনি আসেন, চ্যালেঞ্জ করেন এবং নিপীড়িত কৃষকের আক্রমণে মারা যান। বাজারভের সম্পর্কে আমাদের যা মনে পড়ে, তা হল অবিশ্রান্ত শক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং গভীর মুখোমুখি বুদ্ধিবৃত্তি। বাজারভকে তাঁর সবচেয়ে সহানুভূতি চরিত্র বলে টার্জেনেভ দাবি করলেও তাকে রহস্যময় করে তোলা হয়েছে। কিছুটা বাজারভের শ্রবণহীন বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির মাধ্যমে এবং সেই সাথে তার পাঠকদেরকে উত্তাল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে থামিয়ে দেয়া গেছে।

কিছু কিছু পাঠক মনে করেন বাজারভ তরুণদের উপর আক্রমণাত্মক। অন্যরা চরিত্রটিকে সত্যিকারের নায়ক হিসেবে প্রশংসা করেছে। আবার কেউ কেউ তাকে বিপদজ্জনক হিসেবেই মনে করে। ব্যক্তি হিসেবে তার সম্পর্কে আমরা যাই ভাবি না কেন, Fathers and sons উপন্যাসে বাজারভকে বর্ণনামূলক চরিত্র হিসেবে আনা যায়নি। অন্যদিকে তার বন্ধুরা অর্থাৎ কৃসানভ পরিবার ও তার বৃদ্ধ পিতামাতা তাদের জীবন চালিয়ে যায়। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার চরম কর্তৃত্ব ও রক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী গল্প থেকে তাকে বের করে আনে। যা বেমানান এবং একই সাথে বর্ণনার সাথে যায় না। যা তাকে গল্প বহির্ভূত করে এবং পারিবারিক জীবনে অবাঞ্ছিত করে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বিষয়টি সম্পর্কিত আরও বর্ণনা পাওয়া যায় জয়েসের তরুণ স্টিফেন দেদালুসের ক্ষেত্রে। তার ক্যারিয়ারের প্রথমদিকে গির্জ, শিক্ষকতা পেলো, আইরিশ জাতীয়তাবাদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর তোষামোদ এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে লুসিফেরিয়ান নন সারভিয়াম ধীরে ধীরে একঘেয়ে ব্যক্তিবাদ তৈরি করে—লক্ষ্য বিবেচনা করা এবং এ দুয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরী করা। সিমুস ডিনে (Seamus Deane) জয়েসের Portrait of the Artist বইটি সম্পর্কে সুন্দর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ইংরেজি ভাষায় এটিই প্রথম উপন্যাস, যেখানে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রেম, ঘৃণা ও ক্রোধের তীব্র অনুভূতিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।[১০] ডিকেন্স, থ্যাকারে, অস্টিন হার্ডি এমনকি জর্জ ইলিয়টের মুখ্য চরিত্রগুলোও বয়সে তরুণ এবং নারী নয়। যাদের জীবনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সমাজে হৃদয়পূর্ণ জীবন যাপন।

অন্যদিকে তরুণ দেদালুসের কাছে "চিন্তা হচ্ছে বিশ্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি উপায়।" ডিনে পুরোপুরি সঠিক কথা বলেছেন। তার কথায় দেদালুসের মতে ইংরেজি উপন্যাসগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেরণা শুধুমাত্র সামঞ্জস্যহীন মূর্ত প্রকাশ। তবুও আংশিকভাবে যেহেতু স্টিফেন প্রাদেশিক এবং উপনিবেশিক জমানার ফসল তাই সে শিল্প-অনুরাগী হওয়ার আগে অবশ্যই তার মধ্যে প্রতিরোধমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতনতার বিকাশ ঘটবে।

উপন্যাসের শেষে তিনি আদর্শগত পরিকল্পনার চেয়ে পরিবার ও আইরিশ বিপ্লবী বাহিনীর সদস্যদেরকে কোনো অংশে কম প্রত্যাহারপ্রবণ ও জটিল নন বলে উল্লেখ করেছেন। এই আদর্শের প্রভাব তার নিরানন্দকর ব্যক্তিত্বকে হ্রাস করে। টার্জেনেভের মতো জয়েস তরুণ বুদ্ধিজীবী ও স্বাভাবিক জীবনের পারস্পরিক দৃশ্যকল্পের মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। একটি পরিবারে বেড়ে ওঠা, তারপরে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যে গল্পের শুরু সেটি স্টিফেনের খেরোখাতায় সংক্ষিপ্ত সিরিজে রূপ নিয়েছে। বুদ্ধিজীবী পারিবারিক জীবনে কিংবা একঘেয়ে রুটিনে অভ্যস্ত হবে না। উপন্যাসটির প্রধান বক্তব্যে স্টিফেন কার্যকরভাবে যা বলতে চেয়েছেন, তা হল বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতার মতবাদ যদিও স্টিফেনের ঘোষণায় নাটকীয় অতিরঞ্জন এবং যা জয়েসের তরুণ মনের দাম্ভিকতার অপরিবর্তিত প্রকাশের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। "কী করব এবং কী করব না তা কি আমি তোমাকে বলব। যা আমি বিশ্বাস করি না– তা আমি করব না, তা সে আমার ঘর, আমার পিতৃভূমি কিংবা গির্জা যাই হোক না কেন। আমি যতটা সম্ভব স্বাধীনভাবে বিশেষ কোনো জীবনব্যবস্থা কিংবা শিল্পে নিজেকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করব। আমাকে রক্ষার জন্য আমি শুধুমাত্র যেসব অস্ত্র ব্যবহার করব : নীরবতা, নির্বাসন ও ধূর্ততা।"

তবুও ইউলিসিসে স্টিফেনকে একগুঁয়ে বৈপরীত্যসম্পন্ন তরুণের চেয়ে বেশি কিছু হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। তার মতবিশ্বাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল, সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা যা তাদের কর্মকাণ্ডে একটা বড় বিষয়। বদরাগী কিংবা পুরোপুরি ভেজাবেড়াল হওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট নয়। বুদ্ধিজীবীর কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য– মানুষের স্বাধীনতা ও জ্ঞানের অগ্রগতি সংগঠন করা। পুনঃ পুনঃ অভিযোগ সত্ত্বেও সমসাময়িক ফরাসি দার্শনিক হিসেবে লিওটার্ডের 'মুক্তি ও নবজাগরণের ব্যাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণনাকে' আগের আধুনিক যুগের বিচারে বীরত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই মতানুসারে, মহৎ বর্ণনাগুলো স্থানীয় পরিস্থিতি ও বাকচাতুর্যে পর্যবসিত হয়েছে। উত্তর-আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা এখন সত্য ও স্বাধীনতার মতো মূল্যবোধের চেয়ে দক্ষতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আমি সবসময় চিন্তা করেছি, লিওটার্ড ও তার অনুসারীরা তাদের অলস অক্ষমতা স্বীকার করছে। এমনকি উত্তর-আধুনিকতার মূল্যবোধ সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীর জন্য সত্যিকারভাবে যে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র আছে, তার সঠিক মূল্যায়ন করার চেয়েও অলস অক্ষমতা এবং উদাসীনতাকে বেশি করে তুলে ধরেছে। তার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সরকারগুলো এখনও জনগণকে শোষণ করে, সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে আদালত ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতাবলে বুদ্ধিজীবী নিয়োগ তাদের ভাষাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে এবং বৃত্তি থেকে বুদ্ধিজীবীর পদত্যাগ করার বিষয়টিও এখন ঘটতে দেখা যায়।

The Sentimental Education গ্রন্থে ফ্লুবার্ট বেশি হতাশা ব্যক্ত করেছেন এবং অন্যান্য ব্যক্তির চেয়ে বুদ্ধিজীবীদের নির্মম সমালোচনা করেছেন। ইংরেজ ইতিহাসবিদ লুইস নেমিয়ার ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ এর মধ্যে পারস্যদেশীয় উত্থানের সময়কালকে বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্লুবার্টের উপন্যাসটিতে উনিশ শতকের রাজধানীতে যাযাবর ও রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। রাজধানীর কেন্দ্র নির্মিত হয় Frederic Moreau ও Charles Deslauriers নামক দুজন প্রাদেশিক ব্যক্তিকে ভিত্তি করে। 'শহর সম্পর্কে তারুণ্য' এই শ্লোগানের অন্তরালে শোষণ, বুদ্ধিজীবী হিসেবে একটি স্থিতিশীল অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতার প্রতি ফ্লুবার্টের ক্রোধ প্রকাশ করেছে। ফ্লুবার্টের ক্রোধের বড় কারণ হল— তাদের যা হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত আশা করা। ফলাফল দাঁড়াল বুদ্ধিজীবীর সর্বোচ্চ প্রকাশ। দুজন তরুণ লোক সম্ভাবনাময় জ্ঞানতাপস সমালোচক, ইতিহাসবিদ, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে জনকল্যাণমূলক কাজকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে কাজ শুরু করেন। মোরিও সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে 'তার বুদ্ধিবৃত্তিক আকাঙ্ক্ষা দমিত কর।' কয়েক বছর পরে মনের আলস্য ও হৃদয়ের জড়তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। Deslauriers ক্রমান্বয়ে আলজেরিয়ার উপনিবেশিক প্রক্রিয়ার পরিচালক, পাশার সম্পাদক, সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপক, বিজ্ঞাপনী দালাল হয়ে ওঠেন। বর্তমানে সে এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের আইন-বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে কর্মরত।

১৮৪৮ সালের ব্যর্থতাগুলোকে ফ্লুবার্টের কাছে তার প্রজন্মের ব্যর্থতা বলে মনে হয়। মহামানব হিসেবে মোরিও লেসদারিয়ারের ভাগ্য চিত্রায়িত হয়েছে তাদের ইচ্ছার অভাবের ফলাফল হিসেবে। আধুনিক সমাজের দ্বারা আদায়কৃত মাশুল হিসেবে যেখানে সীমাহীন বিরক্তি, আনন্দ ঘূর্ণি এবং সর্বোপরি সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপন, তাৎক্ষণিক খ্যাতি এবং অবিরাম নিয়োগের ক্ষেত্র (যার মধ্যে সব ধ্যানধারণাগুলো বাজারযোগ্য, সব মূল্যবোধ রূপান্তরযোগ্য, সব পেশায় সহজে অর্থ আসে ও দ্রুত সাফল্যে পর্যবসিত হয়)-কে তারা সহজাত বলে ধরে নিয়েছিলেন। উপন্যাসের বড় বড় দৃশ্যগুলো প্রতীকীভাবে রূপায়িত হয়েছে। ঘোড়ার দৌড়, ক্যাফে ও বলরুম নাচ, দাঙ্গা, শোভাযাত্রা, প্যারেড এবং গণসমাবেশকে ঘিরে সেগুলো আবর্তিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসবক্ষেত্রে মোরিও অবিরামভাবে ভালোবাসা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করে কিন্তু তা থেকে বিচ্যুত হয়। বাজারভ দেদালুস ও মোরিও চরমপন্থী হলেও প্রতিনিয়ত তারা উদ্দেশ্য সফলভাবে শেষ করেছেন। উনিশ শতকের বাস্তববাদী উপন্যাসগুলোতে এই সব চলমান বিষয় অনিন্দ্যসুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সেখানে বুদ্ধিজীবীদের কর্মরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা ও প্রলোভনে তারা আকর্ষিত হয়। তারা তাদের নিয়তিকে মেনে চলছেন নয়তো তারা প্রতারণা করছেন। শেষবারের মতো ম্যানুয়াল থেকে শিখে নেওয়া নির্ধারিত কোনো কাজ হিসেবে নয় বরং আধুনিক জীবনের ক্রমাগত হুমকির মধ্যেও বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসাবে সমাজের প্রতি তার ধ্যানধারণার রূপান্তর চরম সত্ত্বাকে সুরক্ষিত করে কিংবা মন্ত্রণাকে মূল্য দেয় এসবের উপর বুদ্ধিজীবীর উপস্থাপনা কেমন হবে তা নির্ভর করে। তারা ক্ষমতাসীন আমলাতন্ত্রের মধ্যে এমনকি উদার কর্মীদের মধ্যেও কাজ করতে চায় না। বুদ্ধিজীবীর প্রকাশ ঘটে সরাসরি কাজের মধ্য দিয়ে। এটা একধরনের সচেতনতার উপর নির্ভর করে। যা সন্দেহজনক, যৌক্তিক তদন্ত এবং নৈতিক বিচারের সাথে জড়িত। এটি ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করে কিংবা একটি ধারণার নির্মিতিকে অপেক্ষায় রেখে দেয়। বুদ্ধিজীবীর দুটো প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়। ভাষা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা জানা এবং কখন ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করতে হবে সেটাও জানা।

কিন্তু আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীর পরিচয় কী? আমার মনে হয় এই প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তর দিয়েছেন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী সি. রাইট মিল্‌স। তিনি ছিলেন স্বাধীন বুদ্ধিজীবী। তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা তিনি সরাসরিভাবে সুললিত গদ্যে ব্যক্ত করেছেন। তিনি ১৯৪৪ সালে লিখলেন, স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরা তাদের প্রান্তিকতায় একধরনের ক্ষমতাহীন হতাশায় ভোগে কিংবা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা সরকারি বিভিন্ন কাজে যোগ দেওয়ায় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে পছন্দের সমস্যায় পড়ে। এই সদস্যরাই দায়িত্বহীনভাবে এবং নিজেদের ইচ্ছায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তথ্য শিল্পের ভাড়া করা এজেন্ট হওয়াটাই তাদের জন্য কোনো সমাধান নয়। কেননা দর্শকদের সাথে টম পাইনের সম্পর্কের মতো দর্শকদের সাথে সম্পর্ক অর্জনও সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে এর উপর নির্ভর করছে কার্যকরি যোগাযোগের উপায়। স্বাধীন চিন্তাবিদের কাছে একটা বড় কাজের মাধ্যমে এসব দখল হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মিলসের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ; স্বাধীন শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী সেই অল্প কয়েকজন, যারা গৎবাঁধা ও জীবন্ত বিষয়সমূহের আসন্ন মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে। এখন গৎবাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্মোচন ও ধ্বংস করতে ক্ষমতার সাথে নতুন ধ্যানধারণা যুক্ত হয়েছে। যার ফলে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন গঠিত হয়েছে। আজকের এই গণশিল্প ও গণচিন্তা বৃহৎ অর্থে রাজনীতির চাহিদা পূরণ করছে। এই কারণে রাজনীতির মধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তিক সংহতি ও প্রচেষ্টা অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যদি চিন্তাবিদ নিজেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের সত্যিকার মূল্যবোধের সাথে যুক্ত না করে, তবে সে জীবনের সঠিক অভিজ্ঞতার সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে না।"[১১]

এই অনুচ্ছেদ পাঠ ও পুনঃপাঠের যোগ্য। কেননা এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অতিরিক্ত জোরালো বিষয় আছে। রাজনীতির সর্বত্র এক্ষেত্রে শিল্পের মধ্যে, কিংবা নিরানন্দকর ও অলৌকিক তত্ত্বের মধ্যে অবগাহনের কোনো সুযোগ নেই। বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন, তাদের সময়ের তথ্য কিংবা প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত এবং গণরাজনীতির সাথে যুক্ত একটি চরিত্র। চরিত্র অঙ্কন, অফিসিয়াল বর্ণনা, শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত ক্ষমতার বিচার এই বিষয়গুলোকে বিতর্কিত বা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। আর শুধু প্রচারমাধ্যম নয় বরং বর্তমান সামাজিক মর্যাদা নিয়ন্ত্রণকারী এবং যথাযথ গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যখন তার মুখোশ খোলার কথা বলা হয় তখনও সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে বুদ্ধিজীবী সত্য কথা বলার চেষ্টা করে।

তবে এটা মোটেও সহজ কাজ নয়। বুদ্ধিজীবী সবসময় নিঃসঙ্গতা ও একই অবস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে না। সাম্প্রতিক সময়ে ইরাকের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় যুদ্ধে নাগরিকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় আমেরিকা নিষ্পাপ ও অনাগ্রহী শক্তি নয়। এমনকি বিশ্বের সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ তাকে নিয়োগও করেনি। ভিয়েতনাম ও পানামায় আক্রমণের কথা নীতিনির্ধারকরা ভুলে গিয়েছিলেন। আমি মনে করি, এই সময়ে বুদ্ধিজীবীদের কাজ ভুলে যাওয়া বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়া। যে সংযোগ অস্বীকার করা হয়েছে তা পুনরায় স্থাপন করা। যা বিকল্প বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন এবং মানবজাতির ধ্বংসকে প্রতিহত করতে পারে।

সি. রাইট মিল্‌সের বক্তব্যের প্রধান বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি ও জনতার মধ্যে বিরোধ। সরকার থেকে কর্পোরেশন পর্যন্ত বড় বড় সংগঠনের শক্তির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। শুধু ব্যক্তির দুর্বলতাই নয়, মানব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখা যায়। নিম্নবর্গের মর্যাদা, সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, ভিন্ন সংস্কৃতি ও বর্ণের মধ্যেও এ সমস্যা প্রকট। বুদ্ধিজীবীরা দুর্বলদের সাথে একই অবস্থানে থাকে—সে বিষয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। কেউ কেউ এখানে রবিনহুডের নাম উল্লেখ করতে চায়। তবুও এটি সহজ কাজ নয়, আর তাই এত সহজে ভাববাদী আদর্শবাদ হিসেবেও বাদ দিয়ে দেওয়া যায় না। আমার মতে, বুদ্ধিজীবী প্রশমণকারীও নয়। আবার কোনো ঐক্য নির্মাতাও নয়। বরং এমন একজন যার সামগ্রিক সত্ত্বাকে জটিল বিবেচনা করা হয়। এটি এমন একটি ধারণা যা কোনো সহজ সূত্রও মেনে নিতে আপত্তি করে, গতানুগতিক এবং মসৃণ কথাবার্তাকে পাত্তা দেয় না এবং ক্ষমতাসীনদের কার্যক্রম মেনে নিতে অনিচ্ছুক থাকে। বুদ্ধিজীবীর এ বিষয়টি প্রকাশ্যে বলতেও দ্বিধা করে না।

এটি শুধুমাত্র সবসময় সরকারের নীতির সমালোচনাই করে, এমনটি নয়। বরং সবসময় চিরন্তন সতর্কতার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যানধারণা পোষণ করে। অর্ধসত্য কিংবা গৃহীত বিষয়কে বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করে না। এই ধারণার সাথে স্থির বাস্তবতা, এক ধরনের অসীম প্রাণপ্রাচুর্যসম্পন্ন যৌক্তিক শক্তিসত্তা এবং জনসমুখে কিছু প্রকাশ করার বিপরীতে তার ব্যক্তিত্বের জটিল সমস্যার ভারসাম্য রাখতে অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হয়। এ কারণে চিরস্থায়ী পরিশ্রম দরকার পড়ে। আর এসব কারণে অসমাপ্ত ও প্রয়োজনীয়ভাবে বেঠিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব সাহসিকতা এবং জটিলতার মধ্যেও একজন সবসময় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। যদিও এসব বিষয় একজনকে নির্দিষ্ট করে, জনপ্রিয় করে তোলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র :

১. Antonio Gramsci, *The Prison Notebooks: Selections*, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (New York: International Publishers, 1971), p.9.

২. ibid., p.4.

৩. Julien Benda, *The Treason of the Intellectuals*, trans. Richard Aldington (1928;rprt. New York: Norton, 1969), p.43.

৪. ibid., p.52

৫. ১৭৬২ সালে টওলুসের একজন প্রোটেস্টান্ট ব্যবসায়ী জ্যাঁ ক্যালাসকে বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার অপরাধ ছিল, তিনি তার পুত্রসন্তানকে হত্যা করেছিলেন, যে ধর্মান্তরিত হয়ে ক্যাথলিক হয়েছিল। এইসব তথ্যপ্রমাণগুলো অজুহাত হিসেবে বেশ ঠুনকো ছিল। তবু রায় খুব দ্রুতই কার্যকর হয়। আরেকটি কথা সর্বজনবিদিত হয়— প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে যারা ধর্মান্তরিত হতে চায় তাদের ক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্টরা খুবই গোঁড়া ও অন্ধ হয়। পরবর্তীতে ভলতেয়ার ক্যালাস পরিবারের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ সফলজনক একটা গণপ্রচারণা চালান (আমরা এখন জেনেছি তিনিও তাঁর তথ্য-প্রমাণকে গ্রহণযোগ্য করতে গল্প বানিয়েছেন)। মোরিস ব্যারেজ ছিলেন আলফ্রেড দ্রেইফুজের একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিপক্ষ। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত একজন প্রায় ফ্যাসিবাদী এবং প্রতি-বুদ্ধিজীবী ফরাসি উপন্যাসিক হিসেবে তিনি একধরনের রাজনৈতিক অসচেতনতার তত্ত্ব দেন। তিনি বলেছেন, এর ফলেই বিভিন্ন বর্ণ ও জাতিসমূহ যৌথভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধারণা ও প্রবণতা পোষণ করে।

৬. *La Trahison* was republished by Bernard Grasset in 1946.

৭. Alvin W. Gouldner, *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class* (New York: Seabury Press, 1979), pp 28-43.

৮. Michel Foucault, *Power/knowledge: Selected Interviews and other Writing 1972-1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon), pp. 127-28.

৯. Isaiah Berlin, *Russian Thinkers*, ed. Henry Hardy and Alieen Kelly (New York Press), 1978, pp. 129.

১০. Seamus Deane, *Celtic Revivals: Essays in Modern Irish Literature 1880-1980* (London: Faber & Faber, 1985), pp. 75-76.

১১. C. Wright Mills, *Power, Politics, and People: The Collected Essays of C. Wright Mills*, ed. Irving Louis Horowitz (New York: Ballantine, 1963), p. 299.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - দুই

জাতিসমূহকে আয়ত্তে রাখা এবং উপসাগরীয় রীতিনীতি

জুলিয়ান বেন্দা'র বিখ্যাত বই The treason of the Intellectuals এই ধারণা দেয়, বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্ব পৃথিবীর সর্বত্র। জাতীয় সীমানা কিংবা নৃতাত্ত্বিক আত্মপরিচিতির দ্বারা তাদের পরিধি সীমাবদ্ধ নয়। ১৯২৭ সালে বেন্দার কাজের একটা বিষয় পরিষ্কার মনে হয়েছিল, তাহল বুদ্ধিজীবী বলতে ইউরোপিয়দেরই বোঝায় (যিশু একজন অ-ইউরোপিয় হওয়ায় তিনি অনুমোদন সাপেক্ষে কথা বলেছেন)।

সে সময় থেকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত, ইউরোপ ও পাশ্চাত্য অবশিষ্ট বিশ্বের জন্য প্রতিবাদহীন মানদণ্ডের নির্ধারক আর রইল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বড় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পতন হলে বিশ্বের অন্ধকার বলে পরিচিত স্থানগুলোতে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটে। গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব ঘটে এবং সম্ভাবনাময় মুক্তির ইঙ্গিত মেলে। জাতিসংঘের (কার্যকর না হলেও) উপস্থিতির ফলে এখন অ-ইউরোপিয় জাতি ও ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেবার সময় এসেছে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ যোগাযোগ ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি 'ভিন্নতা' ও 'অন্যান্য' সম্পর্কে এক নতুন মাত্রার সচেতনতা তৈরি করেছে। সহজ কথায় এর অর্থ হচ্ছে—যদি আপনি বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কথা বলতে চান তবে আপনি আগের মতো অত সাধারণভাবে বলতে পারবেন না। উদাহরণহিসেবে বলা যায়, ফরাসি বুদ্ধিজীবীদেরকে ধরন ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে তাদের চীনা (প্রতিপক্ষ) বুদ্ধিজীবীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা হয়। অন্যভাবে এখন বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কথা বলতে গেলে জাতীয়/ধর্মীয় ও এমনকি মহাদেশীয় ভিন্নতা সম্পর্কেও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হয়। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আলাদারকমভাবে চিন্তার অবকাশ থাকে। উদাহরণ হিসাবে আফ্রিকান কিংবা আরবীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যেককে বিশেষ ঐতিহাসিক আলোকে বিবেচনা করা হয়। তাদের নিজস্ব সমস্যা, সমস্যার প্রকৃতি, বিজয় ও বিশেষত্ব একান্ত ভাবে বিবেচনায় আনতে হয়।

বিশেষায়িত আলোচনার উদ্ভট বিকাশের কারণে আমরা সংকীর্ণ দৃষ্টি ও স্থানীয়করণের প্রেক্ষাপট থেকে বুদ্ধিজীবীদের আবিষ্কার করি। এর ফলে আধুনিক জীবনে বুদ্ধিজীবীদের অতিরিক্ত ভূমিকা অবমুক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ প্রথিতযশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা গ্রন্থাগারগুলোতে যে কেউ বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে হাজার হাজার আলোচনা দেখতে পাবেন। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীরই এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হতে অনেক বছর লেগে যায়। এরপর রয়েছে বুদ্ধিজীবীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভাষা। আরবি ও চাইনিজের মতো কিছু কিছু ভাষা আধুনিক বুদ্ধিজীবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রাচীন অতি উন্নত ঐতিহ্যের বুদ্ধিজীবীদের বুঝতে ভাষা শেখার জন্য তাদের বেশ কয়েক বছর সময় ব্যয় করতে হবে। তবুও এইসব 'ভিন্নতা' ও 'বিপরীত' ডিসকোর্স এবং বুদ্ধিজীবীর আলোচনায় এইসব সর্বজনীন প্রত্যয়ের অপরিহার্য অবলুপ্তি সত্ত্বেও স্থানীয় বিষয়সমূহও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

এসবের মধ্যে প্রথমে আমি যা আলোচনা করতে চাই, তা হল- জাতীয়তা এবং এর সাথে জাতীয়তা থেকে উৎসারিত জাতীয়তাবাদ। কোনো আধুনিক বুদ্ধিজীবী (যেমন : নোয়াম চমস্কি ও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো বড় বড় ব্যক্তির সম্পর্কে এটা যেমন সত্য, তেমনি সেই সব অপেক্ষাকৃত কম-বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সত্য), যারা পরিকল্পিতভাবে কৃত্রিম ভাষায় লেখে না। অর্থাৎ এটি এমন একটি ভাষা, যা সমগ্র পৃথিবীর অন্তর্গত অথবা কোনো বিশেষ দেশ ও ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীই একটি ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার জীবনের বেশিরভাগ সময় ঐ ভাষার মধ্যে কাটে। তার বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। একই সাথে ভাষা হচ্ছে সবসময় জাতীয়তাভিত্তিক যেমন– গ্রিক, ফরাসি, আরবি, ইংরেজি, জার্মান ইত্যাদি। আমি এখানে যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করতে যাচ্ছি তার একটি হচ্ছে—বুদ্ধিজীবী। যে কোনো একটি জাতীয় ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য। এর পেছনে কেবলমাত্র সুবিধা ও পরিচিতিই নয়, সে ঐ ভাষায় একান্ত নিজের এক বিশেষ ধরনের ধ্বনি, বাচনভঙ্গি এবং সর্বোপরি একটি দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে।

বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তা হল প্রত্যেক সমাজের ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এর মূল কাজ সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং নিশ্চিত করা যে, বিষয়গুলো স্বচ্ছ, অপরিবর্তনীয় ও চ্যালেঞ্জের নয়। জর্জ অরওয়েল তার Politics and the English language প্রবন্ধে এই বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়েছেন। গতানুগতিক বাতিল কথা, ক্লান্তিকর উপমা, অলস লেখনী এসবই তার মতে মৃত ভাষার উদাহরণ। ফলাফল হিসেবে হৃদয় অবশ এবং অচল হয়ে যায়। অন্যদিকে যে ভাষায় সুপারমার্কেটের আবহ সংগীতের প্রভাব আছে তা সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং অপরীক্ষিত ধ্যানধারণা ও বোধের পরোক্ষ গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে এটিকে নিমজ্জিত করে।

১৯৪৬ সালে লিখিত ঐ প্রবন্ধে অরওয়েল বলেন, গলাবাজির রাজনীতি ইংরেজ মনের উপর ধীর সীমালঙ্ঘন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ভাষার ভিন্নতা সত্ত্বেও রক্ষণশীল থেকে নৈরাজ্যবাদী পর্যন্ত সব রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই এটি সত্য। মিথ্যাকে সত্য, হত্যাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ করার জন্য এবং বিশুদ্ধ বাতাসে কাঠিন্যের আভা ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটি বাস্তবায়ন করা হয়।[১] সমস্যাটি আরো বেশি ও সাধারণ। যেভাবে ভাষা আজ আরও সাধারণ গোষ্ঠীবাদ ও কর্পোরেট স্বার্থে ব্যবহার করা হয়—সে বিবেচনায় এর একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকতাকে একটি কেস হিসেবে নেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ক্ষমতা ও পরিধি যত ব্যাপক হয় এর কর্তৃত্বও বাড়তে থাকে। শুধু পেশাদার লেখক ও পাঠকগোষ্ঠীর চেয়ে সম্প্রদায়ের বোধ আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত হয়। ট্যাবলয়েড ও নিউইয়র্ক টাইমস-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—নিউ ইয়র্ক টাইমস জাতীয় পত্রিকার আসন পেতে চায় (সাধারণভাবে তাই বিবেচনা করা হয়)। এর সম্পাদকীয়তে কেবলমাত্র কয়েকজন নারী-পুরুষের মতামত প্রতিফলিত হয় তাই নয়, গোটা জাতির জন্য অনুভূত সাধারণ সত্যও প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে ট্যাবলয়েড পত্রিকা চাঞ্চল্যকর কলাম ও চোখধাঁধানো খবরের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। আর নিউইয়র্ক টাইমস-এর যেকোনো প্রবন্ধের সাথে পরিমিত কর্তৃত্ব জড়িত। এখানে আমাদের দীর্ঘ গবেষণা ও সতর্ক ধ্যানের মাধ্যমে বিবেচিত বিচার-বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়। আমরা ও আমাদের শব্দ দুটি সম্পাদকীয় পাতায় ব্যবহার করার সময় এর অর্থ প্রত্যক্ষভাবে অবশ্য সম্পাদকদের নিজেদেরকে নির্দেশ করে। কিন্তু অনুরূপভাবে জাতীয় কর্পোরেটের আত্মপরিচিতিও দান করে। যেমন: আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে টেলিভিশনের পর্দায় ও সংবাদপত্রে সঙ্কট নিয়ে গণআলোচনায় এই জাতীয় 'আমরা' এর অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এই শব্দটি রিপোর্টার, সামরিক ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ নাগরিকদের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। যেমন 'আমরা' কখন স্থল যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছি কিংবা 'আমরা' কোন ধরনের দুর্ঘটনা ডেকে আনছি?

সাংবাদিকেরা সবসময় নির্ধারণ করে ইংরেজির মতো একটি জাতীয় ভাষার অস্তিত্বের মধ্যে জাতীয় সম্প্রদায়, সম্প্রদায়ের আত্মপরিচিতি, কিংবা তাদের সত্ত্বাকে কিভাবে তুলে ধরা হবে? Culture and Anarchy (1869) গ্রন্থে ম্যাথু আরনল্ড বলেন, রাষ্ট্রই হচ্ছে জাতির সবচেয়ে বড় অহং আর যা বলা হয়েছে কিংবা চিন্তা করা হয়েছে জাতীয় সংস্কৃতিই তার সর্বোচ্চ প্রকাশ। স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ ছাড়াও এই সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা মানব সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি যাকে বুদ্ধিজীবী বলছি, তিনিও তাকেই বুদ্ধিজীবী নির্দেশ করেছেন। যাদের চিন্তা বিচার-বিশ্লেষণ করার মতো ক্ষমতা আছে, তাদেরকে সর্বোচ্চ চিন্তা প্রকাশের উপযোগী করে তোলে ও উদ্বুদ্ধ করে। আরনল্ড সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, এসব শুধু জনগণের আলাদা আলাদা শ্রেণী কিংবা ছোট ছোট গোষ্ঠীর লাভের জন্য ঘটে থাকে তাই নয় বরং পুরো সমাজের জন্যই ঘটে থাকে। এখানে আধুনিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা হবে—জাতীয় সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য, সাধারণ আত্মপরিচিতির বিষয়টি সামনে নিয়ে আসা।

আরনল্ডের বক্তব্যে একটা সমস্যা রয়েছে। গণতান্ত্রিক হতে গিয়ে জনগণ বেশি বেশি ভোটের অধিকার দাবি করে এবং তাদের সন্তুষ্টিমূলক কার্য বেশি বেশি বাস্তবায়িত হতে দেখতে চায়। এতে সমাজ বেশি বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে জনগণকে শান্ত রাখতে বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জনগণকে এইভাবে বোঝানো দরকার, বড় বড় সাহিত্যকর্ম ও ধ্যানধারণাগুলো তাদেরকে জাতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে। পর্যায়ক্রমে আরনল্ড যা বলেছেন অর্থাৎ যা পছন্দ, তাই কর। এসব ধারণা ১৮৬০ সাল থেকে মতবাদ আকারে প্রচলিত।

১৯২০ সালে বেন্দা'র কাছে মনে হয়েছে আরনল্ডের নীতিমালা ভালোভাবে অনুসরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীরা বেশ বিপদে পড়েছেন। ফরাসি বিজ্ঞান ও সাহিত্য কতটা মহৎ তা ফরাসিদের কাছে দেখাতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীও নাগরিকদের এই শিক্ষা দিচ্ছেন—জাতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হওয়াটা নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ঐ সম্প্রদায়টি যদি ফরাসির মতো বড় কোনো জাতি হয়। এর পরিবর্তে বেন্দা বুদ্ধিজীবীদের গোষ্ঠী অনুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং অলৌকিক মূল্যবোধের উপর মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেছেন। মূলত ঐসব মূল্যবোধ, যেগুলো সর্বজনীনভাবে সব জাতি ও জনগণের মধ্যে প্রয়োগ করা যায়, যেগুলোর মূল্যবোধগুলো ইউরোপিয় কিন্তু ভারতীয় কিংবা চাইনিজ নয়। বেন্দা এ বিষয়গুলোকে কিছুটা স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করেন—সে কথা আমরা আগেই বলেছি। যে ধরনের বুদ্ধিজীবীদের তিনি সমর্থন করেছেন তারাও মূলত ইউরোপিয়।

জাতি কিংবা অন্যান্য সম্প্রদায় (যেমন—ইউরোপ, আফ্রিকা, পশ্চিমা কিংবা এশিয়দের)-এর পক্ষে নির্ধারিত সীমারেখা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। এই সম্প্রদায়গুলোর একটা সাধারণ ভাষা আছে এবং সেই সাথে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, পূর্বসংস্কার ও অভ্যাসগত ধারণাও রয়েছে। সরকারি ডিসকোর্সে ইংরেজ, আরব, আমেরিকান কিংবা আফ্রিকান—এসব শব্দগুলোর চেয়ে সাধারণ শব্দ কিছুই নাই। এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটি সামগ্রিক সংস্কৃতিকে নির্দেশ করার পাশাপাশি বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থাও প্রকাশ করে।

আজকাল আমেরিকান কিংবা ব্রিটিশ একাডেমিক বুদ্ধিজীবীরা মুসলিম বিশ্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলাম সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করেন। যেখানে এক বিলিয়ন মানুষ ডজনখানেক সমাজ এবং আরবি, তুর্কি ও পারসিসহ ছয়টি ভাষা বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেখানে 'ইসলাম' এই একটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করে মনে হয় তারা এটিকে একটি সহজ জিনিস বলে প্রতিপন্ন করতে চান বলে বোধ হয়। তারা মনে করেন, দেড় হাজার বছরেরও অধিক সময়ের মুসলিম ইতিহাসের সাধারণীকরণ করা সম্ভব। তারা নিজেদেরকে ইসলাম ও গণতন্ত্র, ইসলাম ও মানবাধিকার, ইসলাম ও প্রগতির আলোচনায় বিব্রত না হয়ে বিচার করার উপযুক্ত বিবেচনা করে।[২]

তবে কি এই আলোচনাগুলো সহজ অর্থে জর্জ এলিয়টের মিস্টার কাজোবনের মতো পৃথক পৃথক পণ্ডিত ব্যক্তির পুরাণের সূত্র আবিষ্কারের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা, যে কেউ ঐন্দ্রজালিক বলে বাতিল করে দিতে পারেন? কিন্তু এসব কিছু যুক্তরাষ্ট্রের দোসর পাশ্চাত্য ঐক্যজোটের ঠাণ্ডা-যুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ঘটেছে। যে সময় মৌলবাদী ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়। সাম্যবাদের জায়গায় ইসলামকে নতুন হুমকি হিসেবে মনে করা হয়। এখানেই আমি যে প্রশ্নবোধক ও সংশয়বাদী ব্যক্তি মনের আলোচনা করেছি, সেখানে যৌথ চিন্তা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাজ করেনি। এসব ব্যক্তি কখনোই ঐক্যমত প্রতিফলিত করে না বরং যৌক্তিক রাজনৈতিক বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে। পদ্ধতিগত বিষয়ে তারা কোনো কথা বলে না বরং প্রচলিত নীতির বিষয়ে সমবেতভাবে এক ধরনের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। এটি আমাদেরকে যৌথচিন্তার দিকে নিয়ে যায় এবং আমরা যে তাদের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছি, সেই উপলব্ধি ঘটায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর ফলে জ্ঞান ও সম্প্রদায়ের চেয়ে অসহনীয়তা ও ভয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কিন্তু হায়! গোষ্ঠী সূত্র এত সহজ যে পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায় না। কেবলমাত্র জাতীয় ভাষা ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে (সেখানে এর পরিপূরক না থাকায়) হাতের কাছে যেসব শব্দ আছে তার প্রতি আপনাকে প্রলুব্ধ করা। আপনাকে 'আমাদের' ও 'তাদের'—এই শব্দদুটির পরিবর্তে ঐসব সংগৃহীত বাগধারা ও মেটাফোর ব্যবহার করতে বলা হবে। সাংবাদিকতা, একাডেমিক পেশা ও সুবিধাজনক সাম্প্রদায়িক বোধগম্যতার মতো অনেক শক্তিই এসব শব্দকে সচল রেখেছে। এসব কিছুই জাতীয় আত্মপরিচিতির অংশ হিসেবে কাজ করে। উদাহরণহিসেবে বলা যায়, রাশিয়ানদের আগমন ঘটেছে, কিংবা জাপানিদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন চলছে কিংবা ইসলামি জঙ্গীবাদ ধেয়ে আসছে—এসব অনুধাবন করা শুধুমাত্র গোষ্ঠী-সতর্কতার অভিজ্ঞতা অর্জন—তাই-ই নয়, বরং আমাদের আত্মপরিচিতিকে অবরুদ্ধ ও ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিভাবে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে তাই এখন বুদ্ধিজীবীর কাছে বড় প্রশ্ন। জাতীয়তার বিষয়টি আলাদা আলাদা বুদ্ধিজীবীকে সংহতি, মৌলিক আনুগত্য কিংবা জাতীয় দেশপ্রেমের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অনুভূতির প্রতি অঙ্গীকার করায়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—যৌথ প্রতীক থেকে ভিন্নমতাবলম্বী হিসেবে বুদ্ধিজীবীর জন্য একটি উত্তম ক্ষেত্র তৈরি করা যায় কি?

সমালোচনার সামনে সংহতি সম্পর্কে কখনোই সংক্ষিপ্ত উত্তর আশা করা যায় না। বুদ্ধিজীবীদের সবসময় দুর্বল কিংবা অবরুদ্ধদের পাশে দাঁড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে অধিকতর ক্ষমতাধরদের পাশে তাদেরকে দেখা যায়। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো, জাতীয় ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সবসময় উপযোগী থাকেনা, বরং সেগুলো ব্যবহার করার জন্য যথার্থ করে নিতে হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে একজন মার্কিন কলাম লেখক 'আমাদেরকে' ও 'আমাদের' এ দুটো শব্দকে নিরপেক্ষ সর্বনাম হিসেবে যথার্থ করে তুলেছেন এবং সেগুলোকে সচেতনভাবে হয় দূর দক্ষিণপূর্ব এশিয় জাতির অপরাধমূলক আক্রমণের ক্ষেত্রে, নয়তো আরো জটিল পরিপূরক একাকী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এসব জাতি ও ব্যক্তির কাছে আমেরিকান যুদ্ধ অনভিজ্ঞ ও অযথার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। এর অর্থ বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করা নয়। বরং যেসব বিষয় গোষ্ঠী-বিচার ও কাজকর্মে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে চায়, সেগুলোকে স্মরণ করতে প্রশ্ন ও পার্থক্য তৈরি করা। গোষ্ঠী ও জাতীয় আত্মপরিচিতির উপরে ঐক্যমত্য কেন গোষ্ঠী স্বাভাবিক কিংবা ঈশ্বরপ্রদত্ত সত্ত্বা নয় বরং সংগঠিত, রূপান্তরিত এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত বিষয়, যার পেছনে সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিহাস রয়েছে এবং সেসব মাঝে মাঝে তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ—এসব দেখিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিজীবীর কাজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নোয়াম চমস্কি ও গোরে ভিদাল আন্তরিকতার সাথে এসব কাজ সম্পাদন করেছেন।

এখানে আমার বক্তব্যের পক্ষে সঠিক উদাহরণ পাওয়া যাবে ভার্জিনিয়া উলফের 'A room of one's own' গ্রন্থে। এটি আধুনিক নারীবাদী বুদ্ধিজীবীর জন্য একটি অবশ্য পাঠ্য বই। নারী ও উপন্যাস শিরোনামে বক্তৃতা দিতে বলা হলে উলফ প্রথমেই বলেন, যদি একজন নারীকে উপন্যাস লিখতে হয় তবে তার অবশ্যই অর্থ ও নিজস্ব একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘর থাকতে হবে, একদম নিজের। সে প্রস্তাবটিকে যৌক্তিক বক্তব্যের আলোকে তুলে ধরবে, পর্যায়ক্রমে সে বর্ণনামূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে আসবে এবং যেকোনো মতের একজন ব্যক্তি কেন কিভাবে এটি লালন করে, তা দেখাতে পারবে। উলফ বলেন, "সরাসরি সত্যকথনের পরিপূরক হিসেবে তার বক্তব্য প্রকাশ হবে। কেননা যেখানে যৌনতা সংশ্লিষ্ট, সেখানে বিতর্কের চেয়ে বিরোধিতাই অনিবার্য। যেহেতু শ্রোতা বক্তার সীমাবদ্ধতা, পূর্বসংস্কার ও ঐন্দ্রজালিকতা পর্যবেক্ষণ করে থাকে, তাই শ্রোতা বক্তার সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।" এটি অবশ্য কৌশলগত নিরস্ত্রীকরণের মতো বিষয়। কিন্তু এর মধ্যে ব্যক্তিগত ঝুঁকিও লক্ষণীয়। দুর্দশাগ্রস্ত ও যৌক্তিক বক্তব্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে উলফ একটি নিখুঁত সূচনা ঘটান। এভাবেই তিনি বিষয়বস্তুতে পদার্পণ করেন। এখানে তার বক্তব্য Ipsissima Verba-নির্ভর পক্ষপাতিত্বমূলক গোঁড়া নয়। বরং ভুলে যাওয়া দুর্বল লিঙ্গের উপস্থাপনকারী বুদ্ধিজীবী হিসেবে এখানে তাকে বিবেচনা করা হয়। কাজের ক্ষেত্রে এই ভাষাটি বেশ মানানসই। এইভাবে Room of one's own গ্রন্থের প্রভাব তাকে ভাষা ও ক্ষমতা থেকে পৃথক করে, উলফ যাকে পুরুষতন্ত্র বলেছেন। এখানে স্থানের প্রতি নতুন সংবেদনশীলতা তৈরি হয়। ভাষা এবং ক্ষমতা দুটোর ক্ষেত্রেই অধঃস্তন এবং সাধারণত নারীদের সম্পর্কে চিন্তা করা হয় না। এখানে জেন অস্টিন তার রহস্যময় পৃষ্ঠাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন কিংবা চার্লোটে ব্রোঁতেকে চাপা ক্রোধে আক্রমণ করার বিষয়টি নারী পুরুষের সম্পর্ক প্রকাশের ক্ষেত্রে আলোচনা হিসেবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃত্বময় এবং নারী গৌণ মূল্যবোধের অধিকারী।

উলফ প্রশ্ন তুলে বলেন, কোনো নারী লেখা শুরুর আগেই যদি পুরুষের মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়ে যায়, তবে কিভাবে সেটি সম্ভব হবে। যখন বুদ্ধিজীবী পৃথকভাবে বলতে কিংবা লিখতে শুরু করেন, তখন যে সম্পর্ক তৈরি হয়, উলফ তা বর্ণনা করেন। সবসময়ই শক্তি ও আধিপত্যের ধ্যান-ধারণার ইতিহাস এই কাঠামোর মধ্যে লেখা হয়ে থাকে। এটি বুদ্ধিজীবীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদর্শ, মূল্যবোধ এগুলো তাদের ভেতরের দিক। উলফ যেসব নারী লেখকের কথা বলেছেন, তাদেরকে কখনোই নিজের জায়গা দেওয়া হয়নি। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বলেন, "যে ব্যক্তিই আজকের দিনে বিজয়ী হয়েছে, সেই একধরনের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। সেখানে যারা ন্যুব্জ হয়ে পড়ে থাকে, বর্তমান শাসকরা তাদেরকেই পদদলিত করে।" ইতিহাসের এই অনিবার্য নাটকীয় ঘটনার মিল লক্ষ্য করা যায় গ্রামসির আলোচনায়। তার কাছে সামাজিক বাস্তবতা নিজেই শাসক এবং শোষিত (তারা যাদেরকে শাসন করে), এ দুয়ের মধ্যে বিভক্ত। আমার মনে হয় বুদ্ধিজীবীরা পছন্দের ক্ষেত্রে বেশ বড় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিজয়ীদের সাথে জোট করতে হবে কিনা কিংবা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার জরুরী প্রেক্ষাপটে স্থিতিশীলতা আসবে কিনা এবং অধঃস্তনদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং ভুলে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ করার মধ্যে সমস্যাগুলো সবসময় মনে রাখতে হবে। বেঞ্জামিন বলেন, "অতীতকে ঐতিহাসিকভাবে সাজানোর অর্থ—এটি যেমন আছে তেমনভাবে রেখে দেওয়া বোঝায় না। এর অর্থ বিপদের সময়ে এটি যেমন জ্বলে উঠেছিল সেই স্মৃতিকে ধরে রাখা।[৩] সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্‌স আধুনিক বুদ্ধিজীবীর যে বিধিসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হচ্ছে :

"প্রত্যেক সমাজেই এমন কিছু ব্যক্তি থাকেন, যাদের পবিত্রতার প্রতি অস্বাভাবিক রকমের স্পর্শকাতরতা থাকে। বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্পর্কে অসাধারণ চিন্তাশীলতা এবং সমাজের আইন কানুনের প্রতিও তারা বিশেষভাবে অনুরক্ত থাকেন। প্রত্যেক সমাজেই সংখ্যালঘু কিছু ব্যক্তি থাকেন, যারা তাদের সহপাঠীদের চেয়ে বেশি অনুসন্ধিৎসু এবং দৈনন্দিন রূঢ় বাস্তবতার চেয়ে অধিকতর সাধারণ প্রতীকের সঙ্গ লাভ করবার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই সব সংখ্যালঘুদের মধ্যে মৌখিক ও লিখিত রচনা, কাব্যিক কিংবা কঠিন ভাষায় ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণ কিংবা লেখনীর রীতিনীতি বিষয়ক কর্মকাণ্ড ও ভক্তির ক্ষেত্রে তার আকাঙ্ক্ষাকে বাহ্যিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। তাৎক্ষণিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, পর্দার অন্তরালে এই আভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সমাজে বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্বে প্রোথিত থাকে।"[৪]

এটা অংশত বেন্দা'র কথার পুনরাবৃত্তি—অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীরা এক ধরনের সংখ্যালঘু কেরানী। কার্যত এটি সাধারণ সমাজতাত্ত্বিক বর্ণনা। শিল্‌স পরবর্তীতে আরও বলেন, বুদ্ধিজীবীরা দুটো চরম ক্ষেত্রে অবস্থান করে। এক ক্ষেত্রে তারা লোকাচার-বিরোধী, অন্য ক্ষেত্রে মুখ্যত অমায়িকভাবে জনজীবনের কাঠামো ও চলমানতার গতি যোগাতে সাহায্য করে থাকে। আমার মতে এই দুটো সম্ভাবনার প্রথমটি সত্যিকার অর্থে আধুনিক বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা (প্রচলিত লোকাচার-বিরোধী বিষয়)। কেননা প্রধান প্রধান লোকাচারগুলো জাতির সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই জাতি সব সময় বিজয়ী এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। উলফ ও ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বুদ্ধিজীবীর তদন্ত ও পুনঃপরীক্ষণের কথা বলেছেন, যদিও এসবের চেয়ে লোকাচারগুলো অধিকতর আনুগত্য ও সতর্কতা প্রত্যাশা করে।

অধিকন্তু শিল্‌স যে ধরনের প্রতীকের কথা বলেছেন তা হল বুদ্ধিজীবীরা আজকাল অনেক সংস্কৃতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ না করে প্রধানত প্রশ্ন করে থাকেন। এর ফলে দেশপ্রেমিক ঐক্যমত ও মৌনসম্মতির বদলে সংশয়বাদ ও প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিরক্‌পেট্রিক সেলের মতো একজন আমেরিকান বুদ্ধিজীবীর কাছে আবিষ্কার ও সীমাহীন সুযোগ সুবিধার পুরো বর্ণনাতে, যা নতুন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমেরিকান ব্যক্তিমর্যাদার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং ১৯৯২ সালে উদযাপিত হয়ে অগ্রহণযোগ্যভাবে তাতে ফাটল ধরেছে। কারণ যে লুণ্ঠন ও গণহত্যা কাজকর্মের প্রথম পর্যায় থেকে ধ্বংস ডেকে আনে, তার মূল্য এতো বেশি যে—পরিশোধ করা যায় না।[৫] যে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ একসময় পবিত্র বলে বিবেচিত হয়েছিল, তা এখন ভণ্ডামি এবং বর্ণগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। আর আমেরিকান অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোকে নিয়মকানুন সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক, জাতীয় প্রতীক, পবিত্র ঐতিহ্য এবং অসহনশীল ধ্যানধারণাগুলোর প্রতি অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিক মনোভাব পোষণ করতে দেখা যায়। পৌরাণিক অবিচ্ছিন্নতা ও গভীর নিরাপদ মৌল প্রতীক বিশিষ্ট ইসলামিক কিংবা চাইনিজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আলী শরীয়তি, এদোনিস, কামাল আবু দীব এবং মে মাসের ৪ তারিখের আন্দোলনের সংগঠকদের মতো বুদ্ধিজীবীদেরও শান্ত স্মারক অবস্থাকে নাড়া দেয়। একই সাথে তা ঐতিহ্যগত উদাসীনতার পবিত্রতা রক্ষা করে।[৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে হয়, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশগুলোর ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে সত্য। সেখানে অতি সম্প্রতি জাতীয় আত্মপরিচিতির বিশেষ ধ্যানধারণাটি শুধু বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে নয়, জরুরী জনসংখ্যার বাস্তবতার দ্বারাও তার অযথাযথতার কারণে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। এখন ইউরোপে অনেক অভিবাসী সম্প্রদায়ের লোক পাওয়া যায়। যারা সাবেক ঔপনিবেশিক এলাকাগুলো থেকে এসেছে। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানির মতো দেশের ধারণাগুলো (যা ১৮০০ ও ১৯৫০ সালের মধ্যে নির্মিত) সহজেই তাদেরকে বাইরে ফেলে দেয়। উপরন্তু এসব দেশগুলোতে নতুনভাবে সংগঠিত নারীমুক্তি ও সমকামী আন্দোলনগুলো এযাবৎকালের পুরুষতান্ত্রিক ও পুরুষোচিত আচরণের সাথে প্রতিযোগিতা করে। যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি আসা বহুসংখ্যক অভিবাসী ও স্থানীয় জনগণ (তারা হারিয়ে যাওয়া রেড ইন্ডিয়ান), যাদেরকে জমি থেকে দখলচ্যুত করা হয় এবং যাদের পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে কিংবা প্রগতিশীল প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে নতুনরূপ পেয়েছে। ঐসব অভিবাসী নারী আফ্রিকান-আমেরিকান এবং লৈঙ্গিকভাবে সংখ্যালঘু নারীদের জীবনচিত্র এসব ঐতিহাসিক দুর্দশার সত্যতা প্রমাণ করেছে। যাতে তারা ঐতিহ্যের মোকাবিলা করতে পারে। এই ঐতিহ্য দুইশ বছর ধরে নিউ ইংল্যান্ড, শুদ্ধবাদী ও দক্ষিণাঞ্চলীয় দাস ও জমির মালিকদের কাছ থেকে চলে আসছে। এসবকিছুর জবাবে ঐতিহ্য, দেশপ্রেম এবং মৌল কিংবা পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি আবেদনের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যান কুইলির মতে এসব কিছুই অতীতের সাথে জড়িত এবং এগুলো আর পুনরুদ্ধারযোগ্য নয়। দেশগুলোর জীবন্ত থাকাকে অস্বীকার কিংবা অবমূল্যায়ন ছাড়া এসব কাজ আর সম্ভব নয়। জাইমে সিসারের ভাষায়, যারা এসব করে তারা বিজয়ের মিলনস্থলে একটা স্থান করে নিতে চায়।[৭]

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই রাষ্ট্রের বর্তমান সামাজিক মর্যাদার শক্তি এবং আভ্যন্তরীণ সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের মধ্যে শোরগোলপূর্ণ বিরোধ বর্তমান। কিন্তু এর মাধ্যমে বিজয়ীদের সামনে এগিয়ে যেতে বাধা দিতে বুদ্ধিজীবীরা যথাযথ সুযোগ পেয়ে যায়। আরব মুসলিম বিশ্বে এর থেকেও অধিকতর জটিল পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মিশর ও তিউনিশিয়ার মতো দেশগুলো (যেখানে এতদিন স্বাধীনতার পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দল শাসন করেছে, যেগুলো আবার উপদলে বিভক্ত) হঠাৎ করেই ইসলামী গোষ্ঠী ভাড়া করে ফেলে। তাদের ইস্তেহার শোষিত নাগরিক, দরিদ্র, গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকদের (যাদের পুনর্গঠিত ইসলামী অতীত ছাড়া কোনো আশা নেই) কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। অনেক লোকই এই ধ্যানধারণাগুলো বাস্তবায়নের জন্য জীবন বাজি রাখে এবং মৃত্যুবরণেও আপত্তি করে না।

কিন্তু ইসলাম সর্বোপরি সংখ্যাগুরু জনগণের ধর্ম। তাই সহজ অর্থে বলা যায়, ইসলাম হচ্ছে এমন একটি পন্থা, যা অধিকাংশ মতদ্বৈততা ও পার্থক্যের অবসান ঘটায়। ইসলামে কোনো ভিন্ন ব্যাখ্যা অনুমোদন করা হয় না। আমি মনে করি সেটা বুদ্ধিজীবীর কাজও নয়। সর্বোপরি ইসলাম একটা ধর্ম ও সংস্কৃতি। দুটো বিষয়ই যৌগিক এবং একশিলা (Monolithic) থেকে অনেক দূরে। তবুও এটি অধিকাংশ জনগণের বিশ্বাস ও আত্মপরিচিতি। তাই ইসলামের প্রশংসার জন্য বুদ্ধিজীবীর দলবেঁধে যাওয়ার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন নেই। বরং তার পরিবর্তে প্রথমত তাদের উচিত—ইসলামের জটিলতা ও ভিন্নমতের প্রকৃতি ও শাসকদের ইসলামের উপর জোর দিয়ে একটি ব্যাখ্যা তৈরি করা। কবি ও বুদ্ধিজীবী এদোনিসকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এমনই বলেন। দ্বিতীয়তঃ ইসলামি কর্তৃপক্ষকে অ-ইসলামি সংখ্যালঘুদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, নারীদের অধিকার আদায়, কিংবা আধুনিকতা সম্পর্কে মানবিক মনোযোগ ও সৎ পুনর্মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। সেখানে কোনো প্রকার গোঁড়ামি কিংবা মিথ্যা জনপ্রিয় শ্লোগানের কোনো সুযোগ থাকবে না। ইসলামে বুদ্ধিজীবীর প্রতি এই উল্লেখ হচ্ছে 'ইজতিহাদ' অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার পুনর্জাগরণ এবং রাজনৈতিকভাবে উৎসাহী 'উলেমা' কিংবা জাদুকরী বাগ্মিতা নয়।

বুদ্ধিজীবী সবসময় নির্মম আনুগত্যের সমস্যায় জর্জরিত থাকে। ব্যতিক্রমহীনভাবে আমরা সবাই জাতীয়, ধর্মীয় কিংবা নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তিই জৈবিক বন্ধনের উর্ধ্বে নয়। এই বন্ধন ব্যক্তিকে পরিবার, সম্প্রদায় ও জাতীয়তার সাথে বেঁধে রাখে। কোনো সমস্যাজর্জরিত গোষ্ঠী, ধরা যাক আজকের বসনিয়া কিংবা ফিলিস্তিন, তারা সবসময় রাজনৈতিক হুমকির শিকার। প্রকৃত বাহ্যিক পরিস্থিতিতে তাদেরকে আত্মরক্ষায় বাধ্য করা হয়। তাদেরকে সবকিছুই নিজের ক্ষমতার মধ্যে করতে হয় কিংবা জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। অন্যথা এটি একইসাথে রক্ষণাত্মক জাতীয়তাবাদ। তবুও যখন ফ্রান্টজ ফেনন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে (১৯৫৪-৬২ সালে) আলজেরিয়ার স্বাধীনতার কথা বর্ণনা করেন, তখন দল ও নেতৃত্বের মধ্যে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সমর্থন নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা যথেষ্ট হয় না। উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্যের প্রশ্নটি সব সময় থেকেই যায়। এমনকি যুদ্ধের চরম পর্যায়েও। পছন্দের ব্যাপারটিকে পরিবর্তন করতে হয়। আমরা কি শুধু ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যুদ্ধ করেছি? কিংবা শ্বেতাঙ্গ আক্রমণকারীরা চলে যাবার পর কী করব, আমরা কি তাই ভাবছি?

ফেননের মতে, স্থানীয় বুদ্ধিজীবীর লক্ষ্য স্থানীয় আদিবাসীর মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ আক্রমণকারীদের সরানো নয় বরং নতুন নতুন আত্মার অনুসন্ধান। যদিও তার এই মত আইমে সিসারে থেকে ধার করা। অন্যভাবে বলতে গেলে জাতীয় চরম জরুরী অবস্থার সময়ে একটি সম্প্রদায়ের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে বুদ্ধিজীবী যা করে, তার অপরিমাপযোগ্য মূল্য থাকলেও গোষ্ঠীর টিকে থাকার সংগ্রামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, সমালোচনা অর্থে বিবেচনা করতে বুদ্ধিজীবীকে তুলে ধরতে পারে না কিংবা অবশ্য পালনীয় উপাদানগুলো হ্রাস করতে পারে না। এ যুদ্ধের সাথে অপ্রাসঙ্গিক বলে সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে বাঁচিয়ে রাখা ও নেতৃত্বের সমালোচনা হিসেবে প্রায়ই প্রান্তিক করে বাইরে রেখে দেওয়া হয়। এভাবে এমন বিকল্পগুলো উপস্থাপনের বাইরে চলে যায়। শোষিতদের মধ্যেও বিজয়ী ও বিজিত থাকে। এইক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীর আনুগত্য শুধুমাত্র সম্মিলিত অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভারতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কিউবার জোসে মটির মতো বড় বড় বুদ্ধিজীবীরা এইক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হন। জাতীয়তাবাদের কারণে তারা সমালোচনাকে হ্রাস করতে পারেন না, এমনকি যদিও তারা নিজেরাই জাতীয়তাবাদী থেকে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কোনো দেশের চেয়ে আধুনিক জাপানের যৌথ আদেশজ্ঞাপক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিন্যাসের সমস্যার মধ্যে অনন্যোক্রিয়া খুব বেদনাদায়কভাবে সমস্যাসঙ্কুল ও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। ১৮৬৮ মেইজির পুনরুত্থান যা সাম্রাজ্যকে ফিরিয়ে এনেছিল—তা সামন্তবাদের অবলুপ্তির মাধ্যমে অনুসরণ করা হল। নতুন বাস্তবিক আদর্শ বিনির্মাণের প্রাক্কালে এটি শুরু হল। এটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফ্যাসিবাদী সময়ের দিকে ঠেলে দেয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৪৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী জনগণের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। ঐতিহাসিক ক্যারল গ্লুক (Carol Gluck) বলেন, সম্রাটের আদর্শ (Tennosei Ideorogii) মেইজির সময়কালে বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি করে। যখন এটি প্রধানত জাতীয় রক্ষণাত্মক ভাবনাচিন্তা দ্বারা চালিত হয়, তখন ১৯১৫ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদে রূপ নেয়। এটি চরম সমরবাদ, সম্রাটের শ্রদ্ধা এবং এক ধরনের স্থানীয় চিন্তাভাবনা তৈরি করতে সক্ষম ছিল। এটি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধঃস্তন করে রাখত।[৮] এটি অন্যান্য বর্ণসম্প্রদায়ের এতটা মানহানি করল যে, ১৯৩০ সালের চীনাদের ইচ্ছাকৃত হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন করা হল। উদাহরণহিসেবে বলা যায়, Shido Minzeku এর নামে বলা হল, জাপানিরা শীর্ষস্থানীয় জাতি বা বর্ণ এবং তারাই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবীদের আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাজনক অধ্যায়গুলোর মধ্যে একটি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়। জন ডাওয়ার বলেন, "জাপানি ও মার্কিন বুদ্ধিজীবীরা রক্ষণাত্মক ও অপভ্রষ্ট আকারে জাতি ও বর্ণের নামে মারাত্মক যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।"[৯] মাসাউ মিয়োসির মতে, যুদ্ধের পর অধিকাংশ জাপানি বুদ্ধিজীবী এই মর্মে আশ্বস্ত হল তাদের নতুন অভিযানের সারমর্ম কর্পোরেট আদর্শের বিষয় নয় বরং উদার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী shutaisei বলতে পাশ্চাত্যের সাথে তুলনা করা বোঝায়। কিন্তু মিয়োসি বলেন, চূড়ান্ত ভোগবাদীর শূন্যতায় ক্রয়ের কাজটি ব্যক্তির মধ্যে নিশ্চয়তা ও পুনঃআত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়।" মিয়োসি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন, মনোগত বিষয়ের প্রতি যুদ্ধপরবর্তী বুদ্ধিবৃত্তিক মনোযোগ প্রদান, যুদ্ধের দায়দায়িত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। মারিওমা মাসাও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে কথা বলেছেন।[১০]

অন্ধকার যুগে একই জাতীয়তার মানুষেরা তাদের সম্মিলিত কষ্ট তুলে ধরতে এবং সে সম্পর্কে কথা বলতে বুদ্ধিজীবীদের স্মরণাপন্ন হত। অস্কার ওয়াইল্ড তার নিজের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা তাদের সময়ের সাথে প্রতীকী সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। জনসচেতনতার ক্ষেত্রে তারা অর্জন, খ্যাতি ও দক্ষতা তুলে ধরে। এটি চলমান কোনো সংগ্রাম বা যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের পক্ষেও গতিশীলভাবে কাজ করে। বিপরীতভাবে, ডাকসাইটে বুদ্ধিজীবীদেরকে প্রায়ই তাদের সম্প্রদায়ের নিন্দার বোঝা বহন করতে হয়, যখন চক্রান্তকারী গোষ্ঠী বুদ্ধিজীবীদের অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে (এটা ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় এবং পাশ্চাত্য মেট্রোপলিটন কেন্দ্রগুলোতে আয়ারল্যান্ডে দেখা যায় এবং যখন সাম্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে জোর আন্দোলন ছিল তখন) কিংবা যখন অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো আক্রমণের জন্য তৈরি থাকে। নিশ্চিতভাবেই, ওয়ার্ল্ড সব উচ্চমার্গের চিন্তাবিদদের অপরাধে কষ্ট পেয়েছেন—কারণ তারা সবাই যুধ্যবিত্ত সমাজকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সময়ে এলি উইজেলের মতো একজন মানুষ ৬০ লক্ষ ইহুদি মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, যারা নাৎসি ধ্বংসযজ্ঞের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছেন।

আপনার নিজের জনগণের ভোগান্তিকে তুলে ধরতে, পরিশ্রমী প্রচেষ্টাকে প্রমাণ করতে, এর স্থায়ী উপস্থিতিকে পুনঃনিশ্চিত করা, স্মৃতিকে ধারালো করতে আরও অন্যসব বিষয় এসবের সাথে যোগ করতে হবে। মোটের উপর মানজোলি, পিকাসো কিংবা নেরুদার মতো অনেক ঔপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী ও কবি তাদের নান্দনিক কর্মকাণ্ডে নিজ নিজ জনগণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে রূপায়িত করেছেন। এগুলো পর্যায়ক্রমে বিখ্যাত শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমি মনে করি, বুদ্ধিজীবীর কাজ হবে সমস্যাকে সর্বজনীন করা। একটি বিশেষ বর্ণ কিংবা জাতি, যারা কষ্ট পায় তাদের বৃত্তের মানবিক সুযোগের ক্ষেত্র প্রদান করা এবং অন্যান্যদের কষ্টের সাথে ঐ অভিজ্ঞতাকে সংযুক্ত করা।

এটা গবেষণা করা যথার্থ হবে না যে, কোনো জাতি কারো মালিকানাধীন, শোষিত কিংবা নিষ্পেষিত। এখানে তাদের অধিকার ও রাজনৈতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। আলজেরিয় যুদ্ধে ফেনন যা করেছিলেন, একই সময়ে তা না করে অন্যান্য জনগণের একই ধরনের কষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্ত ভয়ংকর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এটা আদৌ কোনো ঐতিহাসিক বিশেষত্বকে নিন্দে করে না। বরং এটি একটি স্থানে শোষণ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে, অন্য সময়ে কিংবা স্থানে ভুলে যেতে হবে কিংবা অমান্য করতে হবে।

যে আপনি দুঃখ-কষ্টকে তুলে ধরেন সেই আপনার জনগণ যে জীবন নির্বাহ করে, তা হয়তো আপনিও তার মধ্য দিয়ে যাপন করতে পারতেন। তবুও আপনার জনগণ যে অপরাধ করবে না তার প্রচারণা থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন না।

উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকান বোয়ারসরা নিজেদেরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকার হিসেবে দেখেছে। এর মানে তারা ব্রিটিশদের আধিপত্য সত্ত্বেও সম্প্রদায় হিসেবে টিকে ছিল। এক্ষেত্রে ডেনিয়েল ফ্রাংকোইস মালান মনে করেন, জাতীয় দলের মতবাদগুলোর মধ্য দিয়ে বৈষম্যের শিকার হয়ে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় আশ্বস্ত হতে হতে তারা নিজেদেরকে অধিকারসম্পন্ন মনে করে। এগুলোও আবার বর্ণবৈষম্যে পরিণত হয়েছিল। এটা যথার্থতা ও ন্যায়নিষ্ঠ পদ্ধতির মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের স্থাপনের জন্য সবসময় সহজ ও জনপ্রিয় কৌশল। এ দুটো বিষয় তাদের নৃতাত্ত্বিক কিংবা জাতীয় সম্প্রদায়ের নামে করা খারাপ কাজের প্রতি অন্ধ করে রাখে। জরুরী ও সংকটের সময়ে এটি বিশেষভাবে সত্য। ফকল্যান্ড কিংবা ভিয়েতনামের যুদ্ধে পতাকা পুনরুদ্ধার বলতে বোঝায়, যুদ্ধে ন্যায়বিচারের উপর তর্ক-বিতর্ক রাজনৈতিক প্রতারণার সামিল। কিন্তু যদিও কোনো কিছুই আপনাদেরকে অধিকতর অর্জনপ্রিয় করে তুলতে পারে না, তবুও বুদ্ধিজীবী ঐ ধরনের আসঙ্গলিপ্সুতার বিরুদ্ধে অবশ্যই কথা বলবেন। কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত অর্জন অভিশপ্ত হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র :

১. George Orwell, *A Collection of Essays* (New York: Doubleday Anchor, 1954), p. 177.

২. I have discussed this practice in *Orientalism* (New York: Pantheon 1978), *Covering Islam* (New York: Pantheon, 1981), and more recently in the *New York Times Sunday Magazine* November 21, 1993 article, "The phoney Islamic Threat."

৩. Walter Benjamin, *Illuminations*, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn (New York: Schocken Books, 1969), pp. 256, 255.

৪. Edward Shils, "The Intellectuals and the Powers: Some Perspectives for Comparative Analysis," *Comparative Studies in Society and History*, Vol.1 (1958-59), 5-22.

৫. This is persuasively set out in Kirkpatrick Sale, *The Conquest of Paradise: Christopher Columbus and the Columbian Legacy* (New York: Knopf, 1992).

৬. ভার্সেলিজ সম্মেলনের মাধ্যমে শানচুনে জাপানিদের উপস্থিতির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হিসেবে একই বছরে অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ৪ মে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে প্রায় ৩০০০ ছাত্র জমায়েতের মাধ্যমে এক বড় ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। চীনে অনুষ্ঠিত এই প্রথম ছাত্র প্রতিবাদের জের ধরে বিংশ শতকে দেশজুড়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন সংগঠিত করে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়। শানচুং ইস্যুতে ছাত্রদের উপর গণহারে সরকারি নির্যাতনের কারণে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় মাঠে নেমে পড়ে। এই ছাত্র আন্দোলন দমন করতে সরকারের সবগুলো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ এই আন্দোলনে জাপানি প্রতিযোগিতার নির্মম শিকার চীনের নব্য উদ্যোক্তা শ্রেণীর সমর্থন ছিল। আরো জানতে দেখুন : John Israel, *Student Nationalism in China, 1927-1937* (Stanford: Standford University Press, 1966).

৭. Aime Cesaire, *The Collected Poetry*, trans. Clayton Eshelman and Annette Smith (Berkeley: University of California Press, 1983), p. 72.

৮. See Carol Gluck, *Japan's Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period* (Princeton: Princeton University Press, 1985).

৯. John Dower, *War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War* (New York: Pantheon, 1986).

১০. Masoa Mfyoshi, *Off Center: Power and Culture Relations Between Japan and The United States* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1991), pp. 125, 108. মারুইয়ামা ম্যাসাও একজন যুদ্ধপরবর্তী জাপানি লেখক এবং জাপানের সাম্রাজ্য ইতিহাস এবং সম্রাট পদ্ধতির একজন শীর্ষস্থানীয় সমালোচক। মিয়োসি এভাবেই তাকে পাশ্চাত্যের নন্দনতত্ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণার একজন সমর্থক হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - তিন

বুদ্ধিজীবীর নির্বাসন : প্রবাসী ও প্রান্তিক

নির্বাসন হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর অন্যতম একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। প্রাক-আধুনিক যুগে ভয়ঙ্কর সাজা হিসেবে নির্বাসনে পাঠানো হত। নির্বাসন বলতে শুধু পরিবার এবং পরিচিত পরিবেশ থেকে অনেক বছর লক্ষ্যহীনভাবে আলাদা থাকা বোঝায় না, বরং একধরনের চিরস্থায়ী বিচ্ছিন্ন হওয়া বোঝায়, যেখানে বাড়িতে থাকার অনুভূতি উপলব্ধি করা যায় না। নির্বাসিত ব্যক্তি জীবনে কখনোই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। অতীতের কোনো কাজের সান্ত্বনা সে পায় না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তার অভিমত হয় খুব তিক্ত। একজন নির্বাসিত ব্যক্তি ও কুষ্ঠরোগীর মধ্যে সবসময় একটা মিল লক্ষ্য করা যায়। তারা উভয়ই সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে অস্পৃশ্য। বিংশ শতকে নির্বাসন প্রক্রিয়া শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা বিস্তৃত হয়ে সকল সম্প্রদায়ের সমগ্র জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে ল্যাটিন কবি ওভিডের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি রোম থেকে নির্বাসিত হয়ে কৃষ্ণসাগরের এক অজানা শহরে বিতাড়িত হন। মূলত এই নির্বাসন হচ্ছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও রোগের মতো কিছু নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের ফলাফল।

নির্বাসনের কাতারে রয়েছে আর্মেনিয়রা। ঈশ্বর প্রদত্ত জনগণ হলেও তারা গৃহহীন। তারা অধিক সংখ্যায় পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বসবাস করে, বিশেষ করে আনাতোলিয়ায়। কিন্তু তাদের উপর তুর্কিরা গণহত্যার জন্য আক্রমণ চালালে তারা নিকটবর্তী বৈরুত, আলেপ্পো, জেরুজালেম ও কায়রোতে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিপ্লবী গণজাগরণের সময় তারা গৃহহীন হয়ে পড়ে। আমি দীর্ঘদিন ধরে ঐসব প্রবাসী কিংবা নির্বাসিত সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টি রেখেছি। ফিলিস্তিন ও মিশরে থাকাকালে তারা আমার যৌবনের মানস গঠন করেছিল। অনেক আর্মেনিয়, ইহুদি, ইটালিয় ও গ্রিক—যারা একসময় লেভান্টে বসবাস করত। তারা সেখানকার উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল হোতা হয়ে ওঠে। এই সম্প্রদায়গুলোর মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছেন এডমন্ড জেবস, গিউসেপ্পি আনগেরিত্তি (Giuseppe Ungaretti) ও কনস্ট্যান্টাইন ক্যাড়াফি (Coustantine Carafy)-র মতো বিখ্যাত লেখক। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা ও ১৯৫৬ সালের সুয়েজ যুদ্ধের পর মারাত্মকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। সকল বিদেশিকে ইউরোপিয় যুদ্ধপরবর্তী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতীক বিবেচনা করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশর ও ইরাক এবং আরব বিশ্বের অন্যান্য স্থানের নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার দেশত্যাগে বাধ্য করে। অন্যদিকে অনেক প্রাচীন সম্প্রদায়ের জন্য এটি ছিল দুর্ভাগ্যের বিষয়। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ নতুন আবাসনের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়, কিন্তু অনেকেই পুনরায় নির্বাসিত হয়।

একটি জনপ্রিয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, নির্বাসিত হওয়া মানে জন্মস্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত হওয়া, নিঃসঙ্গ হওয়া এবং নিরাশভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই বিচ্ছিন্ন হওয়াটা যদি সত্যিই হত তবে আপনি ফেলে আসা অতীত থেকে সান্ত্বনা পেতেন এইভাবে যে, এটি অচিন্ত্যনীয় এবং পুরোপুরি অপূরণীয়। আসলে ঘটনাটা হল—বাসস্থান থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ হওয়া অধিকাংশ নির্বাসিতদের ক্ষেত্রে সমস্যা নয়। বরং আজকের বিশ্বে আপনি যে নির্বাসনে আছেন এই চিন্তাটিই হচ্ছে সমস্যা। নির্বাসিত এলাকা থেকে আপনার বাড়ি বেশি দূরে নয়। আর সে কারণে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক চলাচল আপনাকে পুরনো স্থানের প্রতি এক ধরনের লোভনীয় এবং অপূর্ণ স্পর্শ অনুভব করায়। তাই তিনি মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকেন। সম্পূর্ণরূপে নতুন স্থানের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। আবার মন থেকে পুরনো জায়গাও ত্যাগ করতে পারেন না। একদিকে এক্ষেত্রে তিনি অর্ধেক যুক্ত থাকেন এবং অর্ধেক আলাদা থাকেন। অন্যদিকে কপট ও গোপনভাবে অস্পৃশ্য থাকেন। বেঁচে থাকার জন্য দক্ষতা অর্জন করা তখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। আরাম আয়েশ অর্জনের ক্ষেত্রে তখন অবিরাম হুমকির সম্মুখীন হতে হয়।

ভি.এস নাইপলের উপন্যাস A Bend in the river এর প্রধান চরিত্র সেলিম আধুনিক নির্বাসিত বুদ্ধিজীবীর এক জ্বলন্ত উদাহরণ। সে ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভুত পূর্ব আফ্রিকার মুসলিম। সে উপকূল এলাকা ত্যাগ করে আফ্রিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে চলে যায়। সেখানে সে মবুতোর মডেল রাষ্ট্র জায়ারে অনিশ্চিতভাবে বসবাস শুরু করে। উপন্যাসিক হিসেবে নাইপলের বিশেষ দক্ষতা তাকে Bend in the river-এ এক ধরনের নোম্যান্স ল্যান্ডে সেলিমের জীবনকে চিত্রায়িত করতে সক্ষম করেছে। এই স্থানে একসময় আগমন ঘটে ইউরোপিয় বুদ্ধিজীবী (যারা ঔপনিবেশিক আমলের আদর্শগত মিশনারিগুলো কর্তৃক বিতাড়িত উত্তরাধিকারী) এবং ভাড়াটে কর্মী, মুনাফাখোর এবং তৃতীয় বিশ্বের ছিন্নমূল ও পরিত্যক্ত মানুষগুলো যাদের চাপে পড়ে সেলিম ঐ স্থানে থাকতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে সে পাহাড় প্রমাণ সন্দেহের মধ্যে তার সম্পত্তি ও মহানুভবতা হারিয়ে ফেলতে থাকে। উপন্যাসের শেষে নাইপলের বিতর্কপ্রবণ আদর্শগত ভিত্তি তৈরি হয় : স্থানীয়রা তাদের নিজ দেশে নিজেরাই নির্বাসিত হয়। শাসকের খেয়াল ছিল খুব অযৌক্তিক ও অসাবধানী। নাইপল তাকে সকল উপনিবেশ-পরবর্তী শাসনামলের প্রতীক হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এলাকাভিত্তিক ব্যাপক পুনর্গঠনের সময়ে অধিকসংখ্যক জনগণের স্থানান্তর ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতবর্ষের মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে পাকিস্তানে চলে যায় কিংবা ফিলিস্তিনিরা অনাগত ইউরোপিয় ও এশিয় ইহুদিদের থাকার ব্যবস্থা করতে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই রূপান্তরগুলো পর্যায়ক্রমে ভিন্ন রাজনৈতিক রূপরেখার জন্ম দেয়। ইসরাইলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক জীবনে শুধু ইহুদির রাজনীতিই নয় বরং নির্বাসিত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতিও চাপা পড়ে যায়। পাকিস্তান ও ইসরাইলের নব্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সাম্প্রতিক অভিবাসী জনগণকে জনসংখ্যা বিনিময়ের অংশ হিসেবে দেখা হলেও রাজনৈতিকভাবে তাদেরকে সাবেক শোষিত সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ তারা নতুন রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে বসবাস করতে সক্ষম। উপদলীয় সমস্যা সমাধান না করার ফলে নতুন রাষ্ট্রের বিভাজন ও খণ্ডিত আদর্শ তাদেরকে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত ও উত্তেজিত করে তুলেছে। আমি এখানে মূলত আলোচনা করব, ইউরোপে ফিলিস্তিনি কিংবা নব্য-মুসলিম অভিবাসী এবং ইংল্যান্ডের পশ্চিমা ভারতীয় ও আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের মতো বহুলাংশে বসতিহীন নির্বাসিতদের নিয়ে। যাদের উপস্থিতি তাদের বসতি এলাকায় নতুন নতুন সমাজের সম্ভাব্য সমরূপতাকে জটিল করে তোলে। স্থানচ্যুত জাতীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করার সাধারণ নীতির অংশ হিসেবে যে বুদ্ধিজীবী নিজেকে মনে করে, সে শুধু সমন্বয়কারীই নয় বরং প্রাণচাঞ্চল্য ও অস্থিতিশীলতার উৎস বটে।

তাই একেবারেই বলা যায় না যে, নির্বাসনের ফলে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হয় না। হেনরি কিসিঞ্জার ও বিগনিউ ব্রেজেজিনস্কির মতো দু'জন ব্যক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক উচ্চতর পদে বসিয়ে বেকায়দায় পড়েছে। কেননা তারা ছিলেন নির্বাসিত বুদ্ধিজীবী। কিসিঞ্জার নাৎসি জার্মানির এবং ব্রেজেজিনস্কি কম্যুনিস্ট পোল্যান্ডের। উপরন্তু কিসিঞ্জার ছিলেন একজন ইহুদি। ফলে ইসরাইলে তার সম্ভাব্য অভিবাসনের আবেদন করার মতো আর সুযোগ রইল না। তবুও কিসিঞ্জার ও ব্রেজেজিনস্কি দুজনই তাদের পোষ্য দেশগুলোতে ন্যূনতম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফলাফল দাঁড়িয়েছে খ্যাতি অর্জন, বস্তুগত পুরস্কার ও জাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তি আর বৈশ্বিক পরিচিতির কথা নাই-বা বললাম। তৃতীয় বিশ্বের নির্বাসিত বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপ ও আমেরিকায় যেভাবে অজানা সম্ভাবনার মধ্যে বসবাস করে, এটা তার চেয়ে অনেক ভালো। আজ কয়েক দশক সরকারি কাজে থেকে দুজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী কর্পোরেশন ও অন্যান্য সরকারের পরামর্শদাতা হয়েছেন। পাশ্চাত্যের নিয়তি নির্ধারণের সংগ্রাম হিসেবে থমাস মানের মতো অনান্য নির্বাসিত কর্তৃক বিবেচিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপিয় নাট্যমঞ্চের কথা যদি স্মরণ করা হয়, তবে যে কারো কাছে ব্রেজেজিনস্কি ও কিসিঞ্জার হয়তো সামাজিকভাবে তার ব্যতিক্রম বিবেচিত হবেন না। এই মঙ্গলদায়ক যুদ্ধে আমেরিকা ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করে। তারা বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের সবাইকে আশ্রয়দান করে। এইসব ব্যক্তিরা নব্য পাশ্চাত্য এম্পিরিয়ামের মেট্রোপলিসের জন্য পাশ্চাত্য ফ্যাসিবাদকে ভুলে যায়। মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়গুলোর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে আমেরিকায় আসে। বিখ্যাত রোমান ভাষা বিজ্ঞানী লিও স্পিটজার ও এরিখ আয়ুরবার্খের মতো তুলনামূলক সাহিত্যের পণ্ডিতগণ তাদের প্রতিভা ও বিশ্ব সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। অন্যদিকে এডওয়ার্ড টেলার ও ওয়েরনার ভন ব্রুনের মতো বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজন ঠাণ্ডাযুদ্ধের তালিকায় নাম লেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নব্য আমেরিকানরা জয়ী হতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এবং এই আকাঙ্ক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে। যুদ্ধের সময় এই বিষয়টি চাপা থাকলেও যুদ্ধ শেষে সাম্প্রতিককালে তা প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদেরকে মহান ধর্মযুদ্ধের অংশ হিসেবে আমেরিকায় সাম্যবাদ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য পরিচিত প্রাক্তন নাৎসিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজি করানো হয়েছে।

রাজনৈতিক সজ্জার কিছুটা ছায়াময় শিল্পের সাথে সরাসরি না করে বরং তার পরিবর্তে মোটামুটি টিকে থেকে একজন বুদ্ধিজীবী কিভাবে নতুন আবাসে কর্তৃত্বময় ক্ষমতা নিয়ে তার অবস্থান নিশ্চিত করে সেটিই আমার পরবর্তী দুটো বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়। এখানে আমি বিপরীত বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করতে চাই। বিষয়টি হল বুদ্ধিজীবী নির্বাসিত থাকার কারণে সমন্বয় সাধনের কাজ সম্পাদন করতে পারে না। প্রধান ধারা থেকে তাকে একরকম আলাদাই থাকতে হয়। এখানে আমি প্রথমে কিছু প্রাথমিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

যখন প্রকৃত অবস্থা বিরাজ করে, তখন নির্বাসনকে আমি অভেদ অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করি। এটি বলতে মূলত আমি বিচ্ছিন্ন হওয়া ও অভিবাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে গৃহীত নির্বাসিত বুদ্ধিজীবী নির্ণয় বুঝিয়েছি। আমি এই প্রেক্ষাপটে আমার বক্তৃতা শুরু করলেও এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারিনি। যেসব বুদ্ধিজীবী সমাজের আজীবন সদস্য তাদেরকে বাইরের ও ভেতরের মানুষ হিসেবে আলাদা করা যায়। একদিকে যারা সুস্পষ্টভাবে সমাজের অধিবাসী, তারা বিচ্ছিন্নতার বোধ ছাড়া সমাজের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে এবং তাদেরকে বাস্তব বক্তা (Yea Sayers) বলে অভিহিত করা যায়। অন্যদিকে অবাস্তব বক্তা (Nay Sayers) রা সমাজের সাথে বেমানান। তারা বাইরের লোক এবং নির্বাসিত ব্যক্তি। তাদের সাথে বিশেষ সুবিধা এবং ক্ষমতা সমানভাবে জড়িত। বাইরের লোক হিসেবে বুদ্ধিজীবীরা কাজের যে আঙ্গিক নির্ধারণ করে দেয়, তা নির্বাসিত অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়। তাকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত হওয়ার অবস্থা তৈরি করে না। সবসময় সেখানে হুজুগে লেখার বাইরের অনুভূতি কাজ করে। আবাসন ও জাতীয় কল্যাণের সরকারি নিয়মকানুনকে অবজ্ঞা করা কিংবা অপছন্দ করার দিকে তার ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই দার্শনিক অর্থে বুদ্ধিজীবীর নির্বাসন মানে বিশ্রামহীনতা, চলমানতা, অবিরামভাবে অস্থির হওয়া ও অন্যদেরকে অস্থির করে তোলার অভিপ্রায়। আপনি আর আগের মতো পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে পারবেন না। কোনোভাবেই আপনি আর আড্ডার বাড়িতে কিংবা পুরনো পরিবেশে ফিরে আসতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত, আমার এই পর্যবেক্ষণটি লক্ষ্য করে আমি নিজেও কিছুটা অবাক হয়েছি। নির্বাসিত ব্যক্তি হিসেবে বুদ্ধিজীবী সুখহীনতার ধারণা নিয়েই সুখী হতে চায়, যাতে বদহজমজনিত অসন্তুষ্টি শুধু চিন্তার ধরন হলেও হয়তো বাকসর্বস্ব Thersite's হিসেবে বুদ্ধিজীবীকে দেখা যায়। আমার মনে এ সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক রূপরেখা অংকিত হয়ে আছে তিনি হলেন অষ্টাদশ শতকের ক্ষমতাধর ব্যক্তি জনাথন সুইফট। ১৭১৪ সালে টরিস ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পরও ইংল্যান্ডের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রে হ্রাস পায়নি। তিনি তার বাকী জীবন নির্বাসিত অবস্থায় আয়ারল্যান্ডে অতিবাহিত করেন। তিক্ত ও রাগান্বিত এক কিংবদন্তী পুরুষ ছিলেন তিনি। যিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন Saeve Indignatio, সুইফট আয়ারল্যান্ড গিয়ে খুব ক্ষেপেছিলেন। তার Gulliver's Travels এবং The Drapier's letters-এ বিকশিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়, লাভের কোনো কথা সেখানে নাই। নাইপল ছিলেন আধুনিক নির্বাসিত বুদ্ধিজীবীর চরম দৃষ্টান্ত। তিনি তার প্রথম জীবনে প্রবন্ধকার ও ভ্রমণ কাহিনীর লেখক ছিলেন। মাঝে তিনি ইংল্যান্ডে বসবাস করেন, তবুও সবসময় ভ্রমণই করেছেন। তার ক্যারিবিয় ও ভারতীয় শিকড়ে বার বার যাতায়াত করেন। তিনি উপনিবেশ ও উপনিবেশ-পরবর্তী ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়ান। স্বাধীন রাষ্ট্রের মোহ, নিষ্ঠুরতা এবং নতুন সত্যিকারের বিশ্বাসীদের বিচার করেন।

নাইপলের চেয়ে আরো বেশি নির্বাসিত ব্যক্তি ছিলেন থিওডর উইজেনগ্রান্ড আদোর্নো। তিনি ছিলেন উগ্রপ্রকৃতির কিন্তু একই সাথে মনোমুগ্ধকর। আমার মনে হয়, তিনি ছিলেন বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানজগতের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ ও পাশ্চাত্য গণভোগবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে তার পুরো জীবন অতিবাহিত হয়েছে। নাইপল তার শিকড় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ঘুরে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু আদোর্নো পুরোপুরিভাবে ইউরোপিয় এবং উচ্চ সংস্কৃতিবোধসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু নাইপলের ক্ষেত্রে সেটি ঘটেনি। আদোর্নোর উচ্চ সংস্কৃতির মধ্যে ছিল দর্শন, সঙ্গীত (তিনি ছিলেন একাধারে বার্গ ও জোবার্গের ছাত্র ও শ্রোতা) সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষক। আংশিকভাবে ইহুদি বংশোদ্ভুত হওয়ায় নাৎসিরা ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি তার নিজের দেশ জার্মানি ত্যাগ করেন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রথমে তিনি অক্সফোর্ডে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেখানে তিনি হাসের্লের উপর একটা কঠিন বই লেখেন। মনে হয় সেখানে তার দিনগুলো কষ্টেই কেটেছে। সে সময়কার ভাষা ছিল সাধারণ এবং তার চারপাশে ছিল দৃষ্টবাদী দার্শনিকরা। তিনি অবশ্য হেগেলিয়, স্পেংলেরিয়ান ও অধিবিদ্যার দ্বান্দিকতায় মেতেছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি জার্মানিতে ফিরে আসেন। ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হিসাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবলমাত্র নিরাপত্তার খাতিরে তিনি আমেরিকায় চলে যান। সেখানে তিনি ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রথমে নিউইয়র্কে থাকেন এবং তারপরে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যান।

যদিও আদোর্নো ১৯৪৯ সালে ফ্রাংকফুর্টে তার পুরনো অধ্যাপনায় নতুনভাবে নিয়োজিত হন তবুও আমেরিকায় তার অবস্থানকালীন দিনগুলো চিরদিনের জন্য তাকে নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করে। জনপ্রিয় সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত সঙ্গীত ও অন্যান্য সব কিছুকে তিনি ঘৃণা করেন। প্রাকৃতিক সুদৃশ্যের প্রতি তার কোনো ভালোবাসা ছিল না। মনে হয়, তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। যেহেতু তিনি মার্কস হেগেলিয় দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে বড় হন—তাই মার্কিন চলচ্চিত্র, শিল্প, দৈনন্দিন জীবনযাপন, ঘটনানির্ভর শিক্ষণ, কাল্পনিকতা এবং এর বিশ্বব্যাপী প্রভাব সবকিছু নিয়ে তিনি বদমেজাজী হিসেবে গড়ে ওঠেন। স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা আসার আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদোর্নো নির্বাসিত দার্শনিকদের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত হন। ইউরোপে বুর্জোয়া আদর্শ হিসেবে যা স্বীকৃত তিনি তার ঘোর সমালোচক ছিলেন। উদাহরণহিসেবে বলা যায়, জোবার্গের কঠিন লেখার মাধ্যমে সঙ্গীতের মানদণ্ড কেমন হবে তা নির্ধারিত হত। আদোর্নোর প্রত্যাখ্যাত লেখনীকে সম্মান দেখানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন স্ববিরোধী বক্তা, শ্লেষপটু ও নিদারুণ সমালোচক। আদোর্নো ছিলেন উৎকৃষ্টমানের বুদ্ধিজীবী এবং সব ব্যবস্থাকে তিনি ঘৃণা করেন। তার কাছে জীবন মানে মিথ্যার সমষ্টি। সমগ্রটা সবসময় অসত্য, তিনি এসব কথাই বরাবর বলেছেন। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে অধিকতর উপরি বা বাড়তি বিষয়কেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিসচেতনতার উপর জোর দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক সমাজের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

আমেরিকায় নির্বাসিত থাকার ফলে আদোর্নোর পক্ষে Minima Moralia-র মতো একটি বিখ্যাত গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৩ সালে ১৫৩টি অংশের সংকলনসহ এটি প্রকাশিত হয় এবং উপশিরোনাম ছিল Reflections from Damaged life. কাহিনীধর্মী এবং রহস্যময় অস্বাভাবিক এই বইয়ের আকারে সেটি কেন্দ্র-আনুক্রমিক আত্মচরিত, কোনো বিষয়গত স্বপ্নাচ্ছন্নতা কিংবা লেখকের বিশ্বব্যাপী পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নয়। এখানে ১৮৬০ সালের মধ্যমাঝি সময়ে রাশিয়ান জীবনের উপর টার্জেনেভের উপন্যাস Fathers and Sons-এ বর্ণিত বাজারভের জীবনের আজব সব বিষয়ের কথা মনে পড়ে যায়। আধুনিক নাস্তিবাদী বুদ্ধিজীবীর আদিরূপে বাজারভের কোনো বর্ণনাত্মক ঘটনার দেনা দেননি। টার্জেনেভ অল্প সময়ের জন্য কাহিনীতে আসেন তারপরে আবার চলে যান। আমরা তাকে অল্প সময়ের জন্য তার বয়স্ক পিতামাতার সাথে দেখতে পাই। কিন্তু এটি স্পষ্ট, তিনি তাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলেছেন। এ থেকে আমরা অনুমান করি, বিভিন্ন লোকাচার অনুসারে জীবনধারণের দর্পণে বুদ্ধিজীবীর কোনো গল্প থাকে না বরং একধরনের অস্থির প্রভাব থাকে। তিনি ক্রমাগত কম্পনজনিত ধাক্কা খেতে থাকেন। তিনি লোক জমায়েত করেন কিন্তু তার কথা কেউ বলে না, এমনকি তার বন্ধুরাও না।

টার্জেনেভ নিজে প্রকৃতভাবে এবিষয় সম্পর্কে একেবারে কিছুই বলেননি। তিনি এসব বিষয় আমাদের চোখের সামনে ঘটতে দেখেন। যেন তারা বলছে—বুদ্ধিজীবী সেই সত্ত্বা নয়, যে পিতামাতা ও সন্তানদের থেকে আলাদা বরং তার জীবনপদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার প্রক্রিয়াগুলো প্রয়োজনীয়ভাবে পরোক্ষে উল্লেখ-সম্বলিত এবং বিচ্ছিন্নভাবে ভূমিকার বাস্তবিক অর্থে এটা প্রকাশ করা যায়। আদোর্নোর Minima Moralia'-র ক্ষেত্রে সেই একই যুক্তি খাটে। যদিও আখভিজ (Auschwitz) এরপর হিরোশিমা, ঠাণ্ডাযুদ্ধের সূচনা এবং আমেরিকার বিজয়ের পরে বুদ্ধিজীবীদের সৎভাবে উপস্থাপন করাটা আরো বেশি কষ্টদায়ক কাজ হিসেবে পরিণত হয়েছে। যা টার্জেনেভ একশ বছর আগে বাজারভের জন্য করেছিলেন।

স্থায়ী নির্বাসিত ব্যক্তি হিসেবে আদোর্নো পুরনো ও নতুনদের সু-কৌশলে এড়িয়ে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিচ্ছবির যে মর্মবস্তু প্রকাশ করেছেন, তা তার লেখনীকৌশল। প্রথমত এটি অখণ্ড নয়, এখানে ওঠানামা আছে এবং অধারাবাহিক। এখানে কোনো প্রেক্ষাপট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা পূর্বনির্ধারিত রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়নি। এটি যে কোনো জায়গায় ঝামেলামুক্ত হিসেবে বুদ্ধিজীবীর সচেতনতাকে প্রতিফলিত করে এবং সাফল্যের তোষামোদের বিরুদ্ধে অবিরামভাবে সতর্ক থাকে। আদোর্নো চেয়েছেন, এটি যাতে সহজে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা না যায়। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যাহার করে নিয়ে এটি সম্ভব নয়। আদোর্নো তার ক্যারিয়ারের শেষের দিকে বলেছেন বুদ্ধিজীবীর আশা এই নয় যে, তিনি বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন, কিন্তু যেকোনো দিন, যে কোনো জায়গায় এবং যেকোনো ব্যক্তি বা তিনি যা লিখেছেন তা পাঠ করবে।

Minima moralia-র ১৮ সংখ্যার একটা অংশে নির্বাসনের তাৎপর্য সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আদোর্নো বলেন, সঠিকভাবে বসবাস এখনো প্রায় অসম্ভব। যে ঐতিহ্যগত বাসস্থানে আমরা বেড়ে উঠেছি তা এখন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আরাম আয়েশের প্রত্যেকটি উপাদানের মূল্য পরিশোধ করা হয় প্রতারিত জ্ঞান দিয়ে, পারিবারিক স্বার্থের মাধ্যমে আশ্রয়ের চিহ্ন মোচন করতে হয়। নাৎসিবাদের আগে যেসব মানুষ বেড়ে উঠেছিল, তাদের যুদ্ধ-পূর্ববর্তী জীবন সম্পর্কে এটি অধিকতর সত্য। সমাজতন্ত্র ও মার্কিন ভোগবাদ কখনোই ভালো নয়। সেখানে জনগণ স্বস্তিতে না থাকলেও বাংলোতে থাকত, যা আগামীকালের মধ্যেই পাতার ঘর, ট্রেইলার, কার ক্যাম্প কিংবা উন্মুক্ত বাতাসের ঘর হয়ে যেতে পারে। এইভাবে আদোর্নো বলেন, ঘর এখন অতীত হয়ে গেছে। সবচেয়ে ভালো আশ্রয় এখন দায়িত্বহীনতা ও স্থগিত বিষয় বলে মনে হয়। এটা নৈতিকতার অংশমাত্র তবে কারো জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময়তা নয়।

তবুও স্পষ্ট সমাধানে পৌঁছাতে-না-পৌঁছাতেই আদোর্নো উল্টো কথা বলেছেন। "কিন্তু এই স্ববিরোধী তত্ত্ব ধ্বংস ডেকে আনে। অনেক বিষয়ের প্রতি প্রেমহীন অবহেলা নিয়ে আসে। এটি প্রয়োজনীয়ভাবে জনগণের বিরুদ্ধেও দাঁড়ায়। প্রতিনিয়ত (Antithesis)-র কথা উচ্চারণ করতে-না-করতেই সেসব ব্যক্তিদের যা আছে, তা রাখতে দেওয়ার আদর্শ বহন করে। অন্যায়জীবন সঠিকভাবে যাপন করা যায় না।"[১]

অন্যভাবে বলতে গেলে নির্বাসিত ব্যক্তির পাশ কাটানোর কোনো উপায় নেই। সে বরখাস্ত থাকার চেষ্টা করে। যেহেতু এই পরস্পরবিরোধী দুই অবস্থার মধ্যে কঠিন আদর্শগত অবস্থান জটিল হয়ে উঠতে পারে তাই তাকে একধরনের অবস্থান নিতে দেখা যায়। আর কালক্রমে মিথ্যাটা ঢাকা পড়ে যায়, যার প্রতি কোনো একজন সহজেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। তবুও আদোর্নো জোর দিয়ে বলেন, সন্দেহজনক অনুসন্ধান সবসময় কল্যাণকর। বিশেষ করে, যেখানে বুদ্ধিজীবীর লেখনীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যে ব্যক্তির নিজস্ব মাতৃভূমি নাই, তার কাছে লেখালেখি বাঁচার একটি প্রেরণা হয়ে ওঠে। তবুও আদোর্নোর চূড়ান্ত কথা, আত্ম-বিশ্লেষণের কোনো সহজ উপায় থাকতে পারে না।

একজন ব্যক্তি আত্মকরুণার বিরুদ্ধে নিজেকে শক্ত করে, এই দাবিটি সর্বোচ্চ সতর্কতা নিয়ে বুদ্ধিজীবীর যে কোনো ধরনের ঢিলেমিকে প্রতিহত করতে কৌশলগত প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে। এর সাথে এমন কিছু বিষয়, যা অলসভাবে কাজকে কঠিন আবরণে আবৃত করতে কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে চালনা করে তা দূর করতে প্রয়োজন। এগুলো প্রথম পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য সুবিধাজনক উষ্ণ আবহাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবর্তনের গল্প হিসেবে ভালো কাজ করে। কিন্তু এসব এখনো সেখানেই পড়ে রয়েছে। অবশেষে একজন লেখককে তার লেখালেখির মধ্যে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয় না।[২] এটি প্রকারান্তরে অনালোকিত একটি অবস্থা, যা কখনো বশ্যতাস্বীকার করে না। আদোর্নো এমন একধরনের নির্বাসিত বুদ্ধিজীবী, যিনি নিম্নোক্ত ধ্যানধারণার উপর দাঁড়িয়ে থাকেন। একজনের কাজ তার সন্তুষ্টি যোগায়। এটি বেঁচে থাকার একটি বিকল্প পদ্ধতি, যা একেবারে আবাসনের উদ্বিগ্নতা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি দেয়। আদোর্নো যা বলেননি তা হল, নির্বাসিতের বিভিন্ন আনন্দ উপলব্ধির কথা। যা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের জীবন্ত ও অস্বাভাবিক বিষয়ের যোগান দেয়। এটি বুদ্ধিজীবীকে জীবন্ত করে তোলে। তীব্র নিঃসঙ্গতা ও উদ্বিগ্নতা থেকে তাকে মুক্তি দেয়। তাই যখন বলা হয়েছে, নির্বাসন এমন একটি অবস্থা, যেটি বুদ্ধিজীবীকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে যিনি বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও গৃহসুখের বাইরে অবস্থান করেন। তাই এটি বলাও সঠিক হবে, গুরুত্বপূর্ণ ঐ অবস্থার সাথে বিশেষ কিছু পুরস্কার, এমনকি বিশেষাধিকারও থাকে। তাই যখন আপনি প্রতিষ্ঠিত সমাজ থেকে পুরস্কার পাচ্ছেন না কিংবা আপনাকে স্বাগতও জানানো হচ্ছে না, তখন নির্বাসিত অবস্থা লজ্জাজনক ঝামেলাকারীর হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করে। একই সময়ে আপনি সেখান থেকে ভালো কিছুও পাচ্ছেন। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে অবাক হওয়া, কোনো কিছুকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ না করা, অস্থিতিশীল অবস্থায় কী করতে হবে তা শেখার আনন্দ। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি অধিকাংশ লোককেই ভীত করে তোলে। বুদ্ধিজীবী মূলত জ্ঞান ও স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবুও তারা বিমূর্ত হিসেবে নয়, বরং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। এটি অনেক মামুলি কথার মতো, আপনাকে অবশ্যই ভালো শিক্ষা অর্জন করতে হবে, যাতে আপনি সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারেন। বুদ্ধিজীবী অনেকটা জাহাজডুবি মানুষের মতো। যিনি জানেন কিভাবে তাকে ডাঙ্গায় উঠতে হয়। বিষয়টা কোনোভাবেই রবিনসন ক্রুসোর মতো নয়। কেননা তার লক্ষ্য ছিল, ক্ষুদ্র দ্বীপকে তার উপনিবেশ বানানো। এ বিষয় অনেকটা মার্কো পোলোর মতো—যার চিন্তা ছিল, কখনো ব্যর্থ না হওয়া। তিনি সর্বদাই ছিলেন একজন পর্যটক, প্রাদেশিক অতিথি কিন্তু কখনোই পরজীবী কিংবা হামলাকারী ছিলেন না। পেছনে কী ফেলে আসা হয়েছে এবং এখন প্রকৃতপক্ষে কী আছে—সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাসিত ব্যক্তি বিষয়গুলো মূল্যায়ন করেন। তাই দ্বৈতদৃষ্টিভঙ্গি এসে যায়। ফলে কোনো বিষয়কে আলাদা হিসেবে দেখা হয় না। নতুন দেশের প্রত্যেকটি দৃশ্য কিংবা অবস্থা পুরনো দেশের সাথে মেলানো হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এর অর্থ হল—যেকোনো ধারণা কিংবা অভিজ্ঞতা সবসময় অন্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব তাদের উভয়কে মাঝে মাঝে নতুন ও অকল্পনীয় অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। পাশাপাশি অবস্থানের কারণে অন্যদের সাথে তুলনায় কোন পরিস্থিতির মানবাধিকার সম্পর্কে কিভাবে চিন্তা করতে হয় তার সর্বজনীন ধারণা এভাবে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়েছে, পাশ্চাত্য ইসলামি মৌলবাদের অধিকাংশ শঙ্কাবাদী। ত্রুটিসম্পন্ন আলোচনা, বুদ্ধিগত দিক দিয়ে ঈর্ষণীয় হয়ে উঠেছে কারণ সেগুলোকে কখনোই ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান মৌলবাদের সাথে তুলনা করা হয়নি। সেগুলো সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রচলিত এবং তিরস্কারযোগ্য। শত্রুর বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের সহজ বিষয় হিসেবে সাধারণত যে চিন্তা করা হয়, তা-ই দ্বৈত কিংবা নির্বাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর ব্যাপক চিত্র প্রদর্শন করতে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীকে বাধ্য করা হয়। সব তাত্ত্বিক প্রবণতার ক্ষেত্রে তারা ইহজাগতিক অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যদিকে কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়ায় না। বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে নির্বাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে কার্যকরভাবে যে দ্বিতীয় সুবিধা রয়েছে তা হল বিষয়গুলো আপনি ঠিক আপনার মনের মতো করে যেভাবে দেখতে চান। অনিশ্চিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিস্থিতির দিকে তাকান। অপরিহার্য হিসেবে তাকানোর কোনো দরকার নেই। সমাজ নির্মাণের সাথে যুক্ত নারী-পুরুষের পছন্দনীয় ঐতিহাসিক পালাক্রমের ফলাফল হিসেবে বিষয়গুলোকে দেখতে হবে। ঈশ্বর প্রদত্ত অপরিবর্তনীয় স্থায়ী ও অনিবার্য বিষয় হিসেবে একে দেখা যাবে না।

আঠার শতকের ইটালিয় দার্শনিক জিমবাত্তিস্তা ভিকো বুদ্ধিজীবীর এই ধরনের আদিকল্প নির্মাণ করেন। তিনি অনেক দিন ধরে আমার নায়ক ছিলেন। নেপলস-সম্বন্ধীয় অধ্যাপক হিসেবে একা থাকাকালীন সময়ে তার বড় আবিষ্কার হচ্ছে, সামাজিক বাস্তবতা উপলব্ধির সঠিক উপায় হচ্ছে উৎপত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রক্রিয়া হিসেবে এটিকে মূল্যায়ন করা। এই কথাটিই তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ The New Science-এ লেখেন। এই কথাটির অর্থ হল, সুনির্দিষ্ট সূচনা থেকে উদগত হিসেবে বিষয়গুলো দেখা, কেননা প্রাপ্তবয়স্ক লোক তার শৈশব থেকে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ভিকো বলেন, ইহজাগতিক বিশ্ব সম্পর্কে এটিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। এর নিজস্ব আইন ও প্রক্রিয়া রয়েছে কিন্তু স্বর্গীয়ভাবে এটি নির্ধারিত নয়। এটি মানবসমাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কিন্তু শ্রদ্ধেয় নয়। উৎসের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার দিকে তাকাতে পারেন। সুমহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আপনি আতঙ্কিত নন। কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিংবা স্থানীয় অধিবাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ব্যক্তি সর্বদাই আইনকে দেখেছেন, কিন্তু তারা তুচ্ছ মানব-উৎপত্তির দিকে দৃষ্টি দেননি। নির্বাসিত বুদ্ধিজীবী এমনকি কৌতুকপূর্ণও হতে পারেন কিন্তু কখনোই নৈরাশ্যবাদী নয়।

চূড়ান্তভাবে প্রকৃত নির্বাসিত বুদ্ধিজীবীকে দেখলে বোঝা যায়, একবার গৃহত্যাগ করলে আপনি নতুন জায়গার নাগরিক হবেন। এ ক্ষেত্রে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। আপনি যা হারিয়েছেন, তার জন্য অনুশোচনা করবেন। অনেকটা সময় অতিবাহিত করবেন, আপনার চারপাশের মানুষগুলোকে ঈর্ষা করবেন। তারা সবসময় ঘরে থাকে, প্রিয়জনদের সাথে থাকে। তাদের জন্মস্থান ও বেড়ে ওঠার জায়গা একই। তারা কখনো ফেলে আসা জায়গার প্রতি কোনো কষ্ট অনুভব করবে না। সর্বোপরি যে জীবনে বুদ্ধিজীবীরা ফিরে যেতে পারবেনা সে জীবনের ইতিহাস ও লাঠি তাদের নেই। অন্যদিকে রিলকি বলেন, নতুন পরিস্থিতিতে আপনি কেবল সবকিছুর সূচনাকারী হবেন এবং এখানে আপনাকে প্রথাহীনভাবে জীবনযাপন করতে হবে। সর্বোপরি সেখানে একটি ভিন্ন মাত্রার অস্বাভাবিক ক্যারিয়ার আপনার জন্য অপেক্ষা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিজীবীর কাছে নির্বাসিত হওয়া বা স্থানচ্যুতির অর্থ হচ্ছে, সচরাচর ক্যারিয়ার থেকে স্বাধীনতা লাভ করা। এর মধ্যে ভালো করা এবং সম্মানীয় পদাঙ্ক অনুসরণ করা প্রধান ধাপ। নির্বাসন অর্থ আপনি সর্বদাই প্রান্তিক হয়ে যাচ্ছেন। বুদ্ধিজীবী হিসেবে আপনি যা করেন, সেটিই যথাযথ হবে, কারণ আপনি কোনো লিখিত নিয়ম পালন করেন না। যদি আপনি এই ভাগ্যকে বঞ্চনা ও বিলাপ হিসেবে বরণ করে নিতে না পারেন সেক্ষেত্রে সেটি স্বাধীনতা ও একধরনের আবিষ্কার হিসেবে নেবেন। সেখানে আপনি আপনার ইচ্ছামত কাজ করবেন, কেননা বিভিন্ন স্বার্থ সেখানে জড়িত রয়েছে। বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য আপনাকে একথা বলতে বাধ্য করে, এটি সর্বজনীন আনন্দ। আপনি সিএলআর জেমসের Odyssey-কে দেখতে পারেন। তিনি ছিলেন ত্রিনিদাদের প্রবন্ধকার ও ঐতিহাসিক। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ইংল্যান্ডে আসেন। তার বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মজীবনী হল Beyond a boundary নামের বইটি। এখানে তিনি তার ক্রিকেট জীবনী ও ঔপনিবেশিক আমলের ক্রিকেটের বর্ণনা দিয়েছেন। তার অন্যান্য লেখার মধ্যে রয়েছে The Black Jacobins, এই গ্রন্থ আঠার শতকের শেষের দিকের হাইতিয়ান কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের, আমেরিকান রাজনৈতিক সংগঠক টোউসেইন্ট লোভারচার যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমেরিকান বক্তা এ আন্দোলনের রাজনৈতিক সংগঠক হওয়ায় হারম্যান মেলভিল সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বেশ কিছু লেখা তৈরি হয়, যার শিরোনাম Maniners, Renegades ও Castaways। এছাড়াও প্যান আফ্রিকাবাদ এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর ডজনখানেক প্রবন্ধ লেখেন। কোনো জিনিসের মতো নয় এমন অস্বাভাবিক অনির্দিষ্ট গতিপথকে আজ আমরা কঠিন পেশাগত বৃত্তি বলব। তবুও অনেক সমৃদ্ধি ও আত্মআবিষ্কারের সম্ভাবনাও এর মধ্যে বিরাজমান।

আমাদের অধিকাংশই আদোর্নো কিংবা সিএলআর জেমস-এর মতো নির্বাসিত ব্যক্তির গন্তব্যের কোনো হদিস দিতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীর জন্য নির্বাসন একটা মডেল। যাকে প্রলুব্ধ করা হয় এবং বাস্তব বক্তার পুরস্কারের মাধ্যমে সব সময় আকর্ষণ করা হয়। এমনকি যদি কেউ প্রকৃত অভিলাসী নাও হন, তবুও একজন মানুষ হিসেবে চিন্তা করা, কার্যবিঘ্ন সত্ত্বেও কল্পনা ও তদন্ত করা সম্ভব এবং সবসময় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থেকে প্রান্তের দিকে চলে যাওয়ার প্রবণতা এখানে লক্ষ্য করা যায়। সেখানে আপনি এমন কিছু বিষয় দেখতে পাবেন, যা সাধারণত মনের মধ্যে হারিয়ে গেছে এবং যা কখনোই রীতিনীতি ও আরাম আয়েশের বাইরে যায় না।

প্রান্তিক অবস্থাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মনে হলেও এটি আপনাকে সবসময় সতর্কভাবে চলা থেকে মুক্ত করে। বানচাল হয়ে যাওয়ার ভয় এবং একই কর্পোরেশনের সহকর্মী সদস্যদের নাড়া দেওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখে। কোনো ব্যক্তি কখনোই অনুরাগ ও হৃদয়ানুভূতি বর্জিত নয়। তথাকথিত স্বাধীন বুদ্ধিজীবী, যার কথা তখন আমার মনেও নাই, যার কৌশলগত দক্ষতা ধার করা ও অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রয়যোগ্য। আমি বলছি, যেকোনো ব্যক্তির মতো প্রান্তিক ও অগৃহস্থ হওয়া এবং যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নির্বাসিত অবস্থায় আছে, বুদ্ধিজীবীর কাছে অসচরাচরভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাবান ব্যক্তির চেয়ে এমন পথিকের আবেদন বেশি হবে বলে মনে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অভ্যাসের চেয়ে ক্ষমতা সবসময় সাময়িক এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে কর্তৃত্বপূর্ণভাবে প্রদত্ত সামাজিক মর্যাদার চেয়ে আবিষ্কার ও পরীক্ষণ, যুক্তির বদলে ভয়ঙ্কর দুঃসাহস এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঘৃণা পাওয়া যায়। বুদ্ধিজীবী সব সময় গতিশীল এবং স্থিরভাবে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেন না।

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র :

১. Theodor Adorno, *Minima Moralia: Reflection from Damaged Life*, trans EFN, Jephcott (London: New York Books, 1951), pp. 38-39.

২. Ibid., p. 87.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - চার

পেশাজীবী এবং শৌখিন

১৯৭৯ সালে বহুমাত্রিক এবং সৃজনশীল ফরাসি বুদ্ধিজীবী রেজিস ডিব্রে ফরাসি সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে একটি মর্মমুখী বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যার শিরোনাম ছিল Teachers, Writers, Celebrities: The Intellectuals of Modern Francc'.[১] ডিব্রে এক সময় নিবেদিত বামপন্থী কর্মী ছিলেন। ১৯৫৮ সালে কিউবা বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার কিছুদিন পর তিনি হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। কয়েক বছর পর, চে গুয়েভারার সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে বলিভিয়া কর্তৃপক্ষ তাকে ৩০ বছর কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু তিনি মাত্র ৩ বছর তা ভোগ করেন। ফ্রান্সে ফিরে এসে ডিব্রে একজন আধা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক হন এবং তারপর রাষ্ট্রপতি মিটার‍্যাণ্ডের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন। এভাবে তিনি বুদ্ধিজীবী এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন। এটা কখনোই স্থির নয়, সবসময় বিবর্তিত হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে জটিলতার কারণে আপাতজনক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

এই বইয়ে ডিব্রের গবেষণার বিষয় হচ্ছে ১৮৮০ এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে প্যারিসের বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত শোরবোনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা চার্চ এবং বোনাপার্টের ধর্মনিরপেক্ষ শরণার্থী হিসেবে বিবেচিত ছিলেন, সেখানে গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও শ্রেণীকক্ষে বুদ্ধিজীবীদের অধ্যাপক হিসেবে নিরাপত্তা দেয়া হত এবং তাঁরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেন। ১৯৩০ সালের পর 'ন্যুভিল রিভিউ ফ্রান্সিস' প্রকাশনা সংস্থার কাছে শোরবোন তার কর্তৃত্ব হারায়। ডিব্রের মতে, দেশের বুদ্ধিজীবী মহল এবং তাদের সম্পাদকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত "আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী" এখানে আরও বেশি আতিথেয়তা পেতেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সার্ত্রে, ডি ব্যুভেয়ার, ক্যামুস, মরিয়াক গাইর্ড ও ম্যালরক্স এর মতো লেখকরা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনুরক্ত ছিলেন। তাদের স্বাধীন কাজ স্বাধীনতার মতবাদ এবং সেই ডিসকোর্স "যা আবার যাজকীয় ঐকান্তিকতা এ দুইয়ের (পথে) মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিল, যা এটার সামনে গেল এবং বিজ্ঞাপনের তীক্ষ্ণতা—যেটা পরে আসল, এমন অবস্থানের কারণে তারা অধ্যাপক পদে স্থলাভিষিক্ত হন।"[২]

১৯৬৮ সালের দিকে বুদ্ধিজীবীরা তাদের প্রকাশকদের সংশ্রব ত্যাগ করতে থাকেন এবং এর পরিবর্তে তাঁরা সাংবাদিক, টক শো অতিথি ও উপস্থাপক, উপদেষ্টা ও ব্যবস্থাপকের মতো পদে গণমাধ্যমে যোগ দেন। এ সময় তারা প্রচুর শ্রোতা-পাঠকই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু পাননি, বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাদের সমস্ত জীবনকর্ম দর্শক শ্রোতাদের প্রশংসা ও সমালোচনার উপর নির্ভর করত। সেখানে দর্শক-শ্রোতারা 'অপর' হিসেবে অবয়বহীন ভোক্তা শ্রোতা হয়ে উঠেছিল। গণমাধ্যমগুলো অভ্যর্থনার ক্ষেত্র প্রসারিত করে বুদ্ধিবৃত্তিক বৈধতার উৎসগুলো কমিয়ে দিয়েছে। পেশাজীবী বুদ্ধিজীবীদের জন্য যা বৈধতার ধ্রুপদী উৎস, সেগুলো বহুলাংশে এককেন্দ্রিক ও কম চাহিদাসম্পন্ন এবং অতি সহজেই এক্ষেত্রে জয়লাভ করা যায়। মূল্যায়িত আদর্শ ও মূল্যবোধের মানসহ গণমাধ্যম সনাতন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সমাপ্তি রদ করেছে"।[৩]

নেপোলিয়নের সময় থেকে ইহজাগতিক অসাম্প্রদায়িক রাজকীয় ও যাজকশক্তির মধ্যকার সংগ্রামের ফলাফলসহ স্থানীয় ফরাসি অবস্থার পুরো বর্ণনা পাওয়া যায় ডিব্রের লেখায়। ডিব্রে ফ্রান্সের যে চিত্র বর্ণনা করেছেন, তা অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ইংল্যান্ডের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বৈশিষ্ট্য ডিব্রের বর্ণনার সাথে মেলে না। এমনকি অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের মতো জনসাধারণের নিকট এত পরিচিত ছিলেন না। যদিও ব্রিটিশ প্রকাশনা সংস্থাগুলো দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিল, তবুও তারা ও তাদের লেখকবৃন্দ ফ্রান্সে আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর (ডিব্রের বর্ণনানুযায়ী) মতো কোনো গোষ্ঠী সংগঠিত করতে পারেননি। তথাপি গোষ্ঠীবদ্ধ লোকজন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে। প্রতিষ্ঠানের উত্থান-পতনের সাথে এসব জৈবিক বুদ্ধিজীবীদের উত্থান পতন জড়িত। এক্ষেত্রে এন্টনি ওয়ামসির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারে, এমন বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। বেতনভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তি, রাজনীতির লেজুরবৃত্তি, গবেষণার কাজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, সূক্ষ্মভাবে বিচারকার্য পরিচালনা এবং মত প্রকাশের জন্য তাকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না। ডিব্রের মতে, একই ধরনের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর বাইরে একজন বুদ্ধিজীবীর গণ্ডি যখন বিস্তৃত হয় এবং পেশা হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে পাঠক–শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের বিষয়টি যখন মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা রদ করা সম্ভব না হলেও নিষিদ্ধ করা উচিত।

বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা-বিষয়ক আমার মূল আলোচনার বিষয়বস্তুতে আমরা আবার ফিরে আসি। কোনো বুদ্ধিজীবীর কথা চিন্তা করার সময় আমরা কি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি জোর দিতে পারি অথবা সে যে গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সদস্য, তার প্রতি আলোকপাত করতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধিজীবীর পরিচয় সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশায় আঘাত করে। আমরা যা পড়ি বা শুনি, তা নিরপেক্ষ মতামত, নাকি সেগুলো একটি সরকার, একটি সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, একটি তদ্বিরকারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে? উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি জোর দিতেন। টার্জেনেভের বাজারভ অথবা জেমস জয়েসের স্টিফেন দেদালুসের মতো বুদ্ধিজীবীরা, যারা নিঃসঙ্গ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাদেরকে সমাজের সাধারণের সাথে মেলানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত না এবং ফলে তারা ছিলেন প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে। বিংশ শতাব্দীতে বেতনভুক্ত ব্যবস্থাপক, সাংবাদিক, গণনাকারী বা সরকারি বিশেষজ্ঞ, তদ্বিরকারী, পণ্ডিত, প্রাবন্ধিক, উপদেষ্টা ও নরনারীর সংখ্যা এমনভাবে বাড়তে থাকে যে নিরপেক্ষ মতপোষণকারী হিসেবে কোনো বুদ্ধিজীবী আদৌ থাকতে পারে কিনা—তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়।

এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং এটা নিন্দুকের দৃষ্টিতে নয় বরং বাস্তবতা ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ে বিচার করতে হবে। অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন, নিন্দুক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি সবকিছুর মূল্য বোঝেন কিন্তু কোনো কিছুরই মূল্যবোধ বোঝেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সংবাদপত্রে কাজ করে জীবিকা অর্জনের জন্য সকল বুদ্ধিজীবীকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে, কারণ এটা অত্যন্ত সাধারণ এবং নিরর্থক দায়িত্ব। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যেমন বিশ্ব এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত যে, প্রত্যেকেই ধনদৌলতে বশীভূত ; অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত আদর্শবাদী মর্যাদাবান, খাঁটি ও মহৎ হিসাবে দেখাটাও গুরুত্বপূর্ণ। কেন না তাদেরকে কোনো জাগতিক স্বার্থ দ্বারা পথভ্রষ্ট করা যায় না। কেউ এ-ধরনের বাধা অতিক্রমও করতে পারে না। এমনকি জয়েসের স্টিফেন দেদালুসের মতো ব্যক্তিও, যিনি অত্যন্ত খাঁটি এবং আদর্শবান, তাকেও অবশেষে অসমর্থ, নীরব কিংবা তারচেয়েও খারাপ অবস্থায় সম্মুখীন হতে হয়েছে।

মূলকথা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের শুধু বন্ধুত্বপূর্ণ, কৌশলী হওয়ার জন্য এতটা অবিতর্কিত ও নিরাপদ হওয়ার দরকার নেই। ভবিষ্যৎবক্তা হিসেবে এ বিষয়টি শুধু অপ্রীতিকরই নয়, অশ্রুতও। সমাজ যতটা স্বাধীন ও উন্মুক্ত কিংবা ব্যক্তি বোহেমিয়ান কিনা—এসব সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষই সমাজে লালিত-পালিত হয়। তাকে মতদ্বৈততার মধ্যে কাজ করতে এবং উদ্দীপিত হতে হয়। সবধরনের বিকল্পগুলো কিন্তু এখানে পুরোপুরি বিদ্রোহাচরণ নয়।

রিগ্যান প্রশাসনের দুর্দিনের সময় রাসেল জেকবি নামে একজন বামপন্থী আমেরিকান বুদ্ধিজীবী একটা বই (The Last Intellectual) প্রকাশ করেন। এই বইখানি ব্যাপক আলোচনার ঝড় তোলে। এই বইয়ের অনেক কিছুই সমর্থিত হয়। এই বইয়ে তিনি একটি নিন্দনীয় তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তার বক্তব্য হল, আমেরিকান অপ্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে। একদল ভাষাভাষী-অধ্যুষিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ছাড়া এই স্থানে আর কাউকে রাখা হয়নি। তাদের প্রতি সমাজের কোনো ব্যক্তিই মনোযোগ দেয়নি।[৪] প্রাচীনকালের বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে জেকবি'র মডেলটি অল্প কয়েকজনের নাম দিয়ে নির্মিত তারা প্রধানত বিংশ শতকের প্রথম দিকে গ্রীনউইস গ্রামে বসবাস করত। গ্রীনউইস গ্রামটি স্থানীয়ভাবে ল্যাটিন কোয়ার্টারের সমগোত্রীয় এবং নিউইয়র্কের বুদ্ধিজীবীদের নামে পরিচিত ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল ইহুদি বামপন্থী। কিন্তু প্রধানত কম্যুনিস্টবিরোধী কলমের জোরেই তারা বেঁচেছিল। আগের বংশধরদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই রয়েছেন। যেমন—এডমুণ্ড উইলসন, জেন জেকবস্, লুইস মাম্ফোর্ড, ডুইট ম্যাকডোনাল্ড। তাদের কিছুটা পরেই রয়েছে ফিলিপ রাহেব, আলফ্রেড কাজিন, আরভিং হ্যে, সোসান সোন্টাগ, ড্যানিয়েল বেল, উইলিয়াম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যারেট এবং লিওনেল ট্রিলিং। জেকবির মতে, এই সব লোকদের পছন্দগুলো বিভিন্ন যুদ্ধপরবর্তী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং শহরতলীতে চলে গেছে। জেকবির বক্তব্য হচ্ছে, বুদ্ধিজীবী একজন নগরের লোক। বিট প্রজন্ম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে, তারা নির্ধারিত জীবনের বাইরের কোনো জায়গায় পলায়ন করেছে এবং বাদ দেওয়ার ধারণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং প্রাক্তন স্বাধীন বামপন্থীদের ক্যাম্পাসে পদার্পণ ঘটেছে।

ফলাফল দাঁড়ায়, আজকের বুদ্ধিজীবী খুব সম্ভবত সাহিত্যের অধ্যাপকের মতো, তার নিরাপদ আয়ের ব্যবস্থা আছে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। জেকবি অভিযোগ করেছেন, এই ধরনের ব্যক্তি দুর্বোধ্য ও বর্বরোচিত গল্প লেখে। সেগুলো মূলত সামাজিক পরিবর্তনের বদলে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য। ইতোমধ্যে নব্য রক্ষণশীল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। যেসব বুদ্ধিজীবী রিগানের সময়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল ; কিন্তু যারা অনেক দিক দিয়ে সামাজিক ভাষ্যকার আরভিং ক্রিস্টল ও দার্শনিক সিডনি হুকের মতো স্বাধীন বুদ্ধিজীবী ছিলেন তারা উন্মুক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতাকে এগিয়ে নিতে এক সম্পূর্ণ নতুন জার্নালের অথবা নিদেনপক্ষে রক্ষণশীল সামাজিক এজেন্ডার বাস্তবায়নে এক সম্পূর্ণ নতুন জার্নালের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জেকবি চরম ডানপন্থী ত্রৈমাসিক জার্নাল The New criterion এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। জেকবি বলেন, সকল শক্তি আগের মতো এখনও তরুণ লেখকদের এবং ধ্যানধারণায় বুদ্ধিজীবী নেতাদের কাছে আবেদন জানায়। যারা পুরনো সারি থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন। আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানিত বুদ্ধিবৃত্তিক উদার সাময়িকী New York Times একবার নব্য-সংস্কারকামী লেখকদের বিবৃতি ও ভয়ংকর ধ্যানধারণাগুলো প্রকাশ করেছিল। এখন এটি বয়স্ক ইংরেজপ্রেমীদের প্রতীকী করে একটি শোচনীয় রেকর্ড অর্জন করে : "নিউইয়র্ক ডেলিস এর চেয়ে অক্সফোর্ড চা ভালো"। জেকবি এই বলে সমাপ্তি টেনেছেন, New York Review কখনোই তরুণ আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের লালন করে না এবং তাদের দিকে মনোযোগ দেয় না। প্রায় পঁচিশ বছর, কোনো বিনিয়োগ না করেই সাংস্কৃতিক ব্যাংক থেকে এটি তারা তুলে নিয়েছে। এসব কাজকর্ম করে আমদানিকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক পুঁজির উপর নির্ভর (বিশেষ করে ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত) এসবই তার মতে পুরনো নগর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দায়ী।[৫]

এরপর জেকবি বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে তার নিজস্ব ধ্যানধারণায় ফিরে আসতে থাকেন। তাদেরকে তিনি কাউকে উত্তর না দেওয়া, অশোধনীয় স্বাধীন আত্মা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের যা আছে তা সবই হারিয়ে যাওয়া প্রজন্ম। এদের স্থানগুলো শ্রেণীকক্ষের প্রযুক্তিবিদ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। কমিটির মাধ্যমে ভাড়া করা বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষক ও এজেন্সিকে সন্তুষ্ট করতে উদ্বিগ্ন প্রাতিষ্ঠানিক প্রমাণপত্র ও সামাজিক কর্তৃপক্ষের প্রতি এখানে ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। এটি কোনো বির্তকের সূচনা করে না বরং খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করে এবং অনভিজ্ঞদের ভয় প্রদর্শন করে। এটা খুবই বিষণ্ন একটা চিত্র কিন্তু সঠিক। জেকবি বুদ্ধিজীবীদের প্রস্থানের কারণ সম্পর্কে যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছেন, তা কি সত্য? কিংবা আমরা কি আরো সঠিকভাবে অনুসন্ধান করতে সক্ষম? প্রথমত: আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ঈর্ষণীয় হওয়াটা অন্যায় এমনকি আমেরিকা সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সার্ত্রে, ক্যামুস, আরোন এবং ডি ব্যুভেয়ারের মতো কয়েকজন হাতেগোনা বুদ্ধিজীবী ধ্রুপদী ধ্যানধারণা প্রতিফলিত করেন। তবে এ সময়টা ছিল খুব সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তবতার সাথে এর কমই সংযোগ ছিল। আর্নেস্ট রেনান ও উইলহেলম ভন হামবোল্টের মতো উনিশ শতকের বড় বড় আদিকল্প থেকে আসা বুদ্ধিজীবীদের ধ্যানধারণাও এরকমই। কিন্তু জেকবি যা বলেননি তা হল, বিংশ শতকে বুদ্ধিজীবীর লেখনী কেন্দ্রীয়ভাবে শুধু সরকারি বিতর্ক এবং জুলিয়ান বেন্দা'র উত্তোলিত বাদানুবাদের পরামর্শ নয়। এবং বার্ট্রান্ড রাসেল ও কয়েকজন নিউইয়র্কভিত্তিক বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে তা হয়তো পরীক্ষিত হয়েছে এমনও নয়। বরং সমালোচনা ও মোহ দ্বারা নির্মিত মিথ্যা, মহামানবীয় এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ও নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে তা প্রমাণিত।

এছাড়াও বুদ্ধিজীবী হওয়াটা আদৌ এসব ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা পিয়ানোবাদক হওয়ার সমতুল্য কোনো ঘটনা নয়। মেধাবী কানাডিয়ান পিয়ানোবাদক গ্লেন গোর্ল্ড (১৯৩২-১৯৮২) তার সমগ্র কর্মজীবনে বড় বড় কর্পোরেশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এটি তাকে ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যকার ব্যক্তি হওয়া থেকে বিরত রাখেনি। কাজটি কিভাবে সম্পাদিত হবে এবং কিভাবে মূল্যায়িত হবে- এসব প্রভাব বিষয়ে চিন্তা করেছেন। একইভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীরা উদাহরণহিসেবে ঐতিহাসিকদের ইতিহাস লিখন, ঐতিহ্যের স্থিতিশীলতা, সমাজে ভাষার ভূমিকা ইত্যাদি-বিষয়ক চিন্তায় সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কেউ হয়তো এরিখ হবসবম ও ই.পি থমসন কিংবা আমেরিকান হেইডেন হোয়াইটের কথা ভাবতে পারেন। এসবের জন্ম ও বেড়ে ওঠা আভ্যন্তরীণভাবে হলেও প্রতিষ্ঠানের বাইরে তাদের লেখনী ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুদ্ধিজীবীর জীবনকে অস্বাভাবিক করার অপরাধে অপরাধী হওয়ায় একটা বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। তাহল সর্বত্রই (এমনকি ফ্রান্সেও) বুদ্ধিজীবী আর কোনো ভবঘুরে কিংবা ক্যাফে-দার্শনিক নন। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। অনেক ধরনের বিষয় নিয়েই তিনি আলোচনা করেন। তিনি বিভিন্ন নাটকীয় পরিপূরক বিষয়ের অবতারণা করেন। আমি আমার সমগ্র বক্তৃতামালায় বলেছি, বুদ্ধিজীবী প্রতিমাস্বরূপ বা দেবতুল্য কোনো কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং ভাষা ও সমাজের জন্য সাহসী সংকল্পবাদী ভূমিকা পালন করেন। সবশেষে নবজাগরণ ও মুক্তির শিক্ষার সমন্বয়ে সবকিছুর সমন্বয় সাধন করেন। পাশ্চাত্য কিংবা অন্যান্য জায়গায় বুদ্ধিজীবীর জন্য হুমকি আজ প্রতিষ্ঠান কিংবা শহরতলী সাংবাদিক, ব্যাণিজ্যিকীকরণ এবং প্রকাশনা সংস্থা তার জন্য হুমকি নয় বরং পেশাদায়িত্ব মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। পেশাদারিত্ব বলতে বুদ্ধিজীবী হিসেবে বাঁচার জন্য আপনি যে কাজ করেন, তা বোঝানো হয়েছে। ঘড়িতে ৯টা-৫টা সময় দেখে পেশার অজুহাতে হাওয়া খাওয়া নয়। নির্দিষ্ট প্যারাডাইমের বাইরে বিচরণের বদলে নিজেকে বাজারযোগ্য করে তোলা এবং সর্বোপরি উপস্থাপনযোগ্য করা—এখানে অবিতর্কমূলক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরাজনৈতিক এবং বস্তুনিষ্ঠ বিষয়। এ পর্যায়ে এসে সার্ত্রের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। তিনি একটা বিষয় সমর্থন করেন, তা হল—মানুষ তার নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন, এখানে তিনি নারীদের উল্লেখ করেননি। তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি, সার্ত্রের সবচেয়ে প্রিয়শব্দ, এটা স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তবুও সার্ত্রে বলেন, এটা বলা অন্যায় যে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি একতরফাভাবে লেখক কিংবা বুদ্ধিজীবী নির্ধারণ করে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে অবিরাম সামনে-পেছনে আন্দোলন চলতে থাকে। বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার মতবাদ 'What is Literature' ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে বুদ্ধিজীবী শব্দের চেয়ে লেখক শব্দটি তিনি বেশি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটি পরিষ্কার যে, তিনি সমাজে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা সম্পর্কেই বলেছেন। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল :

প্রথমত আমি একজন লেখক, আমার স্বাধীন ইচ্ছা লেখা। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমি এমন একজন মানুষ হয়ে উঠি, যাকে অন্যান্য মানুষ লেখক হিসেবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ তাকে বিশেষ একধরনের দাবি পূরণ করতে হয় এবং তিনি এক বিশেষ ধরনের সামাজিক কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত। যে খেলাই তিনি খেলতে চান না কেন, তাকে অবশ্যই তার সম্পর্কিত অন্যান্যদের মনোভাবের উপর ভিত্তি করে তা খেলতে হবে। তিনি হয়তো একটি চরিত্রকে বদলে দিতে পারেন, যা কেউ একটি নির্দিষ্ট সমাজের পণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরোপ করে থাকেন। কিন্তু এ-অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি প্রথমে অবশ্যই এর মধ্যে প্রবেশ করবেন। এখানে জনগণ, প্রথা, বিশ্বসম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ সম্পর্কে ধারণা এবং সমাজের সাহিত্যের উপায় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়। এটি লেখককে বেঁধে ফেলে। এটি তাকে ইতঃস্তত অবস্থায় ফেলে দেয়। এর আদেশব্যঞ্জক দাবিদাওয়া, এর প্রত্যাখ্যান এবং উর্ধ্বগতিসমূহ সবই প্রদত্ত বিষয়—যার উপর ভিত্তি করে কোনো লেখা দাঁড় করানো যায়।[৬]

সার্ত্রে বলছেন না, বুদ্ধিজীবী একধরনের আনমনা দার্শনিক রাজা। তাকে এভাবে আদর্শায়িত ও ব্যাখ্যা করা যায়। পক্ষান্তরে বুদ্ধিজীবী শুধু তার নিজের সমাজের দাবি দাওয়ার প্রতিই মনোযোগী তাই নয়। বরং পৃথক একটি গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে বুদ্ধিজীবী সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বুদ্ধিজীবীর সার্বভৌম ক্ষমতা কিংবা কোনো সমাজের নৈতিক ও মানসিক জীবনের উপর একধরনের অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব থাকা উচিত। এই অনুমানের ভিত্তিতে সমসাময়িক ঘটনার সমালোচনা করা এবং কিভাবে কর্তৃত্বের প্রতিরোধ করতে প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হয়—তা দেখতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশ্য এটি বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রকাশের আমূল সংস্কার ও পরিবর্তনের পরের ঘটনা।

আজকের সমাজ এখনও লেখককে পুরস্কার ও সম্মাননা দিয়ে থাকে। একই সাথে তার লেখার অবমূল্যায়নও হয়। সমাজ দাবী করে, সত্যিকার বুদ্ধিজীবী তার নিজস্ব ক্ষেত্রে পারদর্শী হবেন। আমার মনে পড়ে না, সার্ত্রে কখনো বুদ্ধিজীবীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থাকার কথা বলেছেন কিনা। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বুদ্ধিজীবী কখনোই (সমাজকর্তৃক তাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার পরও) বুদ্ধিজীবীর বেশি কেউ নয়। কেন না এটার উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিদীপ্ত কাজ সম্পন্ন হয়। তিনি ১৯৬৪ সালে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন, তখনও তিনি তার নীতি অনুসারে যথাযথভাবে কাজ করেছিলেন।

আজকের দিনে এসব কিসের চাপ? পেশাদার বলতে আমি যা বুঝিয়েছি, তার সাথে কি এসব মানায়? এখানে আমি যা আলোচনা করতে চাই তাহল যা আমি বিশ্বাস করি তা বুদ্ধিজীবীর উদ্ভাবনদক্ষতা ও ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করে। তাদের কেউই একটিমাত্র সমাজের ক্ষেত্রে অনিন্দ্য নয়। পারিব্যাপকতা সত্ত্বেও তাদের আনাড়িপূর্ণতার কারণে লাভ কিংবা পুরস্কারের আশায়, সামনের দিকে যাওয়া, পক্ষে ও বিপক্ষে যোগাযোগ তৈরি, বিশেষায়ণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে অস্বীকৃতি, পেশাগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের প্রতি যত্ন নেওয়ার কারণে তাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়।

এই চাপগুলোর মধ্যে বিশেষায়ণ প্রথম। শিক্ষাক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি যত উপরে যায়, ততবেশি জ্ঞানের সংকীর্ণক্ষেত্রে সে সীমাবদ্ধ হয়। তখন কারোরই দক্ষতার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার থাকে না। কিন্তু যখন এটি কারো তাৎক্ষণিক সীমার বাইরের কোনো বিষয়ের হারানো সূত্রের সাথে যুক্ত থাকে (ধরা যাক, ভিক্টোরিয় যুগের প্রেমের কাহিনী এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের সাধারণ সংস্কৃতি বিধিসম্মত ধ্যানধারণাগুলোকে উৎসর্গ করে) তখন ঐ ধরনের দক্ষতার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, তা আর মূল্যবান থাকে কিনা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে সাহিত্যের পর্যালোচনায় আমার বিশেষ আগ্রহ আছে সেখানে বিশেষায়ণ বলতে বর্ধিষ্ণু কৌশলগত আনুষ্ঠানিকতা এবং সাহিত্য নির্মাণে যে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তার থেকে কম ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে শিল্প কিংবা জ্ঞান নির্মাণের প্রাথমিক প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি না-দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। আপনি তাই পছন্দ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অঙ্গীকার ও বিভিন্ন বিষয়ের বিন্যাস হিসেবে জ্ঞানকে নির্দেশ করতে পারেন না। তারচেয়ে বরং অব্যক্তিগত তত্ত্ব ও পদ্ধতিসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। সাহিত্য বিশেষজ্ঞ হতে গেলে প্রায়শই ইতিহাস, সঙ্গীত কিংবা রাজনীতি ছাড়তে হয়। অবশেষে পুরোপুরি বিশেষায়িত সাহিত্যমনা বুদ্ধিজীবী হিসেবে আপনি নির্জীব কর্মকাণ্ড মেনে নেবেন। বিশেষায়ণ আপনার উত্তেজনা ও আবিষ্কারের উপলব্ধি ধ্বংস করে দেবে। এদুটো বিষয়ই বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে সবসময় প্রযোজ্য। আবার চূড়ান্ত বিশেষায়ণের কাছে আত্মসমর্পণ হচ্ছে অলসতা। তাই অন্যরা যা বলছে, তা পালন করেই আপনি আপনার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। কেননা এটিই আপনার বিশেষত্ব।

সর্বত্র এবং সব শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান একধরনের সাধারণ কৌশলগত চাপ হয়, তবে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন এবং স্বীকৃত বিশেষজ্ঞের প্রথা যুদ্ধপরবর্তী বিশ্বে অধিকতর বিশেষ চাপ হিসেবে বিবেচিত হবে। বিশেষজ্ঞ হতে গেলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে। তারা আপনাকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে প্রশিক্ষণ দেবেন, সঠিক পক্ষের উদাহরণ দেখাবেন এবং সঠিক সীমানা নির্ধারণ করে দেবেন। এটা বিশেষভাবে সত্য, যখন জ্ঞানের সংবেদনশীল ও লাভজনক ক্ষেত্রগুলো কোণঠাসা অবস্থায় থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক মানবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য ক্ষতিকর শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে রাজনৈতিক সঠিকতা সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, তারা স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করেনা। বরং বামপন্থীদের গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে চিন্তা করে। এই বক্তৃতাগুলো উন্মুক্ত আলোচনার বিষয় হিসেবে জনগণকে বিতর্ক করতে দেওয়ার পরিবর্তে বর্ণবাদ, যৌনতা ও এমন সব বিষয়ের প্রতি সংবেদনশীল বলে প্রতীয়মান হয়।

সত্যি কথা বলতে কি—রাজনৈতিক সঠিকতার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান প্রধান প্রধান রক্ষণশীল ও অন্যান্য ধরনের পারিবারিক মূল্যবোধের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। যদিও তাদের কিছু কথিত বিষয়ে সুবিধা আছে, বিশেষ করে যখন তারা অপরিণামদর্শী ভণ্ডামির উপর নির্ভর করে, তাদের প্রচারাভিযান সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়কর স্বাভাবিক অবস্থা ও রাজনৈতিক সঠিকতা অতিক্রম করে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সেখানে সামরিক, জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী, বিদেশী ও অর্থনৈতিক এজেন্ডাসমূহ জড়িত থাকে। যুদ্ধপরবর্তী বছরগুলোতে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন জড়িত, আপনি তখন ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত খারাপ কাজ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নির্বিবাদে মেনে নেবেন। দীর্ঘ সময় ধরে (আনুমানিক ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত) প্রচলিত আমেরিকান ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনতা বলতে শুধু সাম্যবাদ থেকে মুক্ত স্বাধীনতাকে নির্দেশ করত এবং এটি তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর সাথে সমাজবিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদদের ব্যাখ্যা করা বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ উন্নয়ন হচ্ছে অযৌক্তিক এবং পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আধুনিকায়ন, সাম্যবাদবিরোধী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আনুষ্ঠানিক ঐক্যের প্রতি তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অতিরিক্ত অনুরক্ততা—এসব বিষয়ই এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার জোট (অর্থাৎ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্ষেত্রে) রক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে এই মতামতগুলো সাম্যবাদী নীতি চালু করার অর্থ প্রকাশ করে। পাল্টা অভ্যুত্থান ও স্থানীয় জাতীয়তাবাদের অকৃপণ বিরোধিতা (সাম্যবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে অগ্রসর হওয়ার দিকে সর্বদা ঝোঁক দেখা যায়), যুদ্ধ ও আক্রমণের আকারে, আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞের পরোক্ষ সমর্থন আকারে এবং বিকৃত অর্থনীতির খদ্দের শাসনব্যবস্থার আকারে মারাত্মক ধ্বংস বয়ে আনে। জাতীয় প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে বিশেষজ্ঞের জন্য নিয়ন্ত্রিত বাজারের উপর হস্তক্ষেপকে এসবের সাথে মতানৈক্য হিসেবে দেখা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি আপনি উন্নয়ন তত্ত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী না হন, তবে আপনার কথা শোনা হবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনাকে কথাই বলতে দেওয়া হবে না বরং আপনার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অপরিপক্কতাকে চ্যালেঞ্জ করা হবে। অবশেষে, বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে আপনি সামান্য কিছুই করতে পারেন। নোয়াম চমস্কি সংগৃহীত ভিয়েতনাম যুদ্ধ-সম্পর্কিত কিছু তথ্য অন্যান্য সনদধারী বিশেষজ্ঞের লেখনীর চেয়ে বেশি সঠিক ও এর বিস্তারও বেশি। কিন্তু যেখানে চমস্কি আনুষ্ঠানিকভাবে দেশপ্রেমের বাইরে অগ্রসর হয়েছেন, সেখানে এই মতামত ছিল যে, আমাদের জোটের উপকারার্থে আমরা আবার আসছি কিংবা আমরা মস্কো ও পিকিং-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করছি এবং প্রকৃত প্রেষণা গ্রহণ করছি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ সনদধারী বিশেষজ্ঞদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এসবের সাথে দ্বিমত পোষণ করলে তাদেরকে স্টেট বিভাগে কথা বলতে ফিরে যেতে বলা হয় কিংবা র‍্যান্ড করপোরেশনের জন্য কাজ করতে বলা হয়। তারা ঐ এলাকায় আর কখনো চলাচল করতে চায় না। কিভাবে একজন ভাষাতাত্ত্বিককে একজন গণিতশাস্ত্রবিদের আমন্ত্রণে তার তত্ত্ব-সম্পর্কে কথা বলতে আমন্ত্রিত হতে হয় (এবং গাণিতিক ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও) সে সম্পর্কে চমস্কি একটা গল্প বলেছেন। তবুও যখন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির উপর বিপক্ষ দৃষ্টিকোণ তুলে ধরার চেষ্টা করেন তখন পররাষ্ট্রনীতির উপর স্বীকৃত বিশেষজ্ঞরা পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার সার্টিফিকেট না-থাকা বিষয়টির উপর ভিত্তি করে তাকে বক্তৃতা দেওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, তখন তার বক্তব্যের ক্ষেত্রে সামান্যই পাল্টা যুক্তি দেওয়া যায়। তখন তিনি গ্রহণযোগ্য বিতর্ক কিংবা ঐক্যমতের বাইরে থাকেন, শুধু এই বিবৃতিটুকুই দেওয়া যায়।

পেশাদারিত্বের তৃতীয় চাপটা হচ্ছে, অনুগামীদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি অপরিহার্য গমন। প্রতিকার এবং প্রত্যক্ষভাবে এই সম্পর্কেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্ডার বিস্তৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার অগ্রাধিকার ও মানসিকতা নির্ধারণ করে দেয়। যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বিশ্ব-আধিপত্যের জন্য প্রতিযোগিতা করছে তা সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তিকর। কিন্তু পাশ্চাত্যে একই ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও সে তদন্তে তাঁরো কোনো মোহ নাই। আমরা সবেমাত্র জেগে উঠতে শুরু করেছি—এ শ্লোগানটি সামনে রেখে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার ক্ষেত্রে যেকোনো একক দাতার চেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে। এটি এম.আই.টি ও স্ট্যানফোর্ডের ক্ষেত্রে যথার্থভাবে সত্য। এ দুটো প্রতিষ্ঠান কয়েক শতক ধরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকে।

কিন্তু একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিভাগসমূহকে সরকার একই ধরনের সাধারণ এজেন্ডার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। এরকম কিছু প্রায় সব সমাজেই ঘটে থাকে। কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে এটি লক্ষণীয়, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা এবং প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যসহ তৃতীয় বিশ্বের নীতিনির্ধারণের সমর্থনে পরিচালিত কিছু কিছু গেরিলাবিরোধী গবেষণার ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড, গোয়েন্দা বা অন্তর্ঘাত—এমনকি পুরোপুরি যুদ্ধের সময়েও সরাসরিভাবে গবেষণা চালানো হয়। নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নগুলো এক্ষেত্রে মূলতবি রাখা হয় যাতে চুক্তিগুলো সম্পন্ন করা যায়। এই চুক্তির মধ্যে ১৯৬৪ সালে সেনাবাহিনী নামানোর জন্য জনৈক সামাজিক বিজ্ঞানী কর্তৃক গৃহীত ভয়ংকর প্রজেক্ট 'ক্রেমলেট' অন্যতম। এগুলো সারা বিশ্বের বিভিন্ন সমাজের ভাঙনই অধ্যয়ন করে তা শুধু নয়। কিভাবে ভাঙনের ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেসব বিষয়েও অনুসন্ধান করে।

এখানেই শেষ নয়। রিপাবলিকান কিংবা গণতান্ত্রিক দলগুলো আমেরিকার সিভিল সমাজে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে। অস্ত্র তৈরি, তেল এবং বৃহৎ টোব্যাকো করপোরেশন কর্তৃক তৈরিকৃত পরস্পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট তদ্বিরকারী, রকফেলর, ফোর্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা মেলনসের ঐসব বড় বড় মানবিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলোর গবেষণা এবং কর্মসূচী পর্যালোচনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে থাকে। মুক্তবাজার ব্যবস্থায় এটি একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সমগ্র ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যেও এটি ঘটতে দেখা যায়। পরামর্শানুযায়ী, এসব প্রতিষ্ঠান থেকে মঞ্জুরী ও সাহচর্য পাওয়া যায়। এর সাথে অর্থ সাহায্য এবং পেশাগত অগ্রগতি ও স্বীকৃতি জড়িত।

ব্যবস্থা সম্পর্কে সবকিছু যে এখন খোলাখুলি এবং প্রতিযোগিতা ও বাজার প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ড অনুসারে গ্রহণযোগ্য আমি তা আগে বলেছি। এ দুটো বিষয় উদার ও গণতান্ত্রিক সমাজে উন্নত পুঁজিবাদের অধীন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু তা সরকারের সামগ্রিকতা, যাদের ব্যবস্থার অধীনে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে অনেকটা সময় অতিবাহিত করে এবং এখানে কোনো একটি ব্যবস্থার আলাদা বুদ্ধিবৃত্তিক হুমকি বিবেচনা করে, যা বুদ্ধিবৃত্তিক সঙ্গতি বিধান করে এবং এই লক্ষ্যে ইচ্ছাকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে—যেটা বিজ্ঞান দ্বারা নির্ধারিত হয়নি এবং সরকারের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। গবেষণা ও নিশ্চিতভাবে নিরাপদ বাজারের বড় অংশ দখলে রাখতে এসবের দরকার আছে।

অন্যকথায়, ব্যক্তি ও বিষয়কেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশের পরিসর, প্রশ্ন করা ও যুদ্ধের প্রজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা কিংবা বিপুল সামাজিক কর্মসূচী, (যা চুক্তি সম্পাদন করে, পুরস্কার প্রদান করে এবং তা প্রকাশ করে) নাটকীয়ভাবে অনেক কমে গেছে। তখন স্টিফেন দেদালুস বলতে পারতেন, বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার দায়িত্ব আদৌ কোনো ক্ষমতা কিংবা কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে নেওয়া নয়। এখন আমরা অন্যান্যদের মতো বলতে চাইনা, বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু বড় নয় এবং সেখানে যেসব সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলো সীমিত তাই আমাদের সময়টা পুষিয়ে নেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষকরে আমেরিকায় এখনও বুদ্ধিজীবীকে কিছুটা সম্মান দেওয়া হয়। যার মধ্যে প্রতিফলন ও গবেষণা চলতে পারে, যদিও এক্ষেত্রে কিছু নতুন নতুন বাধা ও চাপ সবসময় থাকে।

অতএব বুদ্ধিজীবীর জন্য সমস্যা হচ্ছে, আধুনিক পেশাদারিত্বের অভ্যাসগত আলোচনা করার চেষ্টা করা যেমনটি আমি আলোচনা করে আসছি। তাদের এরকম ভান করা উচিত নয় যে, তারা সেখানে উপস্থিত নেই কিংবা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অস্বীকার করাও উচিত নয়। বরং তাদের উচিত ভিন্ন এক ধরনের মূল্যবোধ ও অধিকার তুলে ধরা। এগুলোকেই আমি 'শৌখিনতা' শিরোনামে আলোচনা করব। আক্ষরিক অর্থে এটি এমন কাজ, যা স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ বিশেষায়ণের চেয়ে সতর্কতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে বন্ধন তৈরিতে সাহায্য করে।

আজকের বুদ্ধিজীবীরা অপেশাদার হতে পারেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাকে কোনো সমাজের সংশ্লিষ্ট সদস্য বলে বিবেচনা করা হবে। এই সমাজ নৈতিক বিষয়গুলোকে সবচেয়ে কৌশলগত ও পেশাগত কাজের মূলে নিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সমাজের মধ্যে একটি ক্ষমতা থাকে, যা নাগরিকদের সাথে অন্যান্য সমাজের বা আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত হয়। উপরন্তু অপেশাদার হিসেবে বুদ্ধিজীবীর স্পৃহা পেশাগত রুটিনকে রূপান্তর করতে পারে। আমাদের অধিকাংশই অধিকতর জীবন্ত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কারপন্থী কিছু বিষয় অধ্যয়ন করে থাকি। একজনের যা করা উচিত তা করার পরিবর্তে সে প্রশ্ন করতে পারে, কেন তার এটি করা উচিত। এটি থেকে কে লাভবান হবে? কিভাবে এটি ব্যক্তিগত প্রজেক্ট ও মূল চিন্তাচেতনাগুলোর সাথে সংযোগ সাধন করতে পারবে?

প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীর নির্দিষ্ট শ্রোতা ও ক্ষেত্র আছে। এখানে বিষয়টি হল, ঐ দর্শককে সন্তুষ্ট করা। এবং এখানে ক্লায়েন্টকে খুশি রাখা কিংবা এখানে চ্যালেঞ্জ করতে হবে কিনা এবং এখানে পুরোপুরি বিরোধিতা করা কিংবা সমাজের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের গতি নিশ্চিত করা হবে কিনা? কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার নাগাল পাওয়া যায় না এবং সেগুলোর সাথে বুদ্ধিজীবীর সম্পর্কের নাগালও পাওয়া যায় না। একজন পেশাজীবী শরণার্থী কিংবা অপেশাদার বিবেক হিসেবে এটিই এখানে লক্ষণীয় বিষয়।

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র :

১. Regis Debray, *Teachers, Writers, Celebrities: The Intellectuals of Modern France,* trans. David Macey (London: New Left Books, 1981).

২. Ibid., p. 71.

৩. Ibid., p. 81.

৪. Russel Jacoby, *The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academy* (New York: Basic Books, 1987).

৫. Ibid., pp. 219-20.

৬. Jean-Paul Sarte, *What is Literature?* And Other Essays (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988), pp. 77-78.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - পাঁচ

ক্ষমতার প্রতি সত্যভাষণ

ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের বিশেষায়ণ ও পেশাদারিত্ব বিশেষত কিভাবে বুদ্ধিজীবীরা এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন, তার উপর আমি অধিকতর মনোযোগ দিতে চাই। বিংশ শতাব্দীর ষাট-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে এবং ব্যাপকতা লাভ করে। তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-স্নাতক পর্যায়ের একজন ছাত্র (আসনসংখ্যা সীমিত এমন একটি) সেমিনারে ভর্তির ব্যাপারে আমার কাছে আসে। কথা-প্রসঙ্গে সে জানায়, সে বিমান বাহিনীতে দীর্ঘদিন কাজ করেছে। আমাদের কথোপকথন চলাকালে সে আমাকে পেশাজীবীদের মানসিকতা সম্পর্কে অদ্ভুত আকর্ষণীয় ধারণা দেয়। পেশাজীবী বলতে এখানে অভিজ্ঞ বিমানচালককে বোঝানো হয়েছে এবং তার নিজের বর্ণনায়, সে বিমানের ভিতরে কাজ করে বলে জানায়। "আচ্ছা তুমি বিমান বাহিনীতে কী কর" আমার অব্যাহতভাবে জিজ্ঞাসা করা এ প্রশ্নের জবাবে যখন সে উত্তর দিল, 'লক্ষ্য অর্জন' করি তখন আমি যে কষ্ট পেয়েছিলাম তা কখনও ভুলব না। আমার বুঝতে আরো কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল, সে ছিল একজন বোমাবর্ষণকারী—যার কাজ বোমা বর্ষণ করা। কিন্তু সে পেশাগত ভাষায় এমনভাবে কথাটি বলেছে, যা একজন পদস্থ বহিরাগতের সরাসরি অনুসন্ধানকে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব এবং রহস্যাবৃত করে তোলে। তারপর আমি তাকে সেমিনারে নিয়ে গেলাম। বিশেষ করে এই কারণে যে, আমি তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারব এবং কিছুটা উৎসাহের সাথে তাকে তার 'লক্ষ্য অর্জন' নামক দুর্বোধ্য ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে রাজি করাতে সক্ষম হব।

আমি যথেষ্ট সংহত এবং গভীরভাবে মনে করি, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা নীতি নির্ধারণ এবং নিয়োগাধিকার নিয়ন্ত্রণের (যেমন চাকুরি দেয়া বা না দেওয়া, ভাতা এবং পদোন্নতিদান) কাছাকাছি অবস্থান করেন, তারা এমন ব্যক্তিদের বাছাই করার কাজে সচেষ্ট থাকেন। তারা পেশাগত ধারাকে উপেক্ষা করেন এবং উর্ধ্বতনদের দৃষ্টিতে, যারা ধীরে ধীরে বিতর্ক এবং অসহযোগিতার প্রবণতাকে ত্যাগ করতে পারে। ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়—কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে অনুগত, একই পরিকল্পনার ধারণাযুক্ত এবং একই ভাষায় কথা বলে—এমন লোকবল থাকতে হবে। যেমন—আমরা বলি, আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমাকে বা আমার দলকে স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র বিভাগে বসনিয়া বিষয়ে একটি কর্ম-পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্বিক অনুভূতি এই যে, আমার এসব বক্তৃতায় উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রকাশ করে একজন চিন্তাবিদ পেশাগত অবস্থানে থেকে ক্ষমতার ব্যবহার এবং পুরস্কার লাভের সুযোগ পায়। সেখানে আমার মতে, বুদ্ধিজীবীদের যে জটিল এবং পারস্পরিকভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এবং বিচার করার স্পৃহা থাকা উচিত, সেটা অনুশীলন করার জন্য এ বিষয়মালাগুলো সহায়ক নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, বুদ্ধিজীবীরা কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত না, বা তারা সরকারের পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পূর্ণভাবে চাকুরীরত নন, অথবা যৌথ সংস্থা ও সমচিন্তার সংঘেও কর্তব্যরত না। এ রকম অবস্থায় নৈতিকতার বিসর্জন দিতে প্রলুব্ধ হওয়া কিংবা সম্পূর্ণভাবে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চিন্তা করা অথবা কোনো কাঠামোর পক্ষ নেওয়ার কারণে সংশয়বাদ ত্যাগ করা এতই ব্যাপক যে—বিশ্বাসযোগ্য নয়। বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী এসব প্রলুব্ধকারী বিষয়গুলো দ্বারা সম্পূর্ণভাবে এবং আমরা সবাই কিছু মাত্রায় বশীভূত হই। কেউই এমনকি সর্বতোভাবে স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরাও সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল নয়।

ইতোমধ্যে আমি বলেছি, পারস্পরিক বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য পেশাদারিত্বের পরিবর্তে অপেশাদারি মানসিকতা শ্রেয়। কিন্তু কিছু মুহূর্তের জন্য আমাকে বাস্তববাদী একজন মানুষ হতে হবে। প্রথমত অপেশাদারিত্ব বলতে জনসমাজের সুবিধাগ্রহণকারী অংশ, যা দক্ষ এবং পেশাদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন: ব্যাপক এবং মুক্তভাবে ছড়িয়ে পড়া কোনো বক্তৃতা, একটি বই অথবা প্রবন্ধের ঝুঁকি এবং অনিশ্চিত ফলাফল সেখানে মেনে নিতে হয়। গত দুই বছরে বেশ কয়েকবার আমাকে গণমাধ্যমের বেতনভুক্ত পেশাদার উপদেষ্টা হবার আহবান জানানো হয়। এটা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ স্বাভাবিকভাবেই এটা কোনো-একটি টেলিভিশন অথবা সংবাদপত্রের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকা বোঝায় এবং ঐ মাধ্যমের প্রচারিত রাজনৈতিক ভাষা এবং ধারণার কাঠামো দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। একইভাবে আমার কখনও সরকারি শ্রেণীভুক্ত এবং সরকারের পক্ষে বেতনভোগী উপদেষ্টা হবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কারণ সেখানে নিজের জ্ঞান পরবর্তীতে কোনো কাজে ব্যবহার করতে হবে, যে ব্যাপারে আগাম কোনো ধারণা থাকে না। দ্বিতীয়ত, সরাসরি অর্থের জন্য জ্ঞান বিতরণ করা, যেমন : একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে উন্মুক্ত বক্তৃতা দেওয়া অথবা অন্যদিকে যদি একটি ক্ষুদ্র এবং সীমিত কর্মকর্তাদের সংঘের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে বলা হয়—তবে এ দুইয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট, কারণে আমি সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাকে স্বাগত জানিয়ে এবং অন্যটি প্রত্যাখ্যান করে এসেছি। তৃতীয়ত, অধিক রাজনৈতিক বিবেচনায় যখন আমার কাছে কোনো ফিলিস্তিনি দল সাহায্য প্রার্থনা করেছে অথবা কোনো দক্ষিণ আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিবিদ্বেষের বিপক্ষে এবং শিক্ষার স্বাধীনতার পক্ষে বলতে বলা হয়েছে—সেগুলো আমি নিয়মিতভাবেই গ্রহণ করেছি। পরিশেষে সেসব কারণসমূহ এবং তত্ত্ব দ্বারা আমি আন্দোলিত হই, যেগুলো আমি প্রকৃতপক্ষে সমর্থন করতে পছন্দ করি। কারণ আমি যেসব মূল্যবোধ এবং নীতিতে বিশ্বাস করি সেগুলো তার সাথে মিলে যায়। সে জন্য আমি নিজেকে সাহিত্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করি না। আর তাই আমি নিজেকে জননীতি-বিষয়ক ব্যাপারগুলো থেকে সরিয়ে এনেছি। কারণ আমি শুধুমাত্র আধুনিক ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান সাহিত্য শিক্ষা দেবার স্বীকৃতি পেয়েছি। আমি বিস্তৃত বিষয় নিয়ে বলি এবং লিখি, কারণ একজন স্বীকৃত অপেশাদার হিসেবে আমি সেসব প্রতিশ্রুতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। যেগুলো আমার সংকীর্ণ পেশাদারী বৃত্তিকে অতিক্রম করবে। অবশ্যই আমি এসব দৃষ্টিভঙ্গি যা কখনো শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করিনি বরং একশ্রেণীর নতুন ও পরিব্যপ্ত শ্রোতা তৈরীর জন্য আমি সচেতন ভাবে চেষ্টা করেছি। কিন্তু জনসমাজে হানা দেওয়া এসব অপেশাদার বিষয়গুলো আসলে কী? বুদ্ধিজীবীরা কি নিজেদের দেশ, জাতি, জনগণ, ধর্ম, আদিমতা, সহজাত আনুগত্যের দ্বারা তাড়িত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে অগ্রসর হন নাকি কিছু চিরায়ত এবং যৌক্তিক নিয়মের কাঠামো—যা একজন ব্যক্তির বক্তব্য ও লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করে তার দ্বারা? ফলাফল হিসেবে আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু মৌলিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। কিভাবে একজন সত্য বলে? সত্য কী? কার জন্য এবং কোথায়? দুঃখজনক হলেও আমাদের উত্তর শুরু হবে এভাবেই : এসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তরদানের জন্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে কোনো বিস্তৃত এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নেই। ইহজাগতিক পৃথিবী, আমাদের পৃথিবী, যে পৃথিবী মানুষের প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিক এবং সামাজিকভাবে গড়ে উঠেছে, এখানে বুদ্ধিজীবীদের শুধু নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। যেখানে ব্যক্তিগত জীবনকে বোঝার মাধ্যম হিসেবে উদঘাটন এবং উৎসাহ, খুবই উপযোগী উপায়। কিন্তু সেগুলো যখন পরে মানবজ্ঞানবীর ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক, এমনকি নিষ্ঠুর। প্রকৃতপক্ষে আমি আরও বলতে চাই, বুদ্ধিজীবীদেরকে জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে হয়। ঐ সমস্ত পবিত্র দর্শন বা পুস্তকের রক্ষাকর্তাদের সাথে যাদের শক্তিশালী ক্ষমতা কোনো মতানৈক্যতা এবং সুস্পষ্টভাবে কোনো বিভিন্নতা সহ্য করতে পারে না। মতামত এবং প্রকাশভঙ্গির অদম্য স্বাধীনতাই বুদ্ধিজীবীদের প্রধান রক্ষাকবচ। এই রক্ষাব্যূহ পরিত্যাগ করলে অথবা এর ভিত্তির উপর কোনো বিকৃতি সহ্য করার পরিণামে বুদ্ধিজীবীর পরিচয় কলঙ্কিত হয়। সে জন্য সালমান রুশদির Satanic Verses-এর পক্ষ সমর্থন একদিকে যেমন গ্রন্থটির নিজের জন্য, তেমনি অন্যদিকে সাংবাদিক, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি এবং ঐতিহাসিকের জন্য হুমকির মুখে মত প্রকাশের অধিকার রক্ষায় একান্তভাবেই কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

শুধু মুসলিম বিশ্বে নয়, ইহুদি এবং খ্রিষ্টান বিশ্বেও এটা তাদের জন্য একটি বির্তকের বিষয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এক এলাকায় একভাবে এবং অন্য এলাকাকে অগ্রাহ্য করে অর্জন করা যায়না। সেসব কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, কোনো ব্যাপারে কোনো বির্তকের অবকাশ থাকে না, যারা পবিত্র দৈব নির্দেশ রক্ষার অধিকার দাবি করে। কিন্তু বিপরীতভাবে বুদ্ধিজীবীদের জন্য কাজের মূলমন্ত্র হচ্ছে, অনুসন্ধান-প্রসূত তীব্র বিতর্ক উদঘাটন ছাড়া বুদ্ধিজীবীগণ বাস্তবিকভাবে যা করে, প্রকৃতভাবে তারই পদক্ষেপ এবং ভিত্তি। কিন্তু আমাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাকে সমর্থন করতে হবে। একজনকে কোনো ধরনের সত্য এবং নীতি রক্ষা বা ধরে রাখা এবং প্রকাশ করা উচিত, এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কঠিন ব্যাপার, শেষ করার উপায়ের মতো লেবাসধারী কোনো প্রশ্ন নয়। বরং বর্তমান বুদ্ধিজীবীগণ যেখানে অবস্থান করছেন এবং যার চারদিকে বিপদজনক, অনির্দেশিত মাইন পোতা আছে, কোনো গবেষণা কাজ শুরু করার জন্য এ ধরনের স্থানই অত্যাবশ্যক।

শুরু করার জন্য সার্বিকভাবে এখন থেকেই চরম বিতর্কিত ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা, সঠিক অথবা বাস্তব বিষয়কে মূল এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ১৯৮৮ সালে আমেরিকান ঐতিহাসিক পিটার নোভিক একটি বড় বই প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম সার্থকভাবে সমস্যাকে নাটকীয় করে তুলেছে। যার শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল 'The Noble Dream' এবং যার উপশিরোনাম ছিল—বিষয়-বিমুখতার প্রশ্ন এবং আমেরিকান ইতিহাসের অধ্যাপক। আমেরিকার শতবর্ষের ঐতিহাসিক চিত্রকল্পের প্রচেষ্টা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নোভিক দেখিয়েছেন, কিভাবে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মূল বিষয়টি—আদর্শ, বিষয়-বিমুখতা, যা দ্বারা ইতিহাস-রচয়িতাগণ বাস্তবিকভাবে এবং সঠিক উপায়ে ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন। ধীরে ধীরে দাবি এবং বিরুদ্ধদাবীর প্রতিযোগিতার পঙ্কিলতায় আবর্তিত হয়। যার সবগুলোই ইতিহাসবেত্তাগণের মতামতের সমতার নামে খুবই নগণ্য মাত্রায় বিষয়বিমুখ হয়ে থাকে। যুদ্ধকালীন সময়ে 'আমাদের' কাজ করছে হয়েছিল, আমেরিকার পক্ষ হয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানদের বিপক্ষে। শান্তির সময়ে আলাদা শ্রেণীর নিরপেক্ষ—যেমন নারী, আফ্রিকান-আমেরিকান, এশিয়ান-আমেরিকান সমকামী, শ্বেতাঙ্গ এবং এরকম আরও (মার্কসবাদী, প্রতিষ্ঠাস্থাপনকারী, বিনির্মাণবাদী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী নামক প্রত্যেক) মতের সবাই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। নোভিক জিজ্ঞাসা করেন, এরকম অসম্পূর্ণ জ্ঞানের পর কোনো ধরনের সমকেন্দ্রিকতা সম্ভব কিনা। দুঃখজনকভাবে তিনি শেষে বলেছেন, ইতিহাস শাখাটি জ্ঞানের বৃহৎ সম্প্রদায় হিসেবে সাধারণ লক্ষ্য, মর্যাদা এবং উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া পণ্ডিতদের সংঘ হিসেবে তার অস্তিত্ব হারিয়েছে। অধ্যাপককে (ইতিহাসের) বিচারের বইয়ের শেষ পংক্তিতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, সেই দিনগুলোতে ইসরাইলে কোনো রাজা ছিল না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজদৃষ্টিতে যেটা সঠিক মনে করত, তাই তারা করত।[১]

যে কারণে আমি আমার শেষ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি, আমাদের শতাব্দীতে অন্যতম প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিজনিত কাজ হচ্ছে—প্রশ্ন করা, কিন্তু কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করা নয়। সেজন্য নোভিক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে কিছু যোগ করতে হলে আমাদের বলতে হবে, নিরপেক্ষ বাস্তবতার ধারণা থেকে শুধু ঐক্য নয় বরং অনেক প্রচলিত কর্তৃত্ব (যেমন ঈশ্বর) প্রধানত গুরুত্ব হারিয়েছে। প্রভাববিস্তারকারী ধারার দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যাদের মধ্যে মিশেল ফুকোর অবস্থান, তিনি বলেন কোনো লেখকের সম্পর্কে কথা বলা (যেমন মিল্টনের কবিতার ক্ষেত্রে) আদর্শগত নয় বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অতিরঞ্জিত করাকে বোঝায়।

এই অদম্য আক্রমণের সম্মুখীন হতে হলে বিশ্ব নবীন রক্ষণশীল আন্দোলনকারীদের মতো করে অক্ষমভাবে হাত কচলানো বা প্রচলিত মূল্যবোধগুলোর পক্ষে পেশীশক্তির বহিঃপ্রকাশ কোনো ফল বয়ে আনবে না। আমি এটা বলা সত্য বলে মনে করি, ব্যক্তি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরপেক্ষতা এবং কর্তৃপক্ষের সমালোচকরা কিভাবে এই নিরপেক্ষ পৃথিবীতে তাদের নিজেদের সত্য নির্মাণ করে। এ বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে তারা সমাজে নিশ্চিত ভূমিকা রাখে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তথাকথিত শ্বেতাঙ্গদের বিষয়বিমুখতার শ্রেষ্ঠত্ব, যা ধ্রুপদী ইউরোপিয় উপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল এবং টিকেছিল—তা সত্যিকার অর্থে আফ্রিকার এবং এশিয়ার মানুষের উপর নগ্ন দখলদারিত্বের কারণে প্রতিষ্ঠিত। তাদের ক্ষেত্রে এটাও সমানভাবে সঠিক, তারা তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে চাপিয়ে দেওয়া সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এ কারণেই প্রত্যেকেই নতুন এবং প্রায়ই চরম বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রত্যেকে ইহুদি খ্রিষ্টান মূল্যবোধ, আফ্রিকাকেন্দ্রিক মূল্যবোধ, ইসলামি সত্য, প্রাচ্যের সত্য, পাশ্চাত্যের সত্য—যাদের প্রত্যেকটি অন্যসবগুলোকে বাদ দিয়ে দেবার জন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা করে এবং সে সম্পর্কে অন্তহীন কথার মাধ্যমে কঠোর দাবির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই বিষয়গুলো একটি মাত্র প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

যদিও প্রায়ই বাগাড়ম্বরভাবে দাবি করা হয়, আমাদের মূল্যবোধই (সেটা যাই হোক না কেন) বস্তুতভাবে চিরসত্য। ফল হিসেবে চিরসত্যের প্রায় পূর্ণ অনুপস্থিতি তৈরি হয়। সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ঝুঁকি ও জুয়াখেলার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে অন্য সমাজের বিভিন্ন অপব্যবহারকে নিন্দা করলেও নিজ সমাজে তা স্বীকার করে নেওয়া। আমার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাবান ফরাসি বুদ্ধিজীবী এলেক্সিস ডি টকুয়েসভিল (Alexis de Tocquesville) এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করেছেন। যিনি আমাদের মতো অনেক শিক্ষিতের ধ্রুপদী উদারতা ও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন এবং এসব বোধগুলো লেখার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন। আমেরিকান গণতন্ত্র ও তার মূল্যায়ন লিখে এবং রেড ইন্ডিয়ান ও কালো দাসদের উপর আমেরিকার বর্বরোচিত আচরণের সমালোচনা করার পর টকুয়েভিল পরবর্তীতে ১৮৩০ এবং ১৮৪০-এর দশকে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেখানে মার্শাল বুগোতের অধীনে ফ্রান্সের দখলদার সেনাবাহিনী আলজেরিয়ার মুসলমানদের উপর শান্তির নামে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল। টকুয়েলভি'র আলজেরিয়া-সংক্রান্ত লেখা পড়ার সময় হঠাৎ করে যে স্বাভাবিক উপায়ে তিনি আমেরিকানদের কুকর্মের ব্যাপারে মানবিকভাবে আপত্তি তুলেছেন, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সেটা আর দেখতে পাওয়া যায়নি। তার মানে এই নয়, তিনি কারণ উল্লেখ করেন নি। তিনি তা করেছেন কিন্তু সেগুলো গুরুত্বহ্রাস করার অজুহাত মাত্র। যার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশবাদকে ছাড়পত্র দেওয়া। যাকে তিনি জাতীয় গৌরব বলেছেন। ব্যাপক নির্দয় হত্যাকাণ্ড তাকে বিচলিত করেনি। তিনি বলেন, মুসলমানরা একটি নিকৃষ্ট ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের অবশ্যই সুশৃঙ্খল হতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, আমেরিকানদের জন্য তার ভাষার বাহ্যিক চিরসত্যকে তিনি অস্বীকার করেছেন এবং নিজের দেশের জন্য স্বেচ্ছায় তার প্রয়োগকে অস্বীকার করেছেন। তার নিজের দেশ ফ্রান্সের জন্য তিনি একই রকম অমানবিক নীতিকে অনুসরণ করেন।[২]

যদিও আরও বলা আবশ্যক, টকুয়েরভিল এবং একই ব্যাপারে জন স্টুয়ার্ট মিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংল্যান্ডে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সম্পর্কে যাদের ধারণা প্রশংসনীয় এবং এই ধারণা ভারতে প্রয়োগ করা হয়নি। তিনি এমন সময়ে বাস করতেন, যখন আন্তর্জাতিক আচরণের চিরায়ত রূপ বলতে কার্যত অন্য লোকদের উপর ইউরোপিয় শক্তির প্রতিনিধিত্ব করার প্রভাবশালী অধিকারকে বোঝানো হতো। যা পৃথিবীর অশ্বেতাঙ্গদের বড়ই তুচ্ছ এবং নগণ্য বলে চিহ্নিত করে। এছাড়া উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যবাদীদের মতে, কৃষ্ণ বা বাদামী চামড়ার লোকজনের উপর একতরফাভাবে উপনিবেশিক সেনাবাহিনী যে নির্মম পাশবিক আইন প্রয়োগ করে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো স্বাধীন এশিয়া বা আফ্রিকাতে কোনো মানুষ নেই। শোষিত হওয়ার অনিবার্য বাস্তবতা তাদের জন্য নির্ধারিত। ফ্রান্টজ ফ্যানন, এমি সিসারি এবং সিএলআর জেমস—তিনজন বিখ্যাত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবী বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঁচেননি এবং লেখেননি। সেজন্য তারা মুক্তি আন্দোলনগুলোর অংশ হয়ে গেছেন এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ঔপনিবেশিক জনগণের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষায় অনেকটা সফল হয়েছেন। যা টকুয়েসভিল কিংবা মিল (Mill)-এর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের কাছে সহজলভ্য ছিল না। যারা প্রায় কখনোই চূড়ান্ত সমাপ্তি টানতেন না। যারা ভাবতেন যদি তোমরা মৌলিক মানবিক ন্যায়বিচারকে সমর্থন করতে চাও, তোমাকে তা সবার জন্য করতে হবে, শুধু তোমার পক্ষের, তোমার সংস্কৃতি, তোমার জাতি—যা সঠিক বলে নির্দেশনা দেয়—তা অন্য সব জনগণের জন্য আলাদা সেয়।

কিভাবে নিজের আত্মপরিচিতি এবং নিজের সংস্কৃতি, সমাজ এবং ইতিহাসের বাস্তবতার সাথে অন্যের পরিচিতি, সংস্কৃতি এবং জনগণের বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করা হবে সেটাই মূলত মৌলিক সমস্যা। যা ইতোমধ্যে একজনের নিজস্বতায় পরিণত হয়েছে তার প্রতি অগ্রাধিকারভাবে সমর্থন জানানোর মাধ্যমে কখনও এটা করা যাবে না। 'আমাদের' সংস্কৃতির গৌরব অথবা 'আমাদের' ইতিহাসের বিজয় সম্পর্কে গণবক্তৃতা দেওয়াও বুদ্ধিজীবী শক্তির যথাযথ প্রকাশ করে না। বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন বিভিন্ন জাতি এবং পটভূমি থেকে আগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা বহু সমাজ গঠিত হয়েছে, যারা যেকোনো ক্ষয়িষ্ণু তত্ত্বকে প্রতিরোধে তৎপর। যেহেতু আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, গণসমাজের যেখানে বুদ্ধিজীবীদেরকে তাদের কার্যাবলীর প্রকাশ ঘটাতে হয় তা তাদের জন্য খুবই জটিল এবং বিব্রতকর। কিন্তু সেখানে একটি কার্যকরী হস্তক্ষেপের অর্থ নির্ভর করে ন্যায় বিচার এবং সঠিক ধারণার উপর বুদ্ধিজীবীদের কতটা দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তার উপর। যা জাতি এবং ব্যক্তির পার্থক্যকে স্বীকার করে নেয় এবং একই সময়ে তাদের মধ্যে কোনো গোপন কাঠামো-বিন্যাস ও পছন্দ, মূল্যায়নকে স্বীকার করে না। আজকাল সবাই সমতা এবং সম্প্রীতি সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে উদার ভাষায় মত প্রকাশ করে। বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা হচ্ছে, এসব ধারণাগুলোকে প্রকৃত অবস্থার সাথে তুলনা করে, যেখানে একদিকে সমতা ও ন্যায়বিচারের পেশা এবং অন্যদিকে বরং সামান্য উপদেশমূলক বাস্তবতার পার্থক্য খুবই ব্যাপক।

তবে একটা বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা খুব সহজে দৃশ্যমান এবং সে কারণেই আমি এসব বক্তৃতায় ওসব বিষয়ের প্রতি এত জোর দিয়েছি। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তায় কী ছিল—তা দুটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার হবে। ইরাকের অবৈধ উপায়ে কুয়েত দখলের অব্যবহিত পরে পশ্চিমা জনগণের আলোচনায় শুধু আক্রমণের অগ্রহণযোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল চরম নিষ্ঠুরভাবে। যার উদ্দেশ্য ছিল : এটা শুধু কুয়েতের অস্তিত্ব বিলোপ করবে ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী ব্যবহার এবং এটা পরিষ্কার যে, বস্তুত এটা আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল। জনগণের বক্তব্য শুধু জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকে অনুপ্রাণিত করেছিল যা জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করবে এবং ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র অনুমোদনের দাবিও সমর্থন করবে। যে গুটিকতক বুদ্ধিজীবী ইরাকের দখলদারিত্ব এবং পরবর্তীতে অপারেশন 'ডেজার্ট স্টর্ম' নামে ব্যাপক আমেরিকান শক্তি প্রয়োগ—উভয়েরই বিরোধিতা করেছিলেন। আমার জানামতে, তাদের কেউই ইরাকের দখলদায়িত্বের পক্ষে কোনো উদাহরণ টানেন নি বা ক্ষমা করার প্রকৃত কোনো চেষ্টাও করেননি।

যখন বুশ প্রশাসন দখলদারিত্বের আলোচনামূলক বিকল্প সম্ভাবনা অবজ্ঞা করে ১৫ জানুয়ারির পূর্বে প্রতি-আক্রমণ শুরু হওয়ার সময়ে জাতিসংঘকে বিশাল শক্তি দিয়ে যুদ্ধের দিকে চালিত করেছিল এবং অন্য ভূখণ্ডের অবৈধ দখল এবং আক্রমণ-সংক্রান্ত জাতিসংঘের অন্য প্রস্তাব আলোচনা করতে অস্বীকার করেছিল তখন সেসব ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা তার ঘনিষ্ঠ মিত্ররা জড়িত ছিল। অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত উপসাগরীয় ঘটনা মূলত তেল এবং পরিকল্পিত শক্তির সাথে জড়িত। তা কখনও বুশ প্রশাসনের ঘোষিত নীতি ছিল না, বরং দেশ জুড়ে বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত বক্তব্য যে শক্তি প্রয়োগ করে, একতরফাভাবে ভূমি দখল করার ঘটনা অবৈধ—এই চিরায়ত ধারণার পরিপন্থী। আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের, যারা এই যুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন তাদের কাছে আমেরিকা ঠিক সেই সময় সার্বভৌম রাষ্ট্র পানামা আক্রমণ এবং কিছু সময়ের জন্য যে দখল করেছিল, সে ঘটনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। তাহলে নিশ্চিতভাবে ইরাকের সমালোচনা করলে আমেরিকাও কি স্বাভাবিকভাবে একই রকম সমালোচনার যোগ্য হয়ে ওঠে না? কিন্তু না, আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, সাদ্দাম ছিল একজন হিটলার। অপর দিকে 'আমরা' পরহিতকারী এবং নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং এটা ছিল একটি ন্যায়ের যুদ্ধ।

অথবা আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের কথা বিবেচনা করলে সেটাও সমানভাবে ভুল এবং নিন্দনীয় বিবেচিত। কিন্তু রাশিয়া আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগেই মার্কিন মিত্র যেমন ইসরাইল এবং তুরস্ক ভূমি অবৈধভাবে দখল করেছিল। একইভাবে আমেরিকার আরেক মিত্র ইন্দোনেশিয়া ১৯৭০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে অবৈধ আক্রমণে আক্ষরিক অর্থে শত শত হাজার পূর্ব-তিমুরবাসীকে হত্যা করেছিল। পূর্ব-তিমুরের ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে আমেরিকানরা যে জানত এবং সহযোগিতা করেছিল, তা দেখানোর মতো যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু আমেরিকার খুব কম বুদ্ধিজীবী, যারা সবসময়ের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের কুকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, তারাও এ বিষয়ে অনেক কথা বলেছিল।[২] এবং এটা ভীষণভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল ইন্দো-চায়নাতে আমেরিকার ব্যাপক আক্রমণ, যা সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ক্ষুদ্র বিশেষ করে কৃষক সমাজ সেখানে দুর্বলভাবে টিকে ছিল)। মনে হয় নীতি এমন ছিল, আমেরিকার বিদেশ এবং সেনানীতি-বিষয়ক দক্ষ পেশাজীবীদের অন্য বিশ্বশক্তি এবং ভিয়েতনাম ও আফগানিস্তানে এদের প্রতিনিধিত্বকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ে মনোনিবেশ করা উচিত, আর আমাদের অপকর্মগুলো নিতান্তই মূল্যহীন। এটাই সবচেয়ে উপযোগী রাষ্ট্রনীতি, একে চানক্যনীতিও বলা যায়।

সেগুলো অবশ্যই এ রকম। কিন্তু আমার লক্ষ্য হবে—সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীরা, যারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাস করেন, যারা দৃশ্যমানভাবে নিরপেক্ষ নৈতিক স্বাভাবিকতা এবং যুক্তিসিদ্ধ কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি দ্বারা ইতোমধ্যে বিব্রতকারী হিসেবে প্রমাণিত, সেখানে একজনের নিজ দেশের আচরণকে অন্ধভাবে সমর্থন করা এবং পাপগুলোকে অবজ্ঞা করা অথবা অলসভাবে কিছু বলা ঠিক নয়। আমি বিশ্বাস করি, তারা সবাই এটা করে। এবং এটাই পৃথিবীর নিয়ম—এ কথা বলা কি গ্রহণযোগ্য? এর পরিবর্তে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে, বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত ভ্রান্তশক্তির তোষামোদকারী হিসেবে বিকৃত হওয়া পেশাজীবী নয়। বরং আবারো বলতে গেলে—বুদ্ধিজীবীরা বিকল্প এবং নৈতিক স্থিতিসম্পন্ন, যা তাদের শক্তি সম্পর্কে সত্য বলতে দক্ষ করে তোলে।

এটা বলতে আমি এখানে ওল্ড টেস্টামেন্টের মতো কোনো বজ্রকণ্ঠকে বোঝাইনি। ঘোষণা করিনি যে, প্রত্যেকে পাপী ও দুষ্কৃতকারী। আমি এখানে বুঝিয়েছি, অধিকতর ভদ্র ও বহুলাংশে কার্যকর কিছুকে। আন্তর্জাতিক ব্যবহারের মানদণ্ড ও মানবাধিকারের সমর্থনকে উন্মুক্ত করতে চলমানতা সম্পর্কে বলাটা উৎসাহ ব্যঞ্জক। কিংবা ভবিষ্যৎবাচক অন্তঃদীক্ষার মাধ্যমে যেসব ব্যক্তিকে দিকনির্দেশক আলোর জন্য তার নিজের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দেওয়াকে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বের সব দেশ না হলেও অধিকাংশ দেশই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী। ১৯৪৮ সালে এ সনদ গৃহীত এবং ঘোষিত হল। জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে এটা পুনরায় সমর্থিত হল। যুদ্ধের আইনকানুন, বন্দীদের সাথে আচরণ, শ্রমিক, নারী, শিশু, অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের মানবাধিকারের জন্য সমানভাবে পবিত্র অঙ্গীকার এই সমঝোতায় রয়েছে। এই সব মহান ঘোষণার কোনোটিই অদক্ষ, সমবর্ণ কিংবা সাধারণ জনগণের সম্পর্কে কোনো কিছুই বলে না। যদিও সব কিছুই একই স্বাধীনতার সাথে সংযুক্ত।[৪] অবশ্য এই অধিকারসমূহ দৈনন্দিন ভিত্তিতে অমান্য করা হয়। আজ বসনিয়ায় গণহত্যা তারই সাক্ষ্য বহন করে। আমেরিকান, মিশরিয় কিংবা চাইনিজ সরকারের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলোর দিকে ব্যবহারিকভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়। অবিরামভাবে নয়, কিন্তু এগুলো ক্ষমতার লোকনীতি, যেগুলি যথাযথভাবে বুদ্ধিজীবীদের জন্য নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত সবার জন্য একই ধরনের মানদণ্ড ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নে যাদের ভূমিকা সামান্যই।

অবশ্য যেকোনো দেশের জনগণের কাছে দেশপ্রেম ও আনুগত্যের একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আর তাই বুদ্ধিজীবীরা জটিল কোনো যন্ত্র নয়। সে সমগ্র বোর্ডে গাণিতিকভাবে গৃহীত আইন, কানুনগুলোকে সজোরে নিক্ষেপ করে। অবশ্য কোনো সময়ের ভয় ও স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে এবং ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হিসেবে ক্ষমতা ও মনোযোগের ভয়ঙ্কর দক্ষতা নিয়ে সে কাজ করে। কিন্তু যে বিষয়গুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়ে ওঠে, তার উপর ঐক্যমত্য না থাকলে শোকের মাধ্যমে আমরা ঠিক কাজটাই করি। আমরা স্বপ্রশ্রয়পূর্ণ বস্তুকেন্দ্রিকতায় পুরোপুরি ভাসমান নই। কোনো পেশা কিংবা জাতীয়তার ভেতরে উদ্বাস্তু গ্রহণ করলেই শুধু উদ্বাস্তু গ্রহণ করা হয়, সকালের খবর পড়ে আমরা যে তাড়না পাই তার উত্তর এটি নয়।

কোনো ব্যক্তিই সবসময় জোড় দিয়ে সব বিষয়ের উপর বলতে পারেন না। কিন্তু আমি মনে করি, কারো নিজস্ব সমাজের বিশেষ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃত ক্ষমতা থাকা উচিত। যা তার নাগরিকদের নিকট কৈফিয়তযোগ্য, বিশেষ করে যখন ঐ ক্ষমতাগুলো অসম ও অনৈতিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় কিংবা বৈষম্য, দমন ও গোষ্ঠী-নিষ্ঠুরতার উদ্দেশ্যমূলক কর্মসূচীতে প্রয়োগ করা হয়। আমি আমার দ্বিতীয় বক্তৃতায় বলেছি, আমরা সবাই জাতীয় গণ্ডির মধ্যে বসবাস করি, আমরা জাতীয় ভাষা ব্যবহার করি এবং জাতীয় সম্প্রদায়ের ভেতরে বসবাসকারী একজন বুদ্ধিজীবীকে একটা বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমত: তাদের দেশ হচ্ছে চরমভাবে বিচিত্র অভিবাসী সমাজ এবং আকর্ষণীয় সব সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু এর মধ্যে যে দুর্দান্ত অবিচার ও বাহ্যিক হস্তক্ষেপ রয়েছে—তা অস্বীকার করা যায় না। যখন আমরা বুদ্ধিজীবীর পক্ষে অন্য কথা বলছি না, তখন নিশ্চিত মৌলিক বিষয়টি প্রাসঙ্গিক থাকবে। ভিন্নতা থাকার কারণে সন্দেহজনক দেশগুলো কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বশক্তি নয়।

উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে কোনো পরিস্থিতির বুদ্ধিবৃত্তিক অর্থ বলতে বিদ্যমান ও প্রাপ্য লোকাচারের সাথে অন্যান্য বিদ্যমান ও প্রাপ্য ঘটনাগুলোর তুলনা করা বোঝায়। এটা কোনো সহজ কাজ নয়। কারণ এক্ষেত্রে দলিল দস্তাবেজ, গবেষণা করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে টুকরো টুকরো নিখুঁত উপায় দরকার, পরে যার মধ্যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা সংঘঠিত হয় কিনা কিংবা আনুষ্ঠানিক আচ্ছাদন তৈরি করা যায় কিনা তা নিশ্চিত করা সম্ভব করতে হয়। প্রথম যে বিষয়টা জরুরী তা হচ্ছে—কী ঘটেছে সেটা খুঁজে বের করা এবং তারপর সেগুলোকে আলাদা ঘটনা হিসেবে নয় বরং অবিচ্ছেদ্য ঘটনার অংশ হিসেবে (এখানে কোনো বাইরের দেশ ও জাতি জড়িত কিনা) তা খুঁজে দেখতে হবে। আত্মপক্ষসমর্থনকারী, দক্ষ ব্যক্তি এবং পরিকল্পনাকারী কর্তৃক সম্পাদিত মানসম্মত বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণের অসংলগ্নতা হচ্ছে, পরিস্থিতির বিষয় হিসেবে অন্যদের দিকে মনোযোগ দেওয়া (সেখানে আমাদের অন্তর্ভুক্তি থাকে না বললেই চলে)। নৈতিক লোকাচারের সাথেও এর তুলনা করা হয় না। সত্য কথা বলার উদ্দেশ্য হল, আমাদের মতো প্রশাসনিকভাবে চালিত গণসমাজে কাজকর্মের ভালো পরিবেশ তৈরি করা এবং সে ধরনের নৈতিক নীতিমালা পালন করা। এই নীতিগুলোর মধ্যে শান্তি, বিরোধ মীমাংসা, কষ্ট লাঘব ইত্যাদি রয়েছে। আমেরিকান বাস্তববাদী দার্শনিক এবং সিএস পিয়ার্স এটাকে 'হরণ করা' বলেছেন। সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি এ বিষয়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন।[৫]

লেখায় ও বক্তৃতায় নিশ্চিতভাবে একজনের লক্ষ্য প্রত্যেককে দেখানো নয়, কতটা সত্য সে পালন করছে। বরং তার উচিৎ নৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা, যার মাধ্যমে আগ্রাসনকে দেখা হয় এমনভাবে যে, জনগণ কিংবা ব্যক্তির অন্যায় সাজা প্রতিরোধ কিংবা ত্যাগ করা হবে। যার মাধ্যমে অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকৃত চর্চা প্রত্যেকের লোকাচার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কতিপয় নির্বাচিত ব্যক্তির জন্য এটা ঈর্ষণীয় নয়। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, এগুলো প্রায়ই ভাবগত এবং অবোধগম্য লক্ষ্য। আর এক অর্থে, সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে আমার বিষয়ের সাথে বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত কার্য সম্পাদন হিসেবে প্রাসঙ্গিক নয়। যেমনটি আমি বলে এসেছি, যখন প্রবণতা হচ্ছে ফিরে যাওয়া অথবা হুকুম তামিল করা।

যা আপনি সঠিক বলে জানেন, কিন্তু গ্রহণ করতে চান না। এমনই এক জটিল ও নীতিগত অবস্থান থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে সরে যাওয়া, পরিহারকে উৎসাহিতকারী বুদ্ধিজীবীর মনের ঐ অভ্যাসগুলোর থেকে অধিকতর তিরস্কারযোগ্য আর কিছু হয় বলে আমার জানা নেই। আপনি অতিমাত্রায় রাজনীতিবিদ হতে চান না। আপনি বিতর্কিত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকেন। আপনার শিক্ষকের সমর্থন আপনি চান। ভারসাম্য, বস্তুনিষ্ঠ মধ্যবর্তী ভদ্র হওয়ার জন্য আপনি খ্যাতি ধরে রাখতে চান। আপনার আশা থাকে, আপনার কাছে প্রশ্ন আর আলাপ আলোচনা যাই করা হোক একটা সম্মানিত কমিটিতে এবং দায়িত্বপূর্ণ প্রধান ধারায় থাকার ইচ্ছাও আপনি পোষণ করেন। একদিন আপনি একটি সম্মানসূচক ডিগ্রি, বড় পুরস্কার পাওয়ার ও রাষ্ট্রদূত হওয়ার আশা করেন।

বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে মনের এই অভ্যাসগুলোই তার সত্তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে। যদি কিছু অস্বাভাবিক নিরপেক্ষ এবং চূড়ান্তভাবে প্রেক্ষিত বোধ বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনকে হত্যা করে, তবে সেটা হবে এই অভ্যাসের অন্তর্জাতিকায়ন। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেগুলোকে সব সমসাময়িক বিষয়গুলোর সবচেয়ে কঠিন একটির মধ্যে রেখেছি। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সংঘটিত অন্যায়মূলক কর্মকাণ্ডের উদাহরণ ফিলিস্তিন। এটা অনেকের পা রেখে রেখেছে। তারা সত্যটা জানে এবং সাধ্যমতো করতেও জানে। কারণ কোনো একজন ফিলিস্তিনির অধিকার ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠার (যেকোনো একজন তার সমর্থক) জন্য প্রতারণা ও কলঙ্ক অর্জন করা সত্ত্বেও সত্য কথা বলা উচিত। এটি নির্ভীক ও মমতাপূর্ণ করুণাময় বুদ্ধিজীবীর তুলে ধরা উচিত। পিএলও এবং ইসরায়েলের মধ্যে ১৯৯৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত অসলো চুক্তির ফলাফল হিসেবে এটি অধিকতর সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই চরম সীমাবদ্ধ সাফল্যের মাধ্যমে উদগত রমরমা অবস্থা এই বিষয়টিকে শৃঙ্খলিত করে তোলে। যা ফিলিস্তিনিদের অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়ার পরিবর্তে, চুক্তিটি কার্যকরভাবে দখলকৃত এলাকাগুলোর উপর ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘসূত্রিতাকে নিশ্চিত করে। এটা সমালোচনা করার অর্থ, আশা ও শান্তির বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে একটি অবস্থা গ্রহণ বোঝায়।

চূড়ান্তভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আমি একটি কথা বলব। বুদ্ধিজীবী পর্বতের চূড়ায় ওঠে না এবং চূড়া থেকে বিষোদগার করে না। স্পষ্টত আপনি সেই জায়গায় বক্তৃতা দিতে চাইবেন, যেখানে আপনার কথা সবচেয়ে ভালোভাবে শোনা হবে এবং আপনি এটিকে এমনভাবে তুলে ধরতে চাইবেন, যাতে চলমান প্রক্রিয়া কিংবা প্রকৃত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে শান্তি ও ন্যায়বিচারের কারণকে উল্লেখ করা যায়। হ্যাঁ, বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর নিঃসঙ্গ, কিন্তু এটি জোড়ালো হতে পারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি এটি কোনো আন্দোলনের বাস্তবতা, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সবার দ্বারা অংশগ্রহণকৃত সাধারণ আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। সুবিধাবাদ এই নির্দেশ দেয়, পাশ্চাত্যে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাস কিংবা অনাধুনিকায়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ—মাত্রার সমালোচনায় আপনি তাদেরকে তিরস্কার করতে পারেন এবং ইসরায়েলের গণতন্ত্রকে প্রশংসা করে যেতে পারেন। তখন আপনি শান্তি সম্পর্কে ভালো কিছু বলতে পারবেন। বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব হিসেবে আপনি অবশ্য ভাবতে পারেন যে, এসব বিষয়ে ফিলিস্তিনিদেরকে আপনার অবশ্যই বলা উচিত। কিন্তু আপনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে—নিউইয়র্ক, প্যারিস ও লন্ডনকে এসব বিষয়ে অবগত করা। কারণ এই দেশগুলোতে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারলে তা ফিলিস্তিনিদের মুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট সব ধরনের সন্ত্রাস ও চরমপন্থীদের থেকে মুক্তির ধারণাকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে। শুধুমাত্র দুর্বল বা খুব সহজে পরাজিত করা যায়, এমন দেশকে এসব বিষয়ে অবগত করালে তা তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না।

ক্ষমতায় থেকে সত্য কথা বলাটা পাগলামিজনিত কোনো আদর্শবাদ নয়। এটি সতর্কভাবে সম্পূরক বিষয়কে জটিল করছে, সঠিক জিনিসটা তুলে নিচ্ছে এবং তারপর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উপস্থাপন করছে, যেখানে এটি সর্বোচ্চ মঙ্গল এবং সঠিক পরিবর্তন ঘটাতে পারবে।

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র:

১. Peter Novick, *That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 628.

২. I have discussed the imperial context of this in detail in *Culture and Imperialism* (New York: Alfred A. Knopf, 1993) pp. 169-90.

৩. For an account of these dudious intellectual procedures, see Noam Chomsky, *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies* (Boston: South End Press, 1989).

৪. A fuller version of this argument is to be found in my "Nationalism, Human Rights, and Interpretation" in *Freedom and Interpretation: The Oxford Amnesty Lectures, 1992*, ed. Barbara Johnson (New York: Basic Books, 1993), pp. 175-205,

৫. Noam Chomsky, *Language and Mind* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), pp. 90-99.

৬. See my article "The Morning After," *London Review of Book*, 21 October 1993, Volume 15, no. 20, 3-5.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় - ছয়

যে দেবতারা সবসময় ব্যর্থ

তিনি ছিলেন একজন মেধাবী বাগ্মী এবং ইরানের ক্যারিসম্যাটিক বুদ্ধিজীবী। ১৯৭৮ সালের কোনো একসময়ে পশ্চিমে তার সাথে আমার পরিচয় হয়। একজন বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষক হিসেবে শাহের অ-জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা এবং সে বছরে অন্যান্য যারা তেহ্‌রানের ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে সময়ে তিনি ইমাম খোমেনির প্রশংসা করেন এবং খোমেনির চারপাশের তরুণ লোকদের সহযোগী হয়ে ওঠেন। এসব সহযোগী মুসলিম ছিল কিন্তু তারা ইসলামি জঙ্গী ছিল না। তাদের মধ্যে আবুল হাসান বানি সদর এবং সাদেক ঘোটজাদেহের মতো ব্যক্তিরা ছিলেন।

ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ পরে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতা সংহত হল। একটি গুরুত্বপূর্ণ মহানগরীর কেন্দ্রে একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমি পাশ্চাত্যে (নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময় যে ইরানে ফিরে গিয়েছিল) ফিরে আসলাম। আমার মনে পড়ে, তার সাথে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে এবং শাহের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যের প্যানেলগুলোর বিষয়ে তার সাথে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। তাকে আমি দেখি দীর্ঘ জিম্মি সংকটের (আমেরিকায় এটাই বলা হত) সময়, যখন তিনি নিয়মিতভাবে ঐসব দুষ্কৃতকারীদের প্রতি (যারা দূতাবাস দখল এবং পঞ্চাশজন বেসামরিক নাগরিককে জিম্মি হিসেবে আটক করার মূল পরিকল্পনা করেছিল) অসন্তোষ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। তার সম্পর্কে আমার অভ্রান্ত ধারণা ছিল, তিনি একজন ভদ্রলোক, যিনি নতুন ব্যবস্থার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তা প্রতিষ্ঠা ও লালন করার জন্য একজন অনুগত দূত হিসেবে যতদূর সম্ভব তিনি অগ্রসর হয়েছেন।

আমি তাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী মুসলিম হিসেবে জানতাম কিন্তু তিনি কোনোভাবেই ধর্মান্ধ ছিলেন না। সংশয়বাদ রক্ষা ও তার সরকারের উপর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ। আমার মনে হয়, তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ও যথাযথ বিভাজনের মাধ্যমে এটি করেছিলেন। কিন্তু তিনি কাউকে সন্দেহের মধ্যে রাখেননি, আমাদেরকে তো নয়ই। যদিও ইরান সরকারের ভেতর তার সহকর্মীদের কারো কারো সাথে তার মতানৈক্য ঘটে এবং তাদেরকে তিনি অতিমাত্রায় স্রোতে গা ভাসাতে দেখেন। তবুও খোমেনি ইরানের ক্ষমতায় ছিলেন এবং তার একজন অনুগত ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি যখন বৈরুতে আসেন তখন আমাকে বলেন, তিনি ফিলিস্তিনি নেতার সাথে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (এটা ঘটে যখন পিএলও এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামি বিপ্লব জোটবদ্ধ ছিল)। কারণ তিনি ইমামকে সমালোচনা করেছিলেন। আমার মনে হয় ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার কয়েক মাস আগেই তিনি রাষ্ট্রদূত পদ ছেড়ে দেন এবং রাষ্ট্রপতি বনি সদরের বিশেষ সহকারী হিসেবে ইরানে ফিরে আসেন। রাষ্ট্রপতি ও ইমামের মধ্যে ইতোমধ্যে বিরোধ শুরু হয় এবং রাষ্ট্রপতি এতে হেরে যান। খোমেনি কর্তৃক পোড় খাওয়ার অব্যবহিত পরেই বনি সদর নির্বাসনে চলে যান এবং আমার বন্ধুও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যদিও ইরানের বাইরে গিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে কঠিন সময় পার করছিলেন। বছরখানেক পরে তিনি খোমেনির ইরানের একজন কট্টর সমালোচক হয়ে ওঠেন এবং প্রায়শই সরকারকে আক্রমণ করেন। যে ব্যক্তিকে এক সময় নিউইয়র্ক ও লন্ডনের একই মঞ্চ থেকে তিনি সেবা করেছিলেন এবং যিনি সেখান থেকে তাদের উভয়কে রক্ষা করেছিলেন, আমেরিকার ভূমিকা সম্পর্কেও সমালোচনা করতে তিনি ছাড়েননি। এরপরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কথা বলেছেন। শাহের আমলের প্রথম দিককার স্মৃতিচারণ এবং এর প্রতি আমেরিকার সমর্থন তার সত্ত্বাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে।

১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের কয়েক মাস পরে আমি যখন তাকে যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে শুনলাম, তখন আমার আরো কষ্ট হল। এই সময়ে তিনি ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলেন। ইউরোপীয় বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ এই দুইয়ের ভেতরের দ্বন্দ্বে যেকোনো ব্যক্তির সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নেয়া উচিত। আমি অবাক হলাম। আমার মতে এ বিষয়ের সূত্র প্রবক্তাদের কেউই ধরতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এটাই সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর ও প্রত্যাশিত ছিল যে, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়কেই তারা বাতিল করতে চাইতেন।

যাই হোক না কেন, সমসাময়িক একজন বুদ্ধিজীবী যেসব দোটানায় পড়ে, উপরোক্ত গল্পে সেগুলোর একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যাকে আমি এ পর্যন্ত সরকারি ক্ষেত্র বলে এসেছি, সেখানে তাদের আগ্রহ শুধু তত্ত্বগত কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সাথে সম্পর্কিত। এখানে যুক্ত হওয়ার জন্য একজন বুদ্ধিজীবীর কতদূর পর্যন্ত যাওয়া উচিত? তার কি রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়া উচিত? প্রকৃত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ব্যক্তি ও কর্মক্ষেত্রে যেসব ধ্যানধারণা প্রোথিত ছিল—তা পালন করে একজন সত্যিকার বিশ্বাসী হওয়া কি সম্ভব? কিংবা অন্যদিকে, পরবর্তী প্রতারণা ও মোহের কষ্ট ভোগ না করে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার অধিকতর অবিন্যস্ত পদ্ধতি আছে কি? কতদূর পর্যন্ত একজন ব্যক্তি এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে? এবং একই সাথে পূর্বের সরকারি মত বা বিশ্বাস পরিহার ও দোষ স্বীকার না করে একজন ব্যক্তি কি তার মানসিক স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে পারবে?

এটাই সত্য যে, আমার ইরানী বন্ধুর ইসলামী চিন্তা-চেতনায় ফিরে যাওয়া এবং তা থেকে একটা দৃশ্যত ধর্মীয় আলোচনা সম্পূর্ণভাবে কাকতালীয় নয়। একই সাথে এই নাটকীয় রূপান্তর তার বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে পাল্টা-ধর্মান্তরিত হিসেবে তাকে তুলে ধরে। এ কারণে তাকে আমি ইসলামী বিপ্লবের একজন সমর্থক এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তীতে এই কাতারের একজন বুদ্ধিজীবী সৈনিক হিসেবে দেখব নাকি একজন সুস্পষ্টবাদী সমালোচক হিসেবে দেখব যিনি বিষয়টিকে প্রায় সম্পূর্ণ বিরক্তিকর হিসেবে ত্যাগ করেছিলেন। আমার বন্ধুর আন্তরিকতা নিয়ে আমি কখনোই সন্দেহ করিনি। বিতার্কিক হিসেবে তার প্রথম ভূমিকা যেমনটি, তেমনি দ্বিতীয় ভূমিকায়ও তার জোরালো অবস্থান ছিল—প্রবল আবেগপূর্ণ, সাবলীল এবং দ্যুতিময়ভাবে কার্যকরী।

আমি এটা ভান করব না যে, আমার বন্ধুদের বলয় থেকে আমি বিচ্ছিন্ন ছিলাম। সত্তরের দশকে ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থক হিসেবে তিনি এবং আমি যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল, যুক্তরাষ্ট্র শাহ্‌কে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং অযৌক্তিক ও নৈরাজ্যজনকভাবে ইসরাইলকে সমর্থন দিয়েছে। আমরা দেখলাম জনগণ এই নিষ্ঠুর অসংবেদনশীল নীতির (যেমন দমন ও দারিদ্রীকরণের) শিকার। আমরা দুজনই নির্বাসিত ছিলাম। যদিও আমি স্বীকার করি, তখনও আমি নিজেকে বাকী জীবনের জন্য অবসর দিয়েছিলাম, যখন আমার বন্ধুর দল জয়লাভ করল। আমি বিজয় আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলাম এই কারণে নয় যে, সে অবশেষে বাড়ি ফিরতে পারবে। ১৯৬৭ সালে আরবে পরাজয় থেকে সাফল্যজনক ইরান বিপ্লব, যা ধর্মযাজক ও সাধারণ মানুষের জোটের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল, এবং যা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মার্ক্সীয় মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষজ্ঞদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত করেছিল, তা এই এলাকার পশ্চিমা আধিপত্যের প্রতি প্রথম বড় ধরনের ধাক্কা। আমরা দুজনই এটিকে বিজয় হিসেবে বিবেচনা করলাম।

তবুও আমার মতো একজন মৃদু, একগুয়ে ইহজাগতিক বুদ্ধিজীবীকে বিশেষ করে খোমেনি কখনো সাথে নেননি। এমনকি একজন সর্বময় শাসক হিসেবে তার লুকায়িত ব্যক্তিত্ব ও অন্ধকারময় স্বৈরাচারী রূপ প্রকাশ করার আগ পর্যন্তও না। প্রকৃতিগতভাবে যোগাযোগকারী বা দলীয় সদস্য না হওয়ায় আমি কখনোই কাজে যোগ দেইনি। আমি নিশ্চিতভাবে প্রান্তিক ক্ষমতার বাইরে থেকে প্রান্তিকতায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হয়তো ঐ চক্রের মধ্যে কোনো অবস্থান অধিকার করার মতো মেধা আমার ছিল না। তাই আমি বহিরাগত হবার গুণগুলোকে যৌক্তিকীকরণ করেছি। শুধুমাত্র নারী-পুরুষে আমি কখনোই বিশ্বাস করতে পারিনি—কারণ তারা শুধুমাত্র নারী-পুরুষ, যারা শক্তির নেতৃত্ব দেয়, দল ও দেশ চালায়। মূলত তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন কর্তৃত্বকে উন্মোচন করে। ক্ষমতাধরের প্রতি আনুগত্য ও জাতীয় বীরের ধ্যানধারণা যেগুলো অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সে বিষয়গুলোও সবসময় আমাকে শীতল করে ফেলে। যখন আমি আমার বন্ধুকে কখনো যোগ দিতে, পরে ছেড়ে দিতে এবং তারপরে আবার যোগ দিতে দেখলাম যা কখনো কখনো বৃহৎ আয়োজন বা বর্জনের মধ্য দিয়ে চলেছে (যেমন—পশ্চিমা পাসপোর্ট দেয়া আবার তা ফিরিয়ে নেয়া) তখন আমি আনন্দে এতই অভিভূত হলাম যে, মার্কিন নাগরিকত্ব নিয়ে ফিলিস্তিনি হওয়াটাই আমার একমাত্র নিয়তি বলে মনে হল। আমার বাকী জীবনের জন্য আকর্ষণীয় আর কোনো বিকল্পের প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ বছর ধরে আমি ফিলিস্তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাসিত ফিলিস্তিন সংসদের স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে কাজ করি। এ যাবৎ আমি প্রায় সাতটি সভায় যোগ দিয়েছিলাম। সংহতির কাজ কিংবা রক্ষণাত্মক কাজের কর্মী হিসেবে আমি পরিষদে ছিলাম। কেননা পাশ্চাত্যে আমার মনে হল, এভাবে কাউকে ফিলিস্তিনি হিসেবে প্রতীকী অর্থে প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ইসরায়েলি নীতির প্রতিরোধ করতে এবং ফিলিস্তিনি আত্মসংকল্প জয় করতে নিজেকে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট করবেন। সরকারি পদ গ্রহণের সব প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি কখনোই কোনো দলে যোগ দিইনি। Intifada-র তৃতীয় বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ফিলিস্তিনি নীতির কারণে আমি বিচলিত হই। আরবিতে আমি আমার মতামতগুলো প্রকাশ করি। আমি কখনোই সংগ্রামকে পরিত্যাগ করিনি, অথবা ইসরায়েল কিংবা আমেরিকার পক্ষে যোগ দিইনি। আমি জনগণের নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুর প্রধান লেখক হিসেবে নিজেকে দেখি বলে ক্ষমতাসীনদের সাথে হাত মেলাইনি। অনুরূপভাবে, আমি কখনোই আরব রাষ্ট্রগুলোর নীতিগুলো সম্প্রসারিত করিনি কিংবা সরকারি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি।

আমি স্বীকার করতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত যে, হয়তো আমার এই অতি-প্রতিবাদধর্মী অবস্থান প্রয়োজনীয়ভাবে অসম্ভব হিসেবে হেরে যাওয়ার ফলাফলের বর্ধিত রূপ। (একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে সাধারণভাবে আমাদের এলাকাভিত্তিক সার্বভৌমত্বের অভাব রয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজয় আছে এবং সেগুলো উদযাপনের সামান্যই অবকাশ আমাদের রয়েছে। হয়তো তারাও আমার অনাগ্রহকে অন্যান্যদের যৌক্তিকভাবে কোনো দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কাউকে দোষী সাব্যস্তকরণ এবং চুক্তি করার মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব ছিল না। ধর্মান্তরিত ও সত্যিকার বিশ্বাসীদের আগ্রহের ধর্মীয়গুণের উপর বাইরের লোকের সংশয়বাদী স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার ব্যাপারটি আমি কখনোই মেনে নিতে পারিনি। আমি দেখলাম, ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসের ইসরায়েল ও পিএলও সমঝোতা ঘোষণার এই সমালোচনামূলক বিযুক্তিবোধের পর আমার উপস্থাপন অন্য রকম হয়। (কতটা ভালোভাবে, সে সম্পর্কে আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নই।) আমার কাছে মনে হল, সুখও সন্তুষ্টির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সম্পর্কে কিছু না বলে গণমাধ্যম আরোপিত রমরমা অবস্থাকে ভয়ানক যথার্থ ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান করা হল। পিএলও নেতৃত্ব ইসরায়েলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, এ কথাও তখন বলা হয়েছে। ঐ সময়ে এসব কথা বলাটা হচ্ছে, কাউকে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর মধ্যে ফেলে দেওয়া। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, এটিকে নৈতিক কারণ বলা যেতে পারে। তবুও আমার মনে পড়ে, ইরানের অভিজ্ঞতাসমূহ ধর্মান্তরিতকরণ ও সরকারি মত পরিহারের অন্যান্য কতিপয় প্রত্যক্ষ তুলনার সাথে সম্পর্কিত। এগুলো বিংশ শতকের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতাকে চিহ্নিত করেছে। পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে যতদূর আমি জানি, সবকিছুই আমি এখানে বিবেচনা করতে চাই।

প্রথমে আমি আমার বক্তব্যকে অনিশ্চিত করে তুলতে চাই না। যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক দেবতার আমি বিরোধী কিংবা তাতে আমার কোনো বিশ্বাস নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

উভয়টিকেই আমি বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে বেমানান বলে মনে করি। এ থেকে এটি বোঝা যায় না যে, বুদ্ধিজীবী পানির কাছাকাছি থাকে, মাঝে মাঝে পা ডোবায় এবং অধিকাংশ সময়ই সে শুকনো থাকে। যা কিছু আমি এই বক্তৃতামালায় তুলে ধরেছি, তার মধ্যে রয়েছে—বুদ্ধিজীবীর আন্তরিক সংযোগ, ঝুঁকি, প্রকাশ, নীতির প্রতি আস্থা, বিতর্কে ঝুঁকি এবং বৈশ্বিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা। উদাহরণ হিসেব বলা যায়, একজন পেশাদার ও একজন অপেশাদারের মধ্যে যে পার্থক্য আমি আগেই তুলে ধরেছি, তা যথাযথভাবে এর উপর নির্ভর করে। পেশাজীবী পেশার উপর নির্ভর করে। পেশাজীবী পেশার উপর ভিত্তি করে বিযুক্তি দাবি করে এবং বস্তুনিষ্ঠতার ভান করে। অন্যদিকে অপেশাদার পুরস্কার কিংবা তাৎক্ষণিক কোনো জীবন পরিকল্পনার দ্বারা সে প্ররোচিত হয় না। বরং সে সরকারি কর্মক্ষেত্রের ধারণাও মূল্যবোধের প্রতি সংকল্পবদ্ধ সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে সব কিছু যাচাই করে। পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক জগতের দিকে ধাবিত হয় কারণ ঐ জগতটা ক্ষমতা ও স্বার্থের বিবেচনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে, যা প্রতিষ্ঠান কিংবা পরীক্ষাগারের মতো নয়। এগুলো সমগ্র সমাজ কিংবা জাতিকে পরিচালিত করে, যা বুদ্ধিজীবীকে ব্যাখ্যার অবিন্যস্ত প্রশ্নগুলোকে সামাজিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

যে সকল বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত বৃত্তি সুনির্দিষ্ট মতামত, ধ্যানধারণা ও আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে, প্রত্যেক সমাজে সেগুলো কার্যকর করাতে হবে। যে বুদ্ধিজীবী লেখাকে তার নিজের জন্য প্রকৃত অধ্যয়নের কিংবা বিমূর্ত বিজ্ঞানের জন্য বলে দাবী করে, তা কখনোই হতে পারে না এবং তা বিশ্বাসও করা যাবে না। বিংশ শতকের বিখ্যাত লেখক জ্যাঁ জেনেট একবার বলেছেন, যে মুহূর্তে আপনি কোনো সমাজে প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করেন, আপনি তখন রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন। যদি আপনি রাজনীতিবিদ না হতে চান, তবে প্রবন্ধ রচনা করবেন না কিংবা বলবেন না যে, আপনি রচনা করেছেন।

www.amarboi.com

ধর্মান্তরিতকরণের বিষয়টির প্রাণকেন্দ্র শুধু কথার মধ্যে নয়, বরং কাজের মধ্যে যোগ দেওয়া। যদিও কেউ কেউ সহযোগিতা শব্দটি ব্যবহার করতে ঘৃণাবোধ করেন। সাধারণভাবে পাশ্চাত্যে এবং বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় এই ধরনের অধিকতর অসম্মানজনক ও দুঃখজনক উদাহরণ কমই ব্যবহার করা হয়েছে, যখন সাহসী বুদ্ধিজীবীরা সারা বিশ্বে জনগণের হৃদয় ও মনের সংগ্রাম বলে বিবেচিত হয়েছেন। রিচার্ড ক্রসম্যান ১৯৪৯ সালে একটি বিখ্যাত বই সম্পাদনা করেন। যার শিরোনাম ছিল 'The God That Failed' এখানে ঠাণ্ডাযুদ্ধের বুদ্ধিবৃত্তিক দিককে অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ইগনাজিয়ো সিলোন, আন্দ্রে গাইড, আর্থার কোয়েস্টলার ও স্টিফেন স্পেন্ডারের মতো বিখ্যাত পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের প্রতারণার প্রমাণ হিসেবে 'The God That Failed' তাদের প্রত্যেককে মস্কো যাওয়ার অভিজ্ঞতাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরিহার্যভাবে তাদের মোহমুক্তি ঘটায় এবং অসমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আলিঙ্গন ঘটে। ক্রসম্যান জোড়ালো ধর্মতাত্ত্বিক শব্দে তার বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন, "একসময় শয়তান স্বর্গে বসবাস করত, যারা তার সাক্ষাত পায়নি তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে দেখে দেবদূত মনে কর।"[১] এটা অবশ্য কেবল রাজনীতিই নয় বরং নৈতিকতার অনুশীলনও বটে। বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রাম আত্মার সংগ্রামে রূপান্তিরিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীর জীবনে এসবের বাস্তবায়ন খুবই অকল্যাণকর হয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভূ-উপগ্রহে দেখা গেছে, যেখানে অনুষ্ঠানের অনুশীলন, গণউচ্ছ্বাস চলছিল ও বড় ধরনের প্রবেশ ব্যবস্থার বিপরীত দিকে লেজার পর্দায় আতঙ্ককর অগ্নিপরীক্ষায় তারা মেতে উঠেছে।

পাশ্চাত্যে আগের কমরেডদের অনেককেই সরকারে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। The God That Failed বইয়ে সে সব উৎসবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এটি যথেষ্ট উন্মত্ততা প্রকাশ করে। ১৯৫০ সালে স্কুল ছাত্র হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা আমার মতো একজন বালকের জন্য এটি যথেষ্ট উন্মত্ততার বিষয়। তখন Mccarthyism চলছে। এটি সবাইকে রহস্যজনকভাবে অর্থহীন বিরুদ্ধাচরণের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করে। আজকের দিনেও এটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ভীতিকে অতিরঞ্জিত করে তুলেছে। এটি আত্ম-উন্মত্ত পরিস্থিতি, এটি যৌক্তিক ও আত্মসমালোচনামূলক বিশ্লেষণের উপর অচিন্ত্যনীয় Manicheanism-এর বিজয়কে নির্দেশ করে।

কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের উপরই সমস্ত ক্যারিয়ার গঠিত হয় না। বরং সাম্যবাদ কিংবা অনুশোচনা, বন্ধু অথবা সহকর্মীদের জানানোর উপর কিংবা প্রাক্তন শত্রুদের সাথে আবার সহযোগিতা গড়ে তোলার উপরও এসব নির্ভর করে। এসব বিষয়ের সকল ব্যবস্থাই সাম্যবাদ বিরোধিতা থেকে গৃহীত। গত কয়েক বছরের স্বল্পজীবী উত্তরাধিকার বিষয়ক আদর্শগত মতবাদের প্রেক্ষিতে কাল্পনিকতাবাদ থেকে গৃহীত। স্বাধীনতার পরোক্ষ সুরক্ষা থেকে দূরে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত সাম্যবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার কংগ্রেসের মতো অব্যতিক্রমী গোষ্ঠীর প্রতি সি.আই.এ-র বাহ্যিক সমর্থন আমাদের সামনে ভিন্ন কিছু তুলে ধরে। যা The God That Failed-এর বিশ্বব্যাপী বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত, কেবল তাই নয় বরং 'এনকাউন্টার' এর মতো ম্যাগাজিনের জন্য ভর্তুকি প্রদানের সাথেও যুক্ত এবং সেই সাথে শ্রমিক সংঘর্ষে ছাত্র সংগঠন, গির্জা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত।

স্পষ্টত সাম্যবাদ বিরোধের নামে সাফল্যজনকভাবে যে সব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তার অনেকগুলোই সমর্থকদের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে আন্দোলন হিসেবে। প্রথমত উন্মুক্ত, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার দুর্নীতি এবং সুসমাচার ও চূড়ান্তভাবে অযৌক্তিক 'করণীয় ও অকরণীয়' আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক বিতর্ক সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত: জনগণের মধ্যে আত্ম-অঙ্গহানির বিশেষ বিশেষ রূপ আজকের দিনেও প্রচলিত রয়েছে। এই উভয় বিষয়ই পুরস্কার ও বিশেষ ক্ষমতা সংগ্রহের ঘৃণ্য অভ্যাসের সাথে জড়িত। তা একই ব্যক্তির জন্য ধ্যানধারণা পরিবর্তন করতে এবং তারপরে নতুন পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে পুরস্কৃত হতে কাজে লেগেছে।

আমি এখানে কিছু সময়ের জন্য ধর্মান্তরিত ও আগের মতো পরিবর্তনের দুঃখজনক ও নান্দনিক দিকগুলো উল্লেখ করতে চাই। কিভাবে একজন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়? সম্মতি ও পরবর্তীতে স্বপক্ষ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে আত্ম-নিবিষ্টতাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই সাথে প্রদর্শনবাদ তৈরি করে (জনগণের স্পর্শ ও সহানুভূতি হারায়)। এই বক্তৃতাগুলোতে আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, আদর্শিকভাবে বুদ্ধিজীবী মুক্তি ও শিক্ষণের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু বিমূর্ত কিংবা রক্তমাংসহীন এবং দূরে থাকা দেবতার সেবা সে কখনোই করে না। বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধিত্ব সবসময় সমাজের চলমান আভিজাত্যবাদের মুষ্টিমেয় অংশের বা জৈবিক অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যারা এসে প্রতিনিধিত্ব করে এবং ঐ ধ্যানধারণাগুলো শ্রোতাদের কাছে প্রদর্শিত হয় অর্থাৎ দরিদ্রদের ক্ষেত্রে, সুবিধাবঞ্চিতদের, ভাষাহীনদের, অপ্রতিনিধিদের এবং ক্ষমতাহীনদের সম্পর্কে এগুলো সমানভাবে কঠিন ও চলমান। সেগুলো আদর্শায়িত হয়ে টিকে থাকতে পারে না এবং তার পরে মতবাদ, ধর্মীয় ঘোষণা ও পেশাগত পদ্ধতিতে মিশে যায়।

এই ধরনের বদল বুদ্ধিজীবী ও সে যে আন্দোলন কিংবা প্রক্রিয়ার অংশীদার—এ দুয়ের মধ্যে জীবন্ত সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। অধিকন্তু একজন সম্পর্কে ভাবার, একজনের মতামত প্রকাশ করা এবং তার সত্যতা ও অবস্থান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এসব বিষয় আতঙ্ক ও বিপদ হিসেবেই বিবেচিত হয়। The God That Failed বইটি পড়ে আমার কাছে হতাশাজনক বিষয় মনে হয়েছে। আমি প্রশ্ন করতে চাই, কেন আপনি বুদ্ধিজীবী হিসেবে দেবতায় বিশ্বাস করেন? তাছাড়া, কে আপনাকে এই কল্পনা করতে অধিকার দিয়েছে, আপনার প্রাথমিক বিশ্বাস এবং পরবর্তী মোহভঙ্গতা কেন গুরুত্বপূর্ণ? আমার কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপলব্ধিও ব্যক্তিগত বিষয়। যখন কোনো গোঁড়া ব্যবস্থা চালু হয়, যার একদিক খুব ভালো এবং অন্যদিক খুব খারাপ। তখন এসব প্রক্রিয়ার বড় ধরনের আন্তঃপরিবর্তনের মিথস্ক্রিয়ার পরিপূরক ঘটানো হয়। অর্থাৎ ইহজাগতিক বুদ্ধিজীবী এখানে অপাংক্তেয় এবং আরেকজনের জায়গার উপর সীমালঙ্ঘন হিসেবেও এই কাজকে দেখা হয়। রাজনীতিতে ধর্মীয় উৎসাহ প্রবল হয়ে ওঠে। প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় এমনটি লক্ষ্য করা যায়। সেখানে আদিবাসীদের হত্যা করা হয়েছে, গণহত্যা হয়েছে এবং সীমাহীন দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, যা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে।

বিড়ম্বনা হচ্ছে, প্রাক্তন ধর্মান্তরিত ও নতুন বিশ্বাসী উভয়ই সমানভাবে অসহিষ্ণু, সমানভাবে গোঁড়া ও হিংস্র। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চরম বামপন্থী থেকে চরম ডানপন্থীতে পরিণত হওয়া বিরক্তিকর শিল্প হয়ে উঠেছে, যা স্বাধীনতা ও নবজাগরণের ভান করে। কিন্তু বিশেষ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিগানবাদ ও থ্যাচারবাদের ক্ষমতায় আরোহণকে প্রতিফলিত করে। আত্ম-অগ্রগতির মার্কিন শাখায় এই বিশেষ ধরনের ব্র্যান্ড নিজেকে দ্বিতীয় চিন্তা বলে অভিহিত করেছে। প্রথম চিন্তাকে গত শতকের ষাট দশকে সংস্কারপন্থী ও অন্যায়—উভয়ই বলা হয়। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় চিন্তাসমূহ আন্দোলনে রূপ নিতে চাইলে ব্রাডলি ও ওলিন ফাউণ্ডেশনের মতো ডানপন্থী Maecenases এর মাধ্যমে ভালোভাবে সংগৃহীত হয়। এসবের সুনির্দিষ্ট প্রযোজক হলেন ডেবিড হোরোউইটজ ও পিটার কোলিয়ার, যাদের কলম থেকে বইয়ের ফল্গুধারা বের হতে থাকে। এগুলোর অধিকাংশই প্রাক্তন সংস্কারবাদীর প্রকাশ নির্দেশ করে, যারা আলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছে এবং তাদের একজনের ভাষায় এরা পরবর্তীতে মার্কিনপন্থী ও সাম্যবাদ বিরোধী হয়ে উঠেছিল।২

যদি ষাটের দশকের উদারপন্থীরা তাদের ভিয়েতনাম-বিরোধী এবং আমেরিকা-বিরোধী বিতর্ক কুশলীদেরকে নিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী ও বিশ্বাসে স্বনাটকীয় হন, তবে দ্বিতীয় চিন্তাবিদেরা সমানভাবে উচ্চকণ্ঠ ও দৃঢ়প্রত্যয়ী। কেবলমাত্র সমস্যা হল যে, এখন আর কোনো সাম্যবাদী বিশ্ব নেই, দুষ্কৃতকারীদের কোনো সাম্রাজ্য নেই। যদিও অতীত সম্পর্কে অনুতপ্ত ধার্মিক উচ্চ স্বরে সব প্রকাশ করে ও নিজের খারাপ বিষয়গুলো বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে চুপচাপ রাখে। নীচে যদিও, এক দেবতা থেকে আরেক দেবতার কাছে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা রয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তাই উদযাপিত হচ্ছিল। যা একসময় উৎসাহমূলক আদর্শবাদ ও বর্তমান সামাজিক মর্যাদা অসন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তা সামান্যীকরণ করা হল এবং পুনরায় রূপ দেওয়া হল, দ্বিতীয় চিন্তাবিদদের মাধ্যমে। আমেরিকার শত্রু ও সাম্যবাদী নৃশংসতার প্রতি অপরাধমূলক অন্ধত্বের সামনে এটি করা হল, যাকে তারা 'নষ্ট করা' বলত, তার চেয়ে এটি সামান্য বেশি ছিল।৩

আরব বিশ্বে সাহসীরা (যদিও তারা খোলামেলা এবং মাঝে মাঝে ধ্বংসাত্মক) নাসেরের আমলের প্যান-আরব জাতীয়তাবাদের যা ১৯৭০ সালের মধ্যে কমে গিয়েছিল, তা একগুচ্ছ স্থানীয় ও আঞ্চলিক ধর্মীয় মতবাদ দ্বারা পুনঃস্থাপিত হয়। তাদের অধিকাংশই কর্কশ ও অজনপ্রিয়ভাবে প্রশাসন চালায়। সেগুলো এখন ইসলামিক সামগ্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বারা হুমকিগ্রস্ত। প্রত্যেক আরব দেশেই একটি ইহজাগতিক সাংস্কৃতিক বিরোধ বর্তমান রয়েছে। অধিকাংশ নামীদামী লেখক, শিল্পী, রাজনৈতিক ধারাভাষ্যকার, বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত এর অংশ এবং যদিও তারা সংখ্যালঘু তৈরি করে, যাদের অনেকেই নীরবে নির্বাসনে চলে গেছে।

আরও একটি অশুভ প্রপঞ্চ হচ্ছে, ক্ষমতা ও তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের সম্পদ। অসংখ্য পাশ্চাত্য গণমাধ্যম সিরিয়া এবং ইরাকের বাথ শাসনামলের দিকে জোর নজর দিয়েছে। এই দুই দেশের সরকারের উপর ক্রমাগত পশ্চিমা চাপকে বিবেচনা করে এই গণমাধ্যমগুলো একাডেমিক ব্যক্তি, লেখক, শিল্পীদেরকে অর্থের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করেছে। উপসাগরীয় যুদ্ধ ও সংকটের সময়ে এই চাপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংকটের আগে 'আরববাদ' প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে সমর্থিত ও রক্ষিত হয়েছে। এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই স্বপক্ষ ত্যাগের বিষয়কে এগিয়ে নেওয়া এবং বান্দুজ সম্মেলনে ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-পরবর্তী উদ্দীপনায় বিশ্বাস করত। ইরাকের কুয়েত দখলের অব্যবহিত পরে বুদ্ধিজীবীরা পুনরায় নাটকীয় জোট গঠন করে। এটা বলা হয়েছে যে, অনেক সাংবাদিকসহ মিশরীয় প্রকাশনা শিল্পগুলোকে সকল বিভাগে বিপরীতমুখী করেছে। প্রাক্তন আরব জাতীয়তাবাদীরা হঠাৎ করে সৌদিআরব ও কুয়েতের প্রশংসা শুরু করল। অতীতের শত্রুদের, বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদের বিপরীতমুখীতার জন্য লোভনীয় পুরস্কার প্রস্তাব করা হত। কিন্তু আরবের দ্বিতীয় সারির চিন্তাবিদরা সহসাই ইসলামের প্রতি তাদের আবেগ এবং উপসাগরীয় সাম্রাজ্যের গুণাগুণ বুঝতে পারেন। মাত্র দুই-এক বছর আগে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকেই আরবীয়দের পুরনো শত্রু ইরানিদের বিপক্ষে যুদ্ধে সাদ্দামসহ ইরাকিদেরকে ভর্তুকি ও অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। সে সময়ের ভাষা ছিল সমালোচনাহীন, আড়ম্বর ও আবেগপূর্ণ এবং এর মধ্যে বীরভক্ত ও কপটধার্মিকতার আভাস ছিল। সৌদিআরব কর্তৃক জর্জ বুশ এবং তার সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানো হলে এই কণ্ঠস্বরগুলো বদলে যায়। এসময়ে তারা আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন করে যা আরব জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। যা বর্তমান সরকারের জন্য এক ধরনের সমালোচনাহীন সমর্থন প্রদান করে।

বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান বহিঃশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য, আরবের বুদ্ধিজীবীদের কাজকে আরও কঠিন করে তুলেছে। একসময় যা ছিল গোড়া, ক্লিশে-একঘেয়ে, উপহাসযোগ্য এবং মার্কিন-বিরোধী। ক্ষমতার দাপটে তা আমেরিকাবাদে পরিবর্তিত হয়। আরববিশ্ব বিশেষ করে যারা উপসাগরীয় সাহায্যগ্রহীতা হিসেবে পরিচিত, এমন সব পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। কোনো শাসনামলের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ করা হয়, যেটা বাস্তবিক অর্থে একসময় বন্ধই হয়ে যায়।

সহসাই ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরবীয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের নতুন ভূমিকা খুঁজে পায়। তারা একসময় সামরিক মার্ক্সবাদী, কিছুটা ট্রটস্কিপন্থী এবং ফিলিস্তিনি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ইরানি বিপ্লবের পর তাদের কেউ কেউ ইসলামি হয়েছিলেন। প্রভুরা তাড়িত হলে এসব বুদ্ধিজীবীরা, কিছু চিন্তিত অনুসন্ধান সত্ত্বেও চুপ হয়ে যান। কারণ তারা নতুন প্রভু খুঁজছিলেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে একজন, যিনি একসময় বিশ্বস্ত ট্রটস্কিপন্থী ছিলেন, অনেকের মতো তিনিও পরবর্তীতে বামপন্থী অবস্থান ত্যাগ করেছিলেন। উপসাগরে তিনি চমৎকার জীবনযাপন করতেন। উপসাগরীয় সংকটের আগে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন (বিশেষত আরব শাসনকালের নির্বিকার সমালোচক ছিলেন)। তিনি কখনোই তার নিজের নামে লিখতেন না, বরং তার পরিচয় গোপন করার জন্য ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। পশ্চিমা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি বৈষম্যহীন এবং উন্মত্তভাবে আরব সভ্যতার বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

এখন প্রত্যেকেই জানে, যুক্তরাষ্ট্র-নীতি কিংবা ইসরায়েলের নীতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য সংবাদমাধ্যমে কোনো কিছু বলা মারাত্মক কঠিন। অন্যদিকে, জাতি ও সংস্কৃতি হিসেবে কিংবা ধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘিরে আরবের প্রতি শত্রুতা সম্পর্কে পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যমে কোনো কিছু বলা খুবই সহজ কাজ। কেননা কার্যত পাশ্চাত্য এবং মুসলিম ও আরব বিশ্বের মুখপাত্রদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ লেগেই থাকে। সবচেয়ে কঠিন যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে সমালোচনা, বাগাড়ম্বরপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে করতে হয়, যা কার্পেট বোমাবর্ষণের সমতুল্য এবং এর পরিবর্তে অজনপ্রিয় ভোক্তা আমলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের মতো বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করতে হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রে লেখালেখি-করা একজন ব্যক্তি কিছুটা মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন।

অবশ্য অন্যদিকে দর্শক পাওয়ার গুণগত নিশ্চয়তা থাকে। যদি আরব বুদ্ধিজীবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে সমর্থন করেন এবং এর সমালোচকদের আক্রমণ করেন, তারা যদি আরবীয় হন, আপনি তাদের দুষ্কর্ম প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য আবিষ্কার করতে পারেন। যদি তারা আমেরিকান হন, আপনি তাদের নিয়ে এমন গল্প তৈরি করতে পারেন—যা তাদের চাতুর্য্য প্রমাণ করে। আরব ও মুসলিমদের নিয়ে আপনি এমন গল্প ফাঁদতে পারেন, যা তাদের ঐতিহ্যের খ্যাতি নষ্ট করে, তাদের ইতিহাসকে বিকৃত করে, তাদের দুর্বলতাকে আঘাত করে, এসব বিষয় আপনার লেখায় প্রচুর পরিমাণে থাকলে আপনার পাঠকখ্যাতি ও যশের অভাব হবে না।

সর্বোপরি, আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত শত্রুদের আক্রমণ করছেন। এই শত্রুদের মধ্যে রয়েছে সাদ্দাম হোসেন, বাথ পার্টির মতবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ, ফিলিস্তিনি আন্দোলন এবং ইসরায়েল সম্পর্কে আরবীয় মতামত। অবশ্য এটি আপনাকে প্রত্যাশিত খেতাব এনে দেয়। আপনি সাহসী হিসেবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নতুন দেবতা অবশ্যই পশ্চিমের। আপনি বলতে পারেন, আরবদের পশ্চিমাদের মতো হওয়া উচিত, তাদেরকে উৎস ও উদ্ধৃতি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। পাশ্চাত্য প্রকৃতপক্ষে যা করেছিল, তার ইতিহাস হারিয়ে গেছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ফলাফলও হারিয়ে গেছে। আমরা আরব ও মুসলিমরা পীড়িত মানুষ। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, একান্তই আমাদের নিজেদের সমস্যা, যা সম্পূর্ণভাবে আমাদেরই নির্মাণ।

এই ধরনের কর্মকাণ্ডে অসংখ্য বিষয়ই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত: এখানে একেবারে সর্বজনীনতা নেই। যেহেতু আপনি দেবতাকে সমালোচনাহীনভাবে সেবা করেন, সব শয়তানরা অন্যদিকে সবসময় বিদ্যমান। যখন আপনি একজন ট্রটস্কিপন্থী ছিলেন, তখন এটি যেমন সত্য ছিল ঠিক তেমনি এখন আপনি যেমন একজন প্রাক্তন ট্রটস্কিপন্থী এটি তেমনই সত্য। আপনি রাজনীতিকে আন্তঃসম্পর্কের কিংবা সাধারণ ইতিহাস (যেমন—পাশ্চাত্য ও একই রকম বিপরীত ক্ষেত্রে আরব ও মুসলিমদেরকে বাধ্য করে ভীরু ও জটিল গতিশীলতার প্রেক্ষাপটে) ব্যাখ্যা করতে পারেন। বাস্তব বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ একদিককে নিষ্পাপ বলতে নিষেধ করে এবং অন্যদিককে সে পাপী বলতে নিষেধ করে। প্রকৃতপক্ষে একদিকের ধ্যানধারণা বেশ সমস্যা তৈরি করে, যেখানে সংস্কৃতিই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা অধিকাংশ সংস্কৃতিই জলরোধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজ, সব কিছুই সমজাতীয় এবং সব কিছুই ভালো কিংবা মন্দ। কিন্তু আপনার চোখ যদি পৃষ্ঠপোষকের উপর আটকে থাকে, আপনি বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেকে ভাবতে পারবেন না। বরং উপকার গ্রহীতা হিসেবে ভাববেন। আপনার মনের কোণে এই চিন্তা থাকবে যে, আপনি অবশ্যই তাকে সন্তুষ্ট করবেন, কখনোই অসন্তুষ্ট করবেন না।

দ্বিতীয়ত: আগে প্রভুদের সেবা করায় আপনার নিজের ইতিহাস পায়ে মাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এতে আপনার মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসন্দেহের উদ্রেক করেনা, দেবতাকে উচ্চকণ্ঠে সেবা করার প্রশ্নে আপনার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করেনা। নতুন দেবতার ক্ষেত্রেও একই রকম অবস্থা বিরাজমান। এটা থেকে দূরে সরে গিয়ে আপনি অতীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেহেতু এক দেবতা থেকে আরেক দেবতার দিকে ঝুঁকেছিলেন সেহেতু বর্তমানেও আপনাকে একইরকম কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিছুটা বিষন্নভাবে, এটি সত্য। কিন্তু অবশেষে সবকিছুই একই ফলাফল নিয়ে আসবে।

বিপরীতভাবে, সত্যিকার বুদ্ধিজীবী একজন ইহজাগতিক সত্তা। অনেক বুদ্ধিজীবী এই ভান করে, উঁচু বিষয়ের কিংবা স্বাভাবিক মূল্যবোধের পরিণতিতে তাদের প্রকাশ আমাদের এই ইহজাগতিক পৃথিবীতে তাদের কর্মকাণ্ড দিয়ে নৈতিকতার সূচনা ঘটে। সেখানেই এটি ঘটে, যাদের স্বার্থ এটি পূরণ করে। কিভাবে এটি সর্বজনীন নীতি নিয়ে এগিয়ে যেতে অস্বীকার করে, কিভাবে এটি ক্ষমতা ও ন্যায়বিচারের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে, কারো পছন্দের ক্ষেত্রে এটি কী প্রকাশ করে? এ সবকিছুই আলোচনা করে। যেসব দেবতারা ব্যর্থ হয়, তারা অবশেষে বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে এক ধরনের চরম নিশ্চয়তা দাবী করে—এ সবকিছু একটি সামগ্রিক বাস্তবতা, যা শিষ্য ও শত্রুদের চিহ্নিত করে।

যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে, তা হচ্ছে কিভাবে সন্দেহ ও সংকেতের জন্য মনের মধ্যে জায়গা রেখে দেব? হ্যাঁ, আপনার কিছু রীতিনীতি আছে। আপনি তা দিয়ে বিচার করেন কিন্তু সেগুলো কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং অন্যান্য ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, তৃণমূল আন্দোলন, চলমান ইতিহাস ও গুচ্ছ বহমান জীবনের সংস্পর্শে আসে। বিমূর্ততা কিংবা গোড়ামির ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হচ্ছে—তারাই পৃষ্ঠপোষক, যারা সব সময় আশ্বস্ততা এবং হাতের নরম স্পর্শ দাবী করে। বুদ্ধিজীবীর নৈতিকতা ও নীতিগুলো একধরনের বন্ধ গিয়ারবক্স হওয়া উচিত নয়, যা একদিকে চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে ধাবিত করে এবং একটি মাত্র জ্বালানি উৎসের সাহায্যে ইঞ্জিনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারিত করে। বুদ্ধিজীবীকে চারদিকে হেঁটে বেড়াতে হয়। জায়গা রাখতে হয় যার মধ্যে সে দাঁড়াতে পারে এবং কর্তৃত্বের কথা বলতে পারে। যেহেতু আজকের বিশ্বে কর্তৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত দাস ভাবাপন্নতা রয়েছে, কাজ ও নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে বড় হুমকির অন্যতম।

নিজের ক্ষেত্রে ঐ হুমকির মুখোমুখি হওয়াটা কঠিন এবং তার চেয়ে আরো কঠিন হল—আপনার বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো উপায় খুঁজে বের করা এবং একই সময়ে মনকে বিকশিত ও পরিবর্তিত করার মতো স্বাধীন থাকা। নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা কিংবা আপনি যা একসময় সরিয়ে রেখেছিলেন তা পুনরায় খুঁজে বের করা। বুদ্ধিজীবী হওয়ার সবচেয়ে কঠিন দিক হল: আপনি আপনার কাজ ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ঘোষণা করে তা প্রতিফলিত করেন। কোনো পদ্ধতি বা ব্যবস্থার পক্ষে, কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আপনি ভাবলেশহীন থাকেন। যে ব্যক্তি তাতে সাফল্য লাভের উল্লাস প্রকাশ করেন এবং প্রস্তুত থাকার কারণে সাফল্য লাভ করেন এবং কঠিন ইচ্ছার প্রশংসা করে বুঝিয়ে দেন, এই সমগোত্রতা কত দুর্লভ? কিন্তু এটি অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে—আপনার স্মরণে রাখা দরকার, একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে আপনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের সক্ষমতার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সত্যকে তুলে ধরেন। কিংবা নিজেকে পরিচালনার জন্য পরোক্ষভাবে একজন পৃষ্ঠপোষক কিংবা এক ধরনের কর্তৃত্বকে মেনে নেন। এ দুয়ের মধ্য থেকে আপনি যে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটিকে পছন্দ করতে পারেন। তবে প্রকৃত ইহজাগতিক বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে ঐসব গতানুগতিক দেবতারা সবসময় ব্যর্থ।

তথ্যসূত্র:

১. *The God That Failed*, ed. Riched Crossman (Washington, D.C.: Regnery Gateway, 1987), p. vii.

২. There is a shrewdly entertaining account of a Second Thoughts conference given by Christopher Hitchens, *For the Sake of Argument: Essays and Minority Reports* (London: Verso, 1993), pp. 111-14.

৩. On the different varieties of self-disavowal a valuable text is E.P. Thompson's "Disenchantment or Apostasy? A Lay Sermon" in *Power and Consciousness*, ed. Conor Cruise O'Brien (New York: New York University Press, 1969), pp. 149-82.

৪. A work that typifies some of these attifudes is Daryush Shayegan, *Cultural Schizophrenia: Islamic Socities Confronting the West*, Trans. John Howe (London: Saqi Books, 1992).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~